কোন ভূমিখণ্ড একদিকে স্থল দ্বারা মহাদেশের সহিত সংলগ্ন তাহা উপদ্বীপ পদবাচ্য হয়।

যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া সাগরের দিকে গমন করিয়াছে, তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ।

কোন সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড দুই বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে সংযুক্ত করিলে তাহাকে যোজক বলে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানের নাম উপকূল।

পৃথিবীর উপরিস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থানগুলি পর্ব্বত বা শৈলনামে অভিহিত। ঐ পর্ব্বতগুলি দীর্ঘস্থানব্যাপী হইলে পর্ব্বতশ্রেণী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির নাম পাহাড় বা গণ্ডশৈল।

পর্ব্বতের অগ্রভাগকে শৃঙ্গ, চূড়া বা শিখর কহে। যথা—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

যে পর্ব্বতে শৃঙ্গদেশস্থ ছিদ্র হইতে সময়ে সময়ে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা ইত্যাদি বাহির হয়, তাহার নাম আগ্নেয় পর্ব্বত।

পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরক্ষেত্রের নাম উপত্যকা এবং পর্ব্বতময় উচ্চ ভূমির নাম অধিত্যকা।

পার্ব্বতীয় উচ্চভূমির মধ্যস্থিত নদীর খাতকে অববাহিকা (basin) এবং অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত পার্ব্বত্যভূমিকে জলবাধ (watershed) কহে।

দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সরু পথের নাম গিরিবর্ত্ম, ঘাট, বা পাস।

যে ভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান এবং পর্ব্বতাদিবিহীন, তাহাকে সমতলভূমি কহে।

বৃক্ষ-লতাদি পরিশূন্য জলাশয়াদি-বিহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তরভূমিকে মরুভূমি বলা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বরা-ভূমির নাম মারব দ্বীপ বা ওয়েসিস। যথা—ফেজান।

ভূপৃষ্ঠে নানাজাতীয় মনুষ্যের বাস আছে। বর্ণ ও গঠনাদি-ভেদে মনুষ্যজাতি তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ককেশীয়, মোঙ্গলীয়, এবং নিগ্রো। মলয় ও আমেরিক ইণ্ডিয়ান্ জাতিদ্বয় মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত।

১। ককেশীয়—এই শ্রেণীর মনুষ্যদিগের শরীরের গঠন ও বর্ণ সুন্দর এবং ইহাদের অনেক দাড়ি হয়। য়ুরোপে, পশ্চিম এসিয়াতে কাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণ এসিয়ায় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই জাতির বাসস্থান।

২। মোঙ্গলীয়—ইহাদের বর্ণ পীত, চুল কাল, চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখ চেপ্টা, এবং দাড়ি অল্প। এসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ও মধ্য প্রদেশে এই জাতির বাস।

৩। নিগ্রো—ইহাদের চামড়া কাল, নাক চেপ্টা, ওষ্ঠ মোটা, চিবুক দীর্ঘ, এবং চুল কোঁকড়া ও ভেড়ার মত। ইহারা আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে ও মধ্যস্থানে বাস করে।

৪। মলয়—ইহারা মোঙ্গলীয় ও নিগ্রো জাতির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনেকাংশে তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে। মলয় উপদ্বীপ ও ভারতদ্বীপপুঞ্জে ইহাদের বাস।

৫। আমেরিক বা লোহিত ইণ্ডিয়ান্—ইহাদিগকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অংশে দেখা যায়। ইহারা তাম্রবর্ণ।

উপরি উক্ত মনুষ্যগণ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবর্ত্তকের অভ্যুদয়ে পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। [তত্তৎশব্দ দেখ।] তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদি এই কয়টী প্রধান।

ভূগোলবিদ্যা (স্ত্রী) যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। (Geography)

ভূঘন (পুং) শরীর।

ভূচক্র (ক্লী) ১ পৃথিবীপরিধি। ২ বিষুবরেখা। ৩ অয়নবৃত্ত। ৪ ক্রান্তিবৃত্ত। ৫ অক্ষ ও দ্রাঘিমরেখা।

ভূচর (ত্রি) ভুবি চরতীতি চর-ট। যাহারা ভূমিতে বাস করে, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি। (পুং) শিব।

ভূচরসিদ্ধি (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত সিদ্ধিভেদ।

"ততোঽধিকতরাভ্যাসাৎ বলমুৎপদ্যতে ভৃশম্।
যেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাদ্ভূচরাণাং জয়ে ক্ষমঃ॥" (দত্তাত্রেয়স°)

তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধি বা সাধনার উল্লেখ আছে, এই ভূচরসিদ্ধিও তাহার অন্যতম ও প্রধান বলিয়া নিরূপিত। বাস্তবিক, তন্ত্রবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে অবাধে এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সিদ্ধির দিকে মন নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধি বা সাধনা বলে সাধকের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য অগম্য বা অপ্রত্যক্ষ থাকে না। তখন করতলগত আমলক ফলের ন্যায় অভীপ্সিত সমস্ত বিষয়ই তাঁহার আয়ত্ত হইতে থাকে।

কিন্তু এই সিদ্ধিলাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া অনায়াসে ঘটিয়া উঠে না। অনেক বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া সুদৃঢ় অভ্যাসের পূর্ণ সহায়তালাভে অধিকারী হইতে পারিলেই, এই সিদ্ধিরূপ সমৃদ্ধ সৌধশিখরে অধিরোহণ করা যায়। দত্তাত্রেয়সংহিতায় দেখিতে পাই,—যোগী যখন অভ্যাসবশে এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার অনুপম রূপমহিমায় কন্দর্পের দর্প খর্ব্ব হইয়া যায়, অনেক বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়। এমন কি রূপমুগ্ধ অঙ্গনাগণ অনঙ্গপীড়িত হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের

কামনা করিতে থাকে; সুতরাং এই অবস্থায় যোগী যদি তখন অঙ্গনার অঙ্গালিঙ্গনে লিপ্ত হন, তবেই তাঁহার অধঃপাত অদূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। তখন তাঁহার বিন্দুপাত বশতঃ আত্মা ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্য থাকে, তৎসমস্ত একেবারেই হ্রাস হইয়া যায়। অতএব এ হেন সিদ্ধির অধিকারী হইতে গিয়া যোগী ব্যক্তি কখন রমণীসঙ্গ করিবেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বিন্দু ধারণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক যোগী যখন সিদ্ধিলাভে প্রয়াসী হইবেন, তখন একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরাশির বিনাশের জন্য প্রথমে প্রণব জপে নিমগ্ন হইবেন। এই প্রণবজপ করিতে করিতেই তাঁহার পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে, এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হইয়া যাইবে।

এইরূপ অভ্যাস-যোগই ভূচরসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলিয়া কথিত। যোগী প্রথমে এই অভ্যাসেই প্রবৃত্ত হইয়া, পরে বায়ু অভ্যাসে কুম্ভক অবস্থায় উপনীত হইবেন। দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে। যোগী কুম্ভক অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে যে প্রত্যাহরণ করেন, তাহারই নাম প্রত্যাহার। কুম্ভকাবস্থায় উপনীত যোগীর পক্ষে এই সময়ে এই প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানও একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যোগাবলম্বী সাধক এই সময়ে চক্ষু দিয়া যাহা যাহা দেখিবেন, কাণে যাহা যাহা শুনিতে পাইবেন, নাসিকায় যে যে গন্ধ গ্রহণ করিবেন, রসনায় যে যে রসের আস্বাদ লইবেন এবং ত্বক্ দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করিবেন, তৎ সমস্তই আত্মাতে ভাবনা করিবেন। এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগী ব্যক্তি যখন যত্ন সহকারে প্রত্যহ এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলির অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিবেন, তখন তাঁহার এক অলোকসামান্য সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তখন দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি প্রভৃতি অমানুষোচিত ক্ষমতায় সমন্বিত হইবেন। তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে। তিনি কামচরত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার মলমূত্রাদির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণরূপে পরিণত হইবে, অধিক কি, প্রতিনিয়ত অভ্যাসবশে তখন তিনি খেচরত্ব এবং এতদপেক্ষা অন্য অধিকতর সামর্থ্য লাভেরও অধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু যোগী যখন নিজের এই সমস্ত অলৌকিক সামর্থ্য অনুভব করিতে থাকিবেন, তখন তিনি বুদ্ধিবলে ইহা নিজের অভ্যুদয় বলিয়া মনে না করিয়া মহাসিদ্ধির অন্তরায় বলিয়াই জানিবেন। তখন যোগী নিজের ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। কাহাকেও কিছু শিক্ষা দিবেন না। তিনি স্বসামর্থ্য গোপন করিবার জন্য লোকের নিকট মূক, অন্ধ, বধির ও মূর্খের ন্যায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই তাহার স্বকার্য্যে বাধা ঘটিবে। তিনি নিজ অভ্যাসযোগে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িবেন এবং অভ্যাসে শ্লথাদর হইলেই তাঁহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় হইতে হইবে, সুতরাং তখন আর তাঁহার কোন সামর্থ্যই থাকিবে না। এই জন্যই যোগী পুরুষ কখন গুরুবাক্য বিস্মৃত না হইয়া দিবানিশি বিহিত অভ্যাসেরই বশবর্ত্তী হইবেন। এইরূপ অভ্যাস যোগেই ক্রমে যোগী পরিচয়াবস্থায় উপনীত হইবেন। এই পরিচয়াবস্থা এবং তদনন্তর অনুষ্ঠেয় বিষয় গুলির অনুষ্ঠান করিলেই যোগরত মহাপুরুষ মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দত্তাত্রেয়চন্দ্রিকা ও গ্রহযামলের চতুর্দ্দশ পটলে দ্রষ্টব্য।

ভূচিত্র (ক্লী) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ চিত্রং। পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ্।

ভূচ্ছায় (ক্লী স্ত্রী) ভুবশ্ছায়া (বিভাষা সেনাসুরাচ্ছায়ানিশানাম্। পা ২।৪।২৫) ইতি তৎপুরুষে বিভাষয়া নপুংসকং, ছায়াবাহুল্যে তু কেবলং ক্লীবত্বং। অন্ধকার। স্ত্রীলিঙ্গে ভূশ্ছায়া।

ভূজন্তু (পুং) ভুবো জন্তুরিব। উপরসবিশেষ, ভূনাগ, শীষ।

ভূজম্বু (স্ত্রী) ভুবো জম্বুরিব সাদৃশ্যাৎ। ১ গোধূম, গম। ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বইচগাছ। (মেদিনী) ৩ ভূমিজম্বুবৃক্ষ, চলিত বনজাম। (রাজনি°)

ভূটান, হিমালয়ের পূর্ব্বপাদভূমে অবস্থিত একটী পার্ব্বতীয় স্বাধীন সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২৬° ৪৫´ হইতে ২৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° হইতে ৯২° পূঃ। ইহার উত্তরে ভোটরাজ্য, পূর্ব্বে অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বতীয় স্বাধীন জাতিগণের বাসভূমি, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে সিকিম রাজ্য।

শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্রসমূহ না থাকিলেও এই স্থানের পার্ব্বতীয় শোভা অতীব মনোরম। কোথাও নতোন্নত গিরিগণ্ডসমূহ লতামণ্ডপের ন্যায় শ্যামভূষায় বিভূষিত, কোথাও বা উচ্চচূড় ঝাউবৃক্ষসমূহ অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন মুকুটধারী রাজার ন্যায় প্রশান্ত পর্ব্বতবক্ষ শাসন করিতেছে। এই ক্ষীণকায় বৃক্ষগুলির শোভা এতই মনোহারী যে, সময় সময় পথিকগণ দূরে দাঁড়াইয়া ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যায়। হিমালয়শ্রেণীর তুষার ধবল চিত্রপটে এই বৃক্ষরাজি যেন অগণিত বাহিনীর ন্যায় রণপ্রতিজ্ঞায় দণ্ডায়মান আছে, তদুপরে মেঘমালার ক্রীড়া বড়ই বিস্ময়োদ্দীপক, সে মাধুর্য্য বর্ণনার অতীত।

প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যশালিনী এই পার্ব্বত্য ভূমি মুক্তামালার ন্যায় অসংখ্য স্রোতমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিধাতার সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয় দিতেছে। গভীর পর্ব্বতকন্দর ও অত্যুচ্চ শিখরভূমি বিধৌত করিয়া যেন অনাকুলমনে মন্থরগমনে স্রোতস্বিনীসমূহ সেই ভয়াবহ বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। কোথাও এই জলরাশি পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া প্রপাতাকারে পতিত হইয়া থাকে। ভ্রমণকারী টার্ণার একটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত জলধারা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভূতলে নিপতিত হইতেছে যে, উপর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উহা মধ্যস্থলেই বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং নিম্নভাগ হইতে দেখিলে অনুমান হয় যে, যেন একটা সূক্ষ্ম জলধারা মৃদুমন্দ-গতিতে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া চলিয়াছে। মানসাই এখানকার প্রধান নদী। তাসগাও অতিক্রম করিয়া এই নদী ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। এখানে ইহার স্রোতোবেগ এতই প্রবল যে, উহা পার হওয়া সুকঠিন। এখানে গমনাগমনের জন্য একটা সেতু নির্ম্মিত আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে মাচু, চিঞ্চু, তোর্সা, মালিচু, কুরুচু, ধর্লা, রায়দক ও সাঙ্কোশ প্রভৃতি নদীই প্রধান।

ভূটিয়াদিগের মুখে শুনা যায় যে, পূর্ব্বে এখানে তেকু নামক জাতির বাস ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা কোচবিহারস্থ কোচ-জাতীয়। দুই শতাব্দ পূর্ব্বে একদল ভোটসৈন্য আসিয়া তেকুদিগকে পরাভূত করিয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। এখানকার রাজকীয় কার্য্য দুইজন ব্যক্তির শাসনাধীনে ন্যস্ত। ১ ধর্ম্মরাজ বা জাতীয় গুরু, ২ দেবরাজ বা সাময়িক শাসনকর্ত্তা। পেন্‌লোদিগের দ্বারা প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক এক জন ব্যক্তি দেবরাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এই উভয় রাজাকে পরিচালিত করিতে লেনোহন্ নামে একটী স্থায়ী মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে কোনরূপ শাসনশৃঙ্খলা প্রচলিত নাই। নিম্নতন রাজকর্ম্মচারী ও দুর্গাধ্যক্ষ-গণ এখানকার প্রকৃত অধীশ্বর। তাহাদের কঠোর শাসন, বল-পূর্ব্বক করসংগ্রহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার রাজ্যমধ্যে শাসন-বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহা-দিগের রাজ্যকার্য্য-পরিচালক ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের অবতাররূপে কল্পিত। তাঁহার মৃত্যুর দু-একবৎসর অতিবাহিত হইলে পুনরায় বালকরূপী ধর্ম্মরাজের অভ্যুদয় হয়।

ধর্ম্মরাজের বালকাবতার সাধারণতঃ কোন প্রধানতম রাজ-কর্ম্মচারীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। ঐ বালক পূর্ব্বতন ধর্ম্ম রাজের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিলেই তাঁহার ধর্ম্মরাজ-পদপ্রাপ্তি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পরে তাঁহাকে মঠে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় তাঁহার যেরূপ প্রভাব প্রতি-পত্তি থাকে, এ সময়ে তাঁহার সে শক্তির অনেক হ্রাস দেখা যায়। দেবরাজ জাতীয় সভা কর্ত্তৃক রাজপদে মনোনীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভূটানস্থ শাসনকর্ত্তৃদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় অবস্থান করেন এবং তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে নামে মাত্র রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সহিত ভূটানবাসীদিগের রাজকীয় সংস্রব সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ষে ভূটিয়াগণ কোচবিহার আক্রমণ করে। কোচবিহারাধিপ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কাপ্তেন জেমস্ ভূটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিতে আদিষ্ট হন। ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে ভূটিয়াসেনাদল পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তিব্বতরাজ-প্রতিনিধি তেস্যু-লামার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির আশায় ইংরাজকোম্পানি কাপ্তেন টার্ণারকে ভূটানরাজ-সকাশে প্রেরণ করেন। এ দৌত্যে কোম্পানীর আশা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের আসাম অধিকার পর্য্যন্ত ভূটানের সহিত ইংরাজের বিশেষ কোন রাজকীয় সংস্রব ঘটে নাই। ঐ সময়ে ভূটিয়াগণ পর্ব্বতের পাদদেশস্থ 'দ্বার'ভূমি বলপূর্ব্বক অধিকার করে এবং তাহার জন্য সামান্য কর দিতে স্বীকৃত হয়। অঙ্গীকার মত করপ্রদানে অশক্ত হইয়াও তাহারা ইংরাজের অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া লুট পাট করিতে থাকে। তদনুসারে কাপ্তেন পেম্বার্টন সুব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ভূটানরাজসমীপে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া এবং ক্ষতিপূরণের কোন-রূপ চুক্তি হইল না দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট আসামের দ্বার-প্রদেশ তাহাদের হস্তচ্যুত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন ও যাহাতে ভূটিয়াগণ শান্তভাব ধারণপূর্ব্বক ভবিষ্যতে উপদ্রবাদি না করে, তজ্জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ভূটানরাজকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু দ্বারপ্রদেশে ভূটিয়াদিগের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ-রাজ ভূটিয়ারাজের নিকট আবেদন করিলেন, অবশেষে ভয় দেখাইয়াও ভূটিয়াদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না দেখিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মাননীয় আস্‌লিইডেন অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়া ভূটানরাজ সরকারে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে ভূটিয়াদিগের অত্যাচার ঘনী-ভূত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে পার্ব্বত্য দেশ হইতে

অবতরণ করিয়া দ্বারবাসী প্রজাবৃন্দের সর্ব্বনাশ করিত। লুণ্ঠন, গ্রামদাহ, হত্যা ও তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে হরণ করিয়া তাহারা দ্বারবিভাগ ছারখার করিয়াছিল।

ইডেন সাহেব ভূটানরাজতন্ত্র হইতে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হন, এমন কি. বিবাদী সম্পত্তিগুলি ও অন্যান্য অনেক বিষয় ভূটানকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি ভূটান গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক একখানি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। ইংরাজরাজের অনভিমতে বলপূর্ব্বক এরূপ অপমানকর স্বাক্ষর গ্রহণ করায় ভারত-রাজপ্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত সন্ধি সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া রোষবশে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তানুসারে দ্বারপ্রদেশের কর বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিগত ৫ বৎসর মধ্যে যে সকল দ্বারবাসী প্রজা ভূটানে নীত হইয়াছিল,তাহাদের অনতিবিলম্বে প্রত্যর্পণের জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। ভূটিয়ারাজ একবার কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া,ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৬৪ খৃঃ অঃ ১২ই নবেম্বর ১১টি পশ্চিম দ্বার ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। এ সময়ে ভূটিয়াগণ ইংরাজের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই, কিন্তু পরবৎসর জানুয়ারী মাসে, সহসা ভূটিয়াগণ পর্ব্বতবক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেওয়ানগিরিস্থ ইংরাজ-সেনাদল আক্রমণ করে। ইংরাজসেনাগণ এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর জেনারল টুম্বস্ নিজ বাহিনী লইয়া ভূটিয়াদিগকে পরাভূত করেন এবং উক্তবর্ষের নবেম্বরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ভূটান-রাজ বঙ্গ ও আসামের ১৮টী দ্বারবিভাগ ইংরাজের হস্ত প্রজাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বারবিভাগ হইতে ভূটানের অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইত বলিয়া ইংরাজরাজও দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং যদি তাঁহারা ইংরাজরাজের সহিত সদ্ভাব-স্থাপন করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ৫০ হাজার টাকা দিবারও কথা থাকে। তদবধি ভূটানরাজ ইংরাজের সহিত বিশেষ সুপ্রণয়ে কাল কাটাইতেছেন। অধুনা কতকগুলি ভূটিয়া গোয়ালপাড়ার সান্নিধ্যে বসতি করিয়াছে।

এখানে হিমালয়বক্ষে নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হস্তী,ব্যাঘ্র,হরিণ প্রভৃতি পশু ও নানারূপ পক্ষী ব্যতীত, এখানকার টঙ্গাস্থান নামক ভূভাগকে টঙ্গান নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বল ও সৌন্দর্য্যে ইহারা অন্য অশ্বজাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করে।

এই অসভ্য ও পার্ব্বতীয় বন্যদেশে শিল্পবিস্তার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী মোটা কম্বল, কার্পাস বস্ত্র, বরফাবৃত স্থানে ভ্রমণোপযোগী মহিষ-চর্ম্মের জুতা, কাষ্ঠপাত্র কাগজ, তরবার, তীর, বর্শা ও তাম্র-কটাহ এখানকার প্রধান বাণিজ্য। এতদ্ভিন্ন এখানে পশম, স্বর্ণচূর্ণ, প্রস্তর, লবণ, জলপাই, কমলালেবু, মৃগনাভি, পণী-ঘোড়া ও রেশম পাওয়া যায়।

ভূটানরাজ্যরক্ষার জন্য অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দুর্গে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত আছে। উহাদের সংখ্যা মোট ৭ হাজার ও হইবে না। কিন্তু যখন আক্রমণকারী শত্রুদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে হয়, তখন সমগ্র ভূটিয়া জাতি অস্ত্র ধরিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। ইহারা রাজকোষের বেতনভোগী নহে।

পুনখা বা তোজেন নগর ভূটানে রাজধানী। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব্বোত্তরে বুগ্নী নদীর বামকূলে অবস্থিত। আসাম হইতে তিব্বতরাজধানী লাসা নগরী যাইবার পথে তাসিপেজোঙ্গ, পারো, অঙ্গদ পোরঙ্গ, তোঙ্গসো নগর এবং অন্যত্র বন্দিপুর, ঘাসা ও মুরিচোম নগর বিদ্যমান আছে। পুনখার স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট এবং এখানকার অধিবাসিগণও সমাধক বলশালী।

পার্ব্বত্য বিভাগের উচ্চতার তারতম্যানুসারে এখানকার জলবায়ুরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও সাইবিরিয়ার কঠোর শীত, কোথাও আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম, কোথাও বা ইতালীর সুখকর বাসন্তিক সমীরণ প্রবাহিত রহিয়াছে। এক দিনের পথ পরিভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী পথিক উক্ত বিষয় সবিস্তার অনুভব করিতে পারিবেন। রাজপুঙ্গবগণের শৈত্যা-বাস পুনখার অধিবাসিবৃন্দ যখন প্রখর সূর্য্যকিরণের উত্তাপে সন্তপ্ত তখন তাহারই অদূরবর্ত্তী ঘাসা* নগরবাসিগণ হিমানীর তুষারপাত ও কঠোর শীতকষ্টে দীন যাপন করিয়া থাকে। এখানে অহরহই বৃষ্টিপাত হয় এবং সময় বিশেষে পর্ব্বত-গহ্বরাদিতে ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া পর্ব্বতস্খলনরূপ ভয়াবহ দৃশ্যসমূহ সমুপস্থিত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ ভূটীয়া নামে খ্যাত। ভোট-দেশ হইতে আসিয়া তাহারা এই ভূটান প্রদেশে বাস করিয়াছে। অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত—১ম পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজক, ২য় পেনলো বা সর্দ্দারগণ, ইঁহারাই শাসনকার্য্যে বিনিযুক্ত আছেন এবং ৩য় নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবিগণ।

প্রজাবর্গ সাধারণতঃই পরিশ্রমী। কৃষিকার্য্যে তাহাদের বিশেষ মন আছে। কিন্তু স্থানীয় ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থান ও রাজপুরুষগণের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব অপহরণের ভয়ে, তাহারা

* এই নগর পুনখা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষিকার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী নহে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ স্বভাবতই দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রপীড়িত। কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নজর পড়িলে দরিদ্রের আর রক্ষা থাকে না। তাহার বিষয়সম্পত্তিসমূহ ধনী ব্যক্তি কাড়িয়া লইবেই। রাজকীয় কর্ম্মচারীর ক্রীতদাসাপেক্ষা দরিদ্র প্রজার কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা আছে। উহাদের কাহারও ভূম্যাদিতে অধিকার নাই। রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক চাহিবামাত্রই তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। 'জোর যার মুলুক তার' এ রাজতন্ত্র একমাত্র ভূটানেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের বিভাগ বা জেলাবিশেষের শাসনকর্ত্তাগণ রাজদরবার হইতে কোনরূপ তলবানা পান না, তাঁহাদের যাহা আবশ্যক তাহা তাঁহারা স্বচ্ছন্দে প্রজার রক্তশোষণ করিয়া লইতে পারেন। প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া শাসনকর্ত্তাগণ যাহা আহরণ করিবেন, তাহা হইতে তিনি কতকাংশ রাজদরবারে প্রদান করিতে বাধ্য। তিনি বলপূর্ব্বক যত অধিক কর সংগ্রহ করিতে ও রাজসরকারে যত অধিক পরিমাণে পাঠাইতে পারিবেন, ততই তাঁহার সম্মান ও শাসনকর্ত্তৃপদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

উচ্চশ্রেণী বা রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ নানা দোষদুষ্ট। ঝগড়া, কলহ, বিবাদ ও পরশ্রীকাতরতা তাহাদের প্রধান অঙ্গ। তাহারা নির্দ্দয় ও লজ্জাহীন ভিখারী। অবস্থাপন্ন হইলেও তাহারা পরদ্রব্যলাভহেতু ভিক্ষা করিতে অপমান বোধ করে না, কিন্তু যদি তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরভাবে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতেও কাতর হয় না। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষাকৃত সৎ ও সত্যবাদী। তাহারা আপনার পরিশ্রমে কার্পাসবস্ত্র, ঢিয়াবৃক্ষের ছালে কাগজ ও ধান্যাদি হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া উপভোগ করে।

ভূটিয়ারমণীগণ সতীত্বের ছায়া অবলোকন করে নাই। ৫ বা ৬ ভ্রাতা স্বচ্ছন্দে এক স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় না। এই কারণে স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতই দুঃশীলা ও অসদ্ভাবা। তাহারা বহুস্বামিক হওয়ায় বংশাধিকার ঠিক থাকে না। কারণ গর্ভজ পুত্র কাহার বংশ উজ্জ্বল করিবে, তাহার নির্দ্দেশ না পাওয়ায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা যায় না। এই জন্য কোন ধনি-পরিবারের কর্ত্তা মরিলে তাহার যতই পুত্রকন্যা থাকুক না কেন, সমগ্র সম্পত্তি দেব বা ধর্ম্ম রাজের অধিকারভুক্ত হয়।

ভূটিয়াদিগের মধ্যে 'ধর্ম্মরাজ' বুদ্ধের অবতারস্বরূপ কল্পিত। রাজ্যের প্রধান সর্দ্দারদিগের মধ্যে একজনকে দেবরাজ মনোনীত করা হয়। রাজকীয় নিয়মানুসারে দেবরাজ তিন বৎসরের জন্য সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতদিন রাজকার্য্য পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, ততদিন তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিতে পান। দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজের পর, ১২টী বৌদ্ধযতি লইয়া একটী ধর্ম্মসভা এবং ৬ জন জিম্‌পে দ্বারা একটী ভজনসভা গঠিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মাচার্য্যগণ রাজকীয় কার্য্যে মন্ত্রদাতারূপে গণ্য হন। দেবরাজের অধীনস্থ পর-পিলে, বা পেম্‌ল্যো চিঙ্গু নদীর পশ্চিমদেশ এবং তোঙ্গুপিলো পূর্ব্বভাগ শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের অধীনে ৬ জন করিয়া সুবা বা কমিসনর নিযুক্ত আছে।

ভূটিয়াগণ দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলবান্। প্রকৃত পক্ষে এরূপ সুগঠন-প্রতিকৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাদের বলিষ্ঠ বপু ও ভীমদর্শন মুখশ্রী কদর্য্য আচারব্যবহারে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। মরুয়া ও বেঙ্গ নামক দেশীয় মদ্যপানে তাহাদিগের নয়ন নিরন্তর আরক্ত থাকে। তদুপরে তাহাদের বেশভূষা প্রকৃতির গম্ভীর দৃশ্যকে ভীষণতার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষাও পুরুষদিগের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহারা পুরুষের ন্যায় জুতা অস্ত্র ও মস্তকে টুপি ধারণ করে না। শূকরাদি বিভিন্ন মাংস ও চা তাহাদের প্রধান আহার্য্য।

তাহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করণে তাহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কবাট লাগাইতে কখনও তাহারা লৌহকব্জা ব্যবহার করে না। অতি সুকৌশলে তাহারা কাষ্ঠের কব্জা প্রস্তুত করিয়া দ্বার বা জানালার কবাট ঝুলাইয়া দেয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী বলিয়া সাধারণে পরিচয় দিলেও তাহারা গুপ্তভাবে উপদেবতার পূজা এবং সেই ভূতযোনির তৃপ্তির জন্য কতকগুলি মন্ত্রপাঠও করিয়া থাকে। পূজা বা উৎসবে শিঙ্গা, শঙ্খ, করতাল, ঢোল, ঢক্কা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সমবেত বাজনা হয়। তাহাদের ভাষা তিব্বতী ভোট ভাষার অনুরূপ। তবে স্থানভেদে উহাতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এখানে প্রায় ২ হাজার ঘ্যালোঙ্গ বা লামা পুরোহিত ও বহু শত ধর্ম্মকুমারী আছে।

প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বদেশে কৃষিকার্য্যের জন্য পার্ব্বত্যভূমি পরিষ্কৃত হয় এবং তথায় গম, যব, সরিষা, লঙ্কা, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূটানবাসী লোপা নামক জাতি বড়ই কলহপ্রিয়, ভীরু ও

মায়ামমতাহীন। উহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু, বিরল কৃষ্ণকেশ ও চেপ্‌টা মুখশ্রী দেখিলে অনেকাংশে চীনবাসী বলিয়া অনুভূত হয়। প্রৌঢ়াবস্থায়ও ইহাদের ভালরূপ দাড়িগোঁফ বহির্গত হয় না।

ইহাদের মধ্যে চঙ্গলো নামে স্বতন্ত্র একটী থাক আছে। উত্তরাংশেই ইহাদের বাস অধিক। যে ভাষায় ইহারা কথা কয়, তাহা চঙ্গলো নামে খ্যাত। উহাও কতকাংশে তিব্বতীয় ভাষার অনুরূপ। ইহারা অন্যান্য ভূটিয়াগণের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, অমাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ।

ভূটিয়া, ভূটানবাসী জাতিবিশেষ। [ভূটান দেখ।]

ভূত (ক্লী) ভূ-ক্ত। ১ যুক্ত। ২ ন্যায়। ৩ পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক।

"তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ॥" (মনু° ১২।১৪)

[পঞ্চভূত ও মহাভূত দেখ।]

৪ ঋত। ৫ সত্য। (অমর ও ভারত) ৬ পিশাচাদি।

"এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ॥"(ভাগ° ৩।১৪।২১)

৭ জন্তু। (মেদিনী) ৮ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্রব্য। (মনু ৮।৩০৬) ৯ বস্তুতত্ত্ব। (ত্রি) ভাব্যতে শ্মেতি, আধ্বাব্দেতি নিজভাবঃ ভূ-ক্ত, ভূতিরস্যাস্যেতি বা অর্শ-আদিত্বাদচ্, অভব-দিতি বা ভুবো গত্যর্থে ভূতার্থে কর্ত্তরি ক্ত। ১০ প্রাণী, জন্তু। ইহা চারি প্রকার, যোনিজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ১১ অতীত। অতীতকাল।

"ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদ্‌বা কিং তৎ স্যাদ্‌জগতি প্রিয়ে।
ভবতী যন্ন জানীয়াদিতি শর্ব্বোঽপ্যুবাচ তাম্॥"
(কথাসরিৎসা° ১।২৪)

অতীত কালের পর্য্যায়,—বৃত্ত, অধীত, হস্তন, নিভৃত, গত। (রাজনি°) ১২ বৃত্ত। ১৩ সম। ১৪ সদৃশ। (অমর ভরত) ১৫ প্রাপ্ত।

"ভূতাত্মানো মহাত্মানস্তে ন যান্তি পরাভবম্।"
(ভারত ১৩।৩৪।১৫)

'ভূতঃ প্রাপ্তো বশীকৃত আত্মা চিত্তং যৈস্তে' (নীলকণ্ঠ) ১৬ সত্য। 'আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থং' (শকুন্তলা ১অ°) ভূত শব্দ উত্তরপদস্থ হইলে সমার্থ ও স্বরূপার্থ হইয়া থাকে।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।" (মনু ১।৫)

(পুং) ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। ১৭ দেবযোনিবিশেষ, ইহারা অধোমুখ ও উর্দ্ধমুখ পিশাচভেদ, রুদ্রের অনুচর বালগ্রহ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৫৩) ১৮ কুমার। (মেদিনী) ১৯ যোগীন্দ্র। (শব্দরত্না°) ২০ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। (ত্রিকা°) ২১ ভূতনামক ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ভূতোপদ্রব নষ্ট হয়।

"শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা।
তেন নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ্ ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবঃ॥
অগস্ত্যপুষ্পনস্যং বৈ সমরীচন্তু শূলহৃৎ॥" ইত্যাদি।
(গরুড়পু° ১৯২ অ°)

শ্বেত অপরাজিতার মূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য প্রস্তুত করিতে হইবে, এই নস্য ব্যবহারে ভূতোপদ্রব বিনষ্ট হয়। মরীচের সহিত অগস্ত্যপুষ্পের (বকফুল) নস্যও ভূতনাশক। ২২ লোধ্র। (বৈদ্যকনি°) ২৩ কৃষ্ণপক্ষ। ২৪ বসুদেবের পৌরবী গর্ভজাত দ্বাদশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৪৭)

ভূতকরণ (ক্লী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। (অথর্ব্বপ্রাতিশা° ৬।৪৯)

ভূতকর্ত্তৃ (ত্রি) ব্রহ্মা।

ভূতকর্ম্মন্ (পুং) মনুষ্যভেদ। (মহাভা° দ্রোণপর্ব্ব°)

ভূতকটি, ১ বৌদ্ধমতে জীবলোকের সর্ব্বোচ্চ স্থান। ২ শূন্যতা।

ভূতকলা (স্ত্রী) ভূতানাং কলা। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের উৎপাদিকাদি শক্তিভেদ।

"ধরাদিপঞ্চভূতানাং নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ।
নিবৃত্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠা স্যাৎ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্॥"
(শারদা তিলক)

ভূতকাল (পুং) ভূতঃ কালঃ। অতীত কাল, যে সময় গত হইয়া গিয়াছে।

ভূতকালিক (ত্রি) অতীতকাল সম্বন্ধীয়।

ভূতকৃৎ (পুং) ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং প্রাণিনাং বা কৃৎ, কর্ত্তা। ১ দেবতা। (অথর্ব্ব° ৩।২৮।১) ২ বিষ্ণু। (ভারত° ১৩।১৪৯।১৪)

ভূতকেতু (পুং) দক্ষ সাবর্ণির পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।১৩।১৮) ১ বেতালভেদ। (কথাসরিৎসা° ১১৩।৩৪)

ভূতকেশ (পুং) ভূতস্য কেশ ইব। স্বনামখ্যাত তৃণ, শ্বেতদূর্ব্বা। পর্য্যায়,—গোলামী, ভূতকেশী, অমলকেশী, কেশী। (রত্নমা°) ২নীল নিগুণ্ডী। ৩ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৪ শ্বেততুলসী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ শেফালিকা। ৬ জটামাংসী। (রাজনি°) ৭ পুত্রজীবা। (বাভট সূত্র° ১৫ অ°) ভূতানাং কেশ ইব ভূতকেশঃ ক্লীবঞ্চেতি কেচিৎ। ৮ স্ত্রীচৈতন্য।

ভূতকেশী (স্ত্রী) ভূতকেশ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভূতকেশ। (রত্নমালা) ২ শেফালিকা। ৩ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি°)

ভূতকেশরা (স্ত্রী) মেথিকা, মেতি। (বৈদ্যকনি°)

ভূতক্রান্তি (স্ত্রী) ভূতানাং ক্রান্তিঃ। ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া।

ভূতগণ (পুং) ভূতানাং গণঃ। ভূতসমূহ।

ভূতগন্ধা (স্ত্রী) ভূতঃ মর্দ্দনং বিনাপি প্রকটিতো গন্ধোঽস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভূতগ্রাম (পুং) ভূতানাং গ্রামঃ সমূহঃ। ভূতসমূহ।
"ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।" (মৎস্যপু॰ ১।১৪)

ভূতঘ্ন (পুং) ভূতং হন্তীতি হন-টক্। ১ উষ্ট্র। (হেম) ২ লশুন। ৩ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি॰) (ত্রি) ৪ ভূতনাশক।

ভূতঘ্নী (স্ত্রী) ভূতঘ্ন-ঙীপ্। তুলসী। (রাজনি॰) ২ মুণ্ডিতিকা।

ভূতচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) ভূতপ্রিয়া ভূতোদ্দেশে ক্রিয়া কর্ত্তব্যা বা চতুর্দ্দশী। মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা॰। গৌণ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, এই চতুর্দ্দশীকে যমচতুর্দ্দশীও কহে।*

ভূতচতুর্দ্দশীর দিন যমপূজা ও যমতর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এই দিন অরুণোদয়কালে স্নান করিতে হয়। অরুণোদয়কালের পর যদি কেহ স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সম্বৎসরকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। এই দিন চন্দ্রোদয়ে স্নান করিলে নরকের ভয় থাকে না। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন অরুণোদয়কালেই চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। পিতা জীবিত থাকিতে যম তর্পণ ও ভীষ্মতর্পণ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং যাঁহাদের পিতা বর্ত্তমান, তাঁহারা অরুণোদয়কালে কেবল মাত্র স্নানই করিবেন। এই দিন যদি মঙ্গলবার ও চিত্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে শিবপূজা করিলে শিবপুরে গতি হয়। এই চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার দিন প্রদোষকালে দীপদান করিতে হয়, দীপদান করিলে যম-মার্গের অন্ধকার নষ্ট হয়।

"অমাবস্যাশ্চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।
যমমার্গান্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন অরুণোদয়কালে স্নানের পর অপামার্গপল্লব মস্তকের উপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘুরাইতে হয়।

মন্ত্র—"শীতলোষ্ঠসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ! ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

স্নানের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যমতর্পণ করিতে হয়।

মন্ত্র—"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
উড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই চতুর্দ্দশীর দিন ১৪ শাক ভোজন করিতে হয়। এই শাক ভোজন করিলে প্রেতলোকে গতি হয় না।

চতুর্দ্দশ শাক যথ—ওল, কেমুক, বাস্তক, সর্ষপ, কাল, নিম্ব, জয়া, শালিঞ্চী, হিমসোচিকা, পটোল, শৌল্ফ, গুড়ূচী, ভণ্টাকী, ও শুষুনিয়া।* (তিথিতত্ত্ব)

ভূতচারিন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)

ভূতচিন্তা (স্ত্রী) পদার্থবিষয়িণী চিন্তা বা অনুশীলন (সুশ্রুত)

ভূতজটা (স্ত্রী) ভূতস্য জটেব তৎসদৃশত্বাৎ। জটামাংসী।
'জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।' (ভাবপ্র॰)

ভূতজ্যোতিস্ (পুং) সুমতিপুত্র রাজভেদ।
"নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ।" (ভাগ॰ ৯।২।১৭)

ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ভূততত্ত্ব (ক্লী) ভূতানাং ভাবঃ ত্ব। ১ পঞ্চভূতের ভাব বা ধর্ম্ম। ভূতনামধেয় অপদেবতার পূজা ও তাহাদের অস্তিত্ববিষয়িণী কথা যাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভূততন্ত্র (ক্লী) ১ ভূতধর্ম্ম। ২ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ষষ্ঠ ভাগ ইহাতে ভূতধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ভূততৃণ (পুং) ১ বিষভেদ, চলিত ছাতারিয়া বিষ। (রত্নমা॰) ২ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। (রাজনি॰)

ভূতত্ব (ক্লী) ভূতের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূতত্ত্ব (ক্লী) ভূ-বিষয়ক তত্ত্ব।

ভূতত্ত্ববিদ্যা (স্ত্রী) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ সমুদায়ের নির্ণয়াত্মক শাস্ত্র (Geology)। [ভূবিদ্যা দেখ।]

ভূতদ্রাবিন্ (পুং) ভূতান্ পিশাচান্ দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্, ণিনি। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর। (রাজনি॰)

ভূতদ্রুম (পুং) ভূতপ্রিয়ো দ্রুমঃ। শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ।

---

* "চতুর্দ্দশ্যাং ধর্ম্মরাজপূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
স্নানমাবশ্যকং কার্য্যং নরৈর্নরকভীরুভিঃ॥
অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ।
তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥"
স্কান্দে চ তত্রৈব—
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ॥
কিঞ্চ পাদ্মে তত্রৈব—
"ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ॥
কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্চ্য গচ্ছেৎ শিবপুরং নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

* "ওলং কেমুকবাস্তকং সরষপং কালঞ্চ নিম্বং জয়াং।
শালিঞ্চীং হিলমোচিকাঞ্চ পটোলকং শৌল্ফং গুড়ূচীন্তথা॥
ভণ্টাকীং শুনিষণ্ণকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ।
প্রেতত্বং নচ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভূতদ্রুহ্ (ত্রি) ভূত-দ্রুহ্-ক্বিপ্। প্রাণিহিংসক।
"অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্।" (ভাগ° ১।১৭।১১)

ভূতধাত্রী (স্ত্রী) ভূতানি ধরতীতি ধৃ-তৃচ্, ঙীপ্। পৃথিবী।
"সংহৃষ্টলোকাং কলিদোষমুক্তাং কৃতং তদা শাস্তি চ ভূতধাত্রীম্॥" (বৃহৎস° ৮।৩°)

ভূতধামন্ (পুং) ইন্দ্র-পুত্রভেদ। (মহাভা° ১ প°)

ভূতধাবিনী (স্ত্রী) পৃথিবী। (মালবিকাগ্নি° ১৪)

ভূতনাথ (পুং) ভূতানাং নাথঃ। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ ভূতপতি রাম।
"অন্বেষ্টব্যো যদসি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্যঃ"(উত্তররামচ° ২অ°)

ভূতনাথ, জনৈক কবি। প্রজ্ঞাভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ।

ভূতনায়িকা (স্ত্রী) ভূতানাং নায়িকা নিয়ামিকা। দুর্গা। (হেম)

ভূতনাশন (ক্লী) ভূতানি প্রাণিজাতানি নাশ্যন্তেঽনেনেতি নশ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ রুদ্রাক্ষ। (পুং) ২ ভল্লাতক, ভেলা। ৩ সর্ষপ। (রাজনি°)

ভূতনিচয় (পুং) ভূতানাং নিচয়ঃ। ভূতসমূহ।

ভূতন্ত্রবিদ্ (পুং) ভূতন্ত্রজ্ঞ। ভূবিদ্যায় সম্যক্‌পারদর্শী।

ভূতপক্ষ (পুং) ভূতঃ প্রিয়ঃ পক্ষঃ। কৃষ্ণপক্ষ।

ভূতপতি (পুং) ভূতানাং পতিঃ। ১ মহাদেব। ২ কৃষ্ণ-তুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূতপত্রী (স্ত্রী) ভূত ইব কৃষ্ণং পত্রং যস্যাঃ, ঙীষ্। তুলসী।

ভূতপাল (পুং) ভূত-প্রতিপালক বিষ্ণু।

ভূতপুর (পুং) জনপদবিশেষ ও জনপদবাসী। (বৃহৎস° ১৪।২৭)

ভূতপুষ্প (পুং) ভূতযুক্তং প্রাণিবিশিষ্টং পুষ্পং যস্য। শ্যোণাকবৃক্ষ। (রত্নমা°)

ভূতপূর্ণিমা (স্ত্রী) ভূতানাং পূর্ণিমা। আশ্বিনী পূর্ণিমা, পর্য্যায়—শরদা, কৌমুদী, অশ্বযুজী, শতপর্ব্বা, রঙ্গভূতি, কোজাগরী। (শব্দরত্না°)

ভূতপূর্ব্ব (ত্রি) ভূতঃ পূর্ব্বঃ। যাহা পূর্ব্বে ছিল, পূর্ব্বকার।

ভূতপ্রকৃতি (স্ত্রী) ভূতাদির মূলপ্রকৃতি। (নিরুক্ত ১৪।৩)

ভূতিপ্রতিষেধ (পুং) ভূতবিতাড়ন। চলিত ভূত ঝাড়ান।

ভূতবাল, জনৈক বৈয়াকরণ। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভূতব্রাহ্মণ (পুং) ভূতাত্মনো ব্রাহ্মণঃ। দেবল। (শব্দমা°)

ভূতভর্ত্তৃ (পুং) ভূতানাং ভর্ত্তা। ভূতপতি, শিব।

ভূতভব্য (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)

ভূতভাবন (পুং) ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি ভাবয়তি জনয়তীতি ভূ-ণিচ্-ল্যু। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩) (ত্রি) ৩ ভূতপালক।
"ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।" (গীতা ৯।৫)

ভূতভাষা (স্ত্রী) পৈশাচিক ভাষা। (বাসবদত্তা ২২)

ভূতভাষিত (ক্লী) পৈশাচ ভাষা।

ভূতভৃৎ (পুং) ভূতানি বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪) (ত্রি) ২ ভূতধারক।

ভূতভৈরবরস (পুং) রসৌষধবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—হরিতাল ১৫ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, নূতন তেঁতুল ৮৭ ভাগ, সীজদুগ্ধ ও আকন্দ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া রোহিতজটার রসে ভাবিত পারদ অর্দ্ধভাগ উহার সহিত মিশাইয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ বিশুদ্ধ জল, কর্পূর ও তাম্বূল সহিত সেবন করিয়া সুখে শয়ন করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, কুষ্ঠজনিত উপদ্রব, উগ্রজ্বর ও দাহ প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসা° কুষ্ঠচি°)

ভূতভৌতিক (ত্রি) ভূত ও ভূতজাত।

ভূতময় (ত্রি) ভূতযুক্ত।

ভূতমহেশ্বর (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৫)

ভূতমাতৃ (স্ত্রী) ভূতানাং মাতা। গৌরী ও পদ্মাদি মাতৃগণ, ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃগণ।
'ভূতমাতরো গৌরীপদ্মাদয়ো ব্রাহ্মীমাহেশ্বর্য্যাদয়শ্চ।' (নীলকণ্ঠ)

ভূতমণ্ডল (ক্লী) ভূতানাং মণ্ডলম্। পৃথিব্যাদির মণ্ডল-ভেদ। (শারদাতিলক)

ভূতমাত্রা (স্ত্রী) ভূতানাং মাত্রা। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রই ভূতমাত্রা। (মনু১২।১৭)

ভূতমারি (ক্লী) ভূতানি মারয়তীতি ভূত মৃ-ণিচ্-ণিনি। চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

ভূতযজ্ঞ (পুং) ভূতার্থো যজ্ঞঃ ভূতানি কাকাদি প্রাণি-জাতানি তান্যুদ্দিশ্য যো যজ্ঞ ইতি বা। ভূতবলি, গৃহস্থদিগের প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। ইহাকে বলিবৈশ্বও কহে। [পঞ্চযজ্ঞ ও বলিবৈশ্ব দেখ]

ভূতযোনি (ত্রি) ভূতানাং আকাশাদীনাং যোনিকারণম্। আকাশাদি ভূতের উৎপত্তিকারণ পরমেশ্বর। (কৈবল্যোপনি°)

মানবজগতে ভূত বা উপদেবতাদির উপদ্রবকথা প্রচারিত আছে। মানবের ভূতাবেশ ও তাহার প্রতিষেধ ক্রিয়া এবং ভৌতিক ব্যাপারসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ভৌতিককাণ্ড শব্দে দ্রষ্টব্য। [ভৌতিককাণ্ড দেখ।]

ভূতরয় (পুং) মন্বন্তরীয় দেবভেদ। (ভাগ° ৮।৫।৩)

ভূতরাজ্ (পুং) ভূতাধিপতি শিব।

ভূতরূপ (ত্রি) ভূতাকৃতি। (ভাগবত ৩।১৪।২৩)

ভূতরূপস্থান (ক্লী) ভূতময় শরীর।

ভূতল (ক্লী) ভুবস্তলং। ১ পৃথিবী। ভূমণ্ডলং। ২ ভূমির অধোভাগ, পাতাল।

ভূতলিকা (স্ত্রী) ভূতলং পৃথ্বীতলং আধারত্বেন অস্ত্যস্যা ইতি ভূতলং ঠন্ টাপ্। পৃক্কা। চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি°)

ভূতলিপি (পুং) ভূতানাং লিপিঃ। ভূতদৈবত বর্ণভেদ।

"অথ ভূতলিপিং বক্ষ্যে সুগোপ্যামতিদুর্ল্লভাম্।
যাং প্রাপ্য শম্ভোর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রপেদিরে ॥"
(শারদাতিলক)

ভূতলোন্মথন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ ২৪ অধ্যায়)

ভূতবৎ (ত্রি) পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বপ্রকার। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৩৩)

ভূতবর্গ (পুং) ভূতসমূহ।

ভূতবাদিন্ (ত্রি) যথার্থভাষী।

ভূতবাস (পুং) ভূতানাং বাসো যত্র। ১ কলিদ্রুম। (অমর) ২ মহাদেব। (হরিব° ১৫।৩৩) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৯)

ভূতবাহন (পুং) শিবের নামান্তর।

ভূতবাহনসারথি (পুং) শিব।

ভূতবিক্রিয়া (স্ত্রী) ভূতানামিব বিক্রিয়াঽস্যাম্। অপস্মার-রোগ। (রাজনি°)

ভূতবিজ্ঞান (ক্লী) ভূতযোনি নামক অপদেবতা-নিরাকরণ-বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞান।

ভূতবিদ্ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ। (শতপথব্রা° ১৪।৬।৭।৪)

ভূতবিদ্যা (স্ত্রী) ভূতাদি-নিবারণার্থা যা বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট বিভাগের একটী। সুশ্রুতে লিখিত আছে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ এবং স্কন্দাদিগ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপ-শমনের উপায়স্বরূপ, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজা-বিধি, ও ঔষধ ধারণের উদ্দেশে রত্নাদিধারণ এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে রত্নাদি দান যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই ভূতবিদ্যা কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১ অ°)

"গ্রহভূতপিশাচাশ্চ শাকিনী ডাকিনী গ্রহাঃ।
এতেষাং নিগ্রহঃ সম্যক্ ভূতবিদ্যা নিগদ্যতে ॥"
(বৈদ্যকস° ২ অ°)

ভূতবিনায়ক (পুং) ভূতাধিপতি। শিব।

ভূতবিষ্ণু (পুং) দশগীতিসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

ভূতবীর (পুং) জাতিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)

ভূতবৃক্ষ (পুং) ১ শাখোট বৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ। (রাজনি°) ২ শ্যোণাক বৃক্ষ। (মেদিনী)

ভূতবৃক্ষক (পুং) শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। (ভাবপ্র°)

ভূতবেশী (স্ত্রী) ভূতানামিব বেশোঽস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শ্বেতশেফালিকা। (অমর) ২ নিগুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

ভূতব্রহ্মন্ (পুং) ভূতঃ পিশাচ ইব ব্রহ্মা। দেবল। (শব্দমা°)

ভূতশুদ্ধি (স্ত্রী) ভূতানাং দেহারম্ভকপৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং শুদ্ধিঃ শোধনং। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ দেহারম্ভক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ভাবনাবিশেষ-সংস্কার দ্বারা দেবরূপতা-সম্পাদন, পূজাদিতে বীজ বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষ দহনপূর্ব্বক শরীর-শোধন। কোন দেবতা বিশেষের পূজা করিতে হইলে প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করিবার অধি-কার হয় না। এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরস্থিত পাপপুরুষ দগ্ধ হইলে, তখন পুনরায় চন্দ্রগলিত সুধার নূতন দেহ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধির ব্যাপার বড় কঠিন।

ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে তন্ত্রসারে যে বিবরণ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদত্ত হইল। *

---

* "সুষুম্না বর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।
সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ ॥
ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতং।
পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥
মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া।
পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতম্।
রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্।
তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া ॥
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন চ।
বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কন্ধ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্।
সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্ ॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ
মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্।
এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ।
ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ।
বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুযুতসপ্রভম্।
ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥
সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকম্।
ধ্যাত্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্।
তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা ॥
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ।
স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা।
জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ।
ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকন্যাসমাচরেৎ ॥" (তন্ত্রসার)

ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ পূজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে যেটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই লিখিত হইল। সংযতচেতা পূজক কোন দেব বা দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়া আসনশুদ্ধি প্রভৃতি বিহিত বিধানগুলির অনুষ্ঠানান্তে এই দেহারম্ভক পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকের শোধন বা দেহারম্ভক চতুর্বিংশতিতত্ত্বের ভাবনাবিশেষ সংস্কার দ্বারা দেবরূপতা সম্পাদন করিবেন।

পূজাপদ্ধতিতে লিখিত আছে,—প্রথমতঃ 'রম্' এই বীজ মন্ত্রে একটী জলধারা দিয়া বহ্নিপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে করদ্বয় স্বীয় ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া পরে 'সোঽহম্'এই ভাবনা দ্বারা হৃদয়স্থ দীপকলিকাকৃতি জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামধেয় ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকাবস্থিত অধোমুখ সহস্রদলশালী কমল-কর্ণিকার অন্তর্গত পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে। অনন্তর ঐ পরমাত্মায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন ভাবিয়া পরে "যম্" এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শ বার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা স্বীয় দেহ পরিপূরিত করিবে। তৎপরে দুই নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক ঐ বায়ুবীজই পুনরায় চতুঃষষ্টি বার জপ ও পরে কুম্ভক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ সংশোধিত করিতে হইবে। দেহ সংশোধিত হইলে পুনরায় ঐ বীজ দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। অনন্তর 'রম্' এই বহ্নিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান ও উহা ষোড়শবার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূরিত করিতে হইবে, পরে নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করিবে। কুম্ভকান্তে মূলাধারস্থিত বহ্নি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া ভস্মের সহিত বাম নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। এইরূপে বামনাসায় 'ঠম্' এই বীজটী শুক্লবর্ণ ধ্যান করিয়া উহার ষোড়শ বার জপ দ্বারা চন্দ্রকে ললাটদেশে আনীত পুনরায় নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক 'বম্' এই বরুণ-বীজটীর চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা সেই চন্দ্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময় পীযূষ-ধারায় সমস্ত দেহ বিরচিত করিয়াও 'লম্' এই পৃথ্বীবীজটীর দ্বাত্রিংশৎবার জপে দেহকে সুদৃঢ়রূপে ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিতে হইবে।

অনন্তর 'হংস' এই বীজটী হৃদয়ে আনয়ন করিয়া কুল-কুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করিবে।

শক্তিপক্ষে বিশেষত্ব এই যে, 'হংস' এই বীজ দ্বারা জীব প্রভৃতিকে পরম শিবে সংযোজিত করিয়া পুনরায় তাহা-দিগকে 'সোঽহম্' মন্ত্রে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হয়।

"সোঽহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ" (তন্ত্রসার)

জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে,—পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠাক্রমে জীবকে দেহে সংস্থাপিত এবং ঐ ক্রমানুসারে নিজ দেহ স্থির করিবে।

"প্রাণপ্রতিষ্ঠয়া পশ্চাদ্ জীবং দেহে নিধাপয়েৎ।
মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্ত বিপরীতকঃ ॥
উদ্ধরেৎ পরমেশানি ! বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
তেনৈব বিধিনা দেবি ! স্থিরীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥"(জ্ঞানার্ণব)

বারাহী তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—ভূতশুদ্ধি স্থলে 'হংস' মন্ত্রটী শূদ্রের স্মরণ করিবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে তাহার দীক্ষা বিফল হইয়া যায় এবং অন্তে নরকবাস নিশ্চিত।

"হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন।
স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ॥" (বারাহীতন্ত্র)

শারদাতিলকে লিখিত আছে—জীবকে তেজোময় ধ্যান করিয়া পরে 'নমঃ' মন্ত্রেই সংযোজিত করিবে।

"জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা নমোমন্ত্রেণ যোজয়েৎ।"(শারদাতিলক)

ইহাই হইল বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি। গ্রন্থান্তরে ইহা সংক্ষেপেও উক্ত হইয়াছে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী সাধক স্বীয় হৃদয়কমলটীকে ধর্ম্মরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানরূপ নাল দ্বারা পরিশোভিত, ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলে যুক্ত এবং বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকায় সমন্বিত ধ্যান করিয়া পরে উহাকে প্রণব দ্বারা বিকাশিত করিবেন। অনন্তর উহার কর্ণিকাস্থিত প্রদীপকলিকানিভ জীবাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কুণ্ডলীর চিন্তাপূর্ব্বক সুষুম্না-পথে আত্মাকে পরমাত্মায় যোজিত করিবেন।*

* "অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে।
ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালসুশোভনম্ ॥
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্।
স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতম্।
কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্।
জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীং।
সুষুম্নাবর্ত্ম নাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥"
(তন্ত্রসারধৃত পুরশ্চরণচন্দ্রিকা।)

বিশুদ্ধেশ্বরে লিখিত আছে,—অব্যয়ব্রহ্মের সহিত সংযোগ হেতু শরীরাকার-স্বরূপ ভূতগণের বিশোধনই, ভূতশুদ্ধি।

"শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥" (বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র)

ভূতসিদ্ধ (পুং) পিশাচমন্ত্রে সিদ্ধ। যাহারা শবসাধনাদি দ্বারা পিশাচমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভূতভবিষ্যতাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

ভূতসংসার (পুং) জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

ভূতসংক্রামিন্ (ত্রি) ভূতপ্রাপ্ত। "বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাৎতৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ" (তৈত্তিরীয়স° ৭।১।১।৬)

ভূতসঙ্ঘ (পুং) ভূতসমূহ।

ভূতসঞ্চার (পুং) ভূতস্য সঞ্চারঃ। ভূতোন্মাদরোগ। পর্য্যায়,—আবেশ, ভূতক্রান্তি, গ্রহাগম। (রাজনি°)

ভূতসঞ্চারিন্ (পুং) ভূতেষু সঞ্চরতি ইতি ভূত সম্-চর-ণিনি। দাবানল। (শব্দমালা।

ভূতসন্তাপ (পুং) দানবভেদ। (ভাগ° ৮।১০।২০)

ভূতসংপ্লব (পুং) প্রলয়।

"আভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে।" (শ্রুতি)

ভূতসর্গ (পুং) সৃজ্যতে ইতি সৃজ-ভাবে ঘঞ্, ভূতানাং সর্গঃ। অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—এই ভূতসৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার যথা,—ব্রাহ্ম, প্রজাপতীয়, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব, কৌবের, রক্ষঃ, পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, সার্প, ও শাকুনিক।

"ব্রাহ্মং প্রাজাপতীয়ঞ্চ সৌম্যমৈন্দ্রন্তথৈব চ।
গান্ধর্ব্বমথ কৌবেরং রক্ষঃ পৈশাচমানুষম্॥
স্থাবরং পাশবং মার্গং সর্পং শাকুনিকস্তথা।
চতুর্দ্দশবিধংহ্যেতদ্ ভূতসর্গং প্রকীর্ত্তিতম্॥" (অগ্নিপু°)

ভূতসাক্ষিন্ (পুং) সৃষ্ট পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ। (মহাভা° বনপর্ব্ব)

ভূতসাধনী (স্ত্রী) ভূতানি প্রাণিনঃ সাধয়তি অত্র আধারে ল্যুট্, ঙীপ্। ভূমি। (শুক্লযজু° ২৬।১)

ভূতসার (পুং) ভূতঃ গতঃ সারো যস্য। শ্যোণাকপ্রভেদ। ২ খদির সার। (রাজনি°)

ভূতসূক্ষ্ম (ক্লী) ভূতাদিতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র (ভাগ° ১।২।৩৩)

ভূতস্থ (ত্রি) ভূতাবস্থিত বিষ্ণু।

ভূতস্থান (ক্লী) জীবগণের অবস্থান স্থান।

ভূতহত্যা (স্ত্রী) জীবহত্যা।

ভূতহন্ (পুং) ভূর্জ্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূতহন্ত্রী (স্ত্রী) ভূতানি হন্তীতি হন-তৃচ্, ঙীপ্। ১ বন্ধ্যা কর্কোটকী। ২ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

ভূতহর (পুং) ভূতানি হরতীতি হৃ-অচ্। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

ভূতহারিন্ (ক্লী) ভূতানি হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ দেবদারু। ২ রক্তকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

ভূতহাস (পুং) সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় শব্দস্পর্শাদি অনুভব করিতে অসমর্থ হয়, এবং অনর্থক প্রলাপ বকে ও হাসে, তাহাকে ভূতহাস কহে।

"শব্দাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্ বিষয়ান্ যদিন্দ্রিয়গ্রামৈঃ।
হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ো ভূতহাসার্ত্তঃ॥"(ভাবপ্র°)

ভূতা (স্ত্রী) ভূত-টাপ্। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে॥"

অপি চ "শিবরাত্রিব্রতে ভূতাং কামবিদ্ধং বির্জ্জয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

ভূতাংশ, (পুং) ১ ঋষিভেদ। (ঋক্ ১০।১০৬।১) ২ কাশ্যপ ঋষি। (নিরুক্ত) ৩ ভূতসমূহের অংশ।

ভূতাঙ্কুশ, (পুং) ভূতানামঙ্কুশ ইব নিবারকত্বাৎ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Anisomelis malabarica) হিন্দী গয়োজুবান, তৈলঙ্গ—মভেরী, ছিলরণভেরি, চলিত হেঁচেতো গাছ। পর্য্যায়,—ক্ষবক, ক্ষুরক, তীক্ষ্ম, ক্রূর, ক্ষব, রাজোদ্বেদনসংজ্ঞ, ভূতদ্রাবী, গ্রহাহ্বয়। ইহার গুণ তীব্রগন্ধ, উৎকট, উষ্ণ, কটু, ভূত ও গ্রহাদি-দোষনাশক এবং কফবাত-নিকৃন্তন। (রাজনি°)

ভূতাঙ্কুশরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—পারা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সৌরীরাঞ্জন, ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে একভাগ, হীরক অষ্টমাংশ, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও সিজদুগ্ধ প্রত্যেকে ৬ বার ভাবনা দিয়া বদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে, পরে এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনে ভূতোন্মাদ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকারীর পিপ্পলী ও দশমূলের কষায় পান, স্বেদ, তিতলাউ, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষবস্তু খাওয়া বিশেষ নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, মহিষ-ঘৃত ও গুরু অন্ন ভোজন এবং সর্ষপ তৈল মাখিয়া স্নান বিশেষ উপকারক। (রসেন্দ্রসারস° উন্মাদরোগাধি°)

অন্যবিধ—শুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ৩ ভাগ, মরিচ ১০ ভাগ, অভ্রভস্ম ৪ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, শ্বেতসর্ষপ ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র অম্লরস দ্বারা ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, অনুপান ও মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে কাসরোগ আশু নিবারিত হয়। (রসকৌ°)

ভূতাত্মক (পুং) ভূত সম্বন্ধীয় ভূতময় ভূতজাত।

ভূতাত্মন্ (পুং) ভূতানামাত্মা। ১ দেহ।

"যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ।"(মনু ১২।১২)
"যঃ পুনরেষ ব্যাপারান্ করোতি শরীরাখ্যঃ পৃথিব্যাদি ভূতারব্ধত্বাৎ ভূতাত্মেতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে" (কুল্লুক)। ২ পরমেশ্বর। ৩ শিব। ৪ যুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)। ৬ জীবাত্মা।

"বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥"(মনু ৫।১০৯)

ভূতাদি (পুং) ভূতানামাদিঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সাংখ্যমতসিদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্ব। অহংতত্ত্ব হইতেই পঞ্চভূত হইয়াছে, এই জন্য ঐ তত্ত্ব ভূতসমূহের আদি।

ভূতাধিপতি (পুং) ভূতনাথ, শিব।

ভূতান্তক (পুং) ভূতানামান্তকঃ ষষ্ঠীতৎ। ১ যম। ২ রুদ্র।

ভূতায়ন (পুং) ভূতানাময়নমাশ্রয়ঃ ষষ্ঠীতৎ। নারায়ণ।

ভূতারি (ক্লী) ভূতানামরিঃ তন্নিবারকত্বাৎ ক্লীবত্বং। হিঙ্গু।

ভূতার্ত্ত (ক্লী) ভূতেন ঋতঃ ৩তৎ। ভূতাবিষ্ট। (হেম)

ভূতার্থ (পুং) ভূতঃ সত্যভূতঃ অর্থো যস্য। যথার্থ।

"ভূতার্থবাদস্তজ্জ্ঞানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ ॥" (ঐত°ব্রা°ভাষ্যে সায়ণ)

ভূতালী (স্ত্রী) ভূতানামালীব। ভূপাটলী। মুষলী। (রাজনি°)

ভূতাবাস (পুং) ১বিভীতকবৃক্ষ। ২ বিষ্ণু। ৩ শাখোট। ৪ শরীর।

"জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥" (মনু ৬।৭৭)

ভূতাবিষ্ট (ত্রি) ভূতেন আবিষ্টঃ। পিশাচগ্রস্ত। ভূতাবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত চক্রধারণ করিলে শুভ হয়। ভূর্জ্জপত্রে এই চক্র লিখিয়া কবচধারণের প্রণালী অনুসারে ধারণ করিতে হয়।

ভূতনাশক চক্র।

১	৮	১৮	২৩
২০	২১	৩	৬
৭	২	২৪	১৭
২২	১৯	৫	৪
৫০	৫০	৫০	৫০

জ্যোতিস্তত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। * (ত্রি) ২ ভূতাক্রান্ত, ভূতাদি দ্বারা রোগগ্রস্ত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, ভূতগ্রহ চতুর্দ্দশীর দিন আক্রমণ করে।

ভূতাবেশ (পুং) ভূতানামাবেশঃ। ভূতসঞ্চার, চলিত ভূতে পাওয়া। ভূতে পাইলে ওঝা ভূত ছাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ভূতাবেশ ভাল হয়।

ভূতি (স্ত্রী) ভবত্যনয়েতি ভূ-(ক্তিচ ক্তৌচ সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।৩-১৭৪) ইতি ক্তিচ্। ১ মহাদেবের অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য। (অমর) ২ শম্ভুধৃত ভস্ম। ৩ ভস্ম।

"ক্ষণং ক্ষণোৎক্ষিপ্তগজেন্দ্রকৃত্তিনা
স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা।" (মাঘ ১।৪)

৪ সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম ॥" (গীতা ১৮।৭৮)

৫ হস্তিশৃঙ্গার, গজমণ্ডন। (মেদিনী) ৬ জাতি। (বিশ্ব) ৭ পিতৃগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৩) ৮ লক্ষ্মী। (ভাগ° ৪।১।৪) ৯ বৃদ্ধিনাম ঔষধ। ১০ রোহিষতৃণ। ১১ ভূতৃণ। (রাজনি°) ভবনমিতি ভূ-ক্তিন্। ১২ উৎপত্তি। ১৩ সত্তা। ১৪ পক্ক মাংস। (বৈদ্যকনি°) ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০)

ভূতিক (ক্লী) ভূ—ক্তিচ্, সংজ্ঞায়াং কন্। ভূনিম্ব। ২ কত্তৃণ। (অমর) ৩ কটফল। ৪ যমানী। ৫ ঘনসার। (হেম) ৬ চন্দন।

ভূতিকর্ম্মন্ (ক্লী) গার্হস্থ সংস্কার।

ভূতিকাম (পুং) ভূতিং কাময়তে ইতি কম (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১ ইত্যণ্) ১ রাজমন্ত্রী। ২ বৃহস্পতি। (ত্রি) ৩ ঐশ্বর্য্যাভিলাষী।

"ভূতিকামো বা গ্রামকামো বা প্রজাকামো বোপহব্যে ন যজেত"
(আশ্ব°গৃ° ৯।৭)

ভূতিকীল (পুং) ভূতেঃ শস্যাদিসম্পত্তেঃ কীল ইব জলদত্বাৎ। ভূখাত, চলিত খানা। (শব্দমালা)

---

* "পঞ্চরেখাঃ সমুল্লিখ্য তির্য্যগূর্দ্ধক্রমেণ হি।
পদানি ষড়্দশাপাদ্য ত্বেকমাদ্যে মুনৌ ত্রয়ম্ ॥
নবমে সপ্ত দদ্যাত্তু বাণং পঞ্চদশে তথা।
দ্বিতীয়েঽষ্টাবষ্টমে ষট্ দিশি দ্বৌ ষোড়শে শ্রুতিঃ ॥
একাদিনা সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাঙ্কার্দ্ধং ত্রিকোণকে।
তদা দ্বাত্রিংশদাদিঃ স্যাচ্চতুষ্কোষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ ॥
দর্শনাদ্ধারণাত্তাসাং শুভং স্যাদেষু কর্ম্মসু।
দ্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদ্রণে নৃণাম্ ॥
ভূতাবিষ্টেষু পঞ্চাশন্মৃতাপত্যাসু বৈ শতম্ ॥
দ্বাসপ্ততিস্তু বন্ধ্যায়াং চতুঃষষ্টী রণাধ্বনি ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভূতিকৃৎ (ত্রি) ভূতিং করোতি কৃ-ক্বিপ্। শিব।

ভূতিকৃত্য (ক্লী) গার্হস্থ সংস্কার।

ভূতিগর্ভ (পুং) ভূতিঃ কবিত্ব-সম্পত্তিগর্ভে অন্তর্যস্য বা ভূতি শব্দ উপাধি নাম্নোহন্তর্যস্য। ভবভূতি কবি। (ভূরিপ্র°)

ভূতিতীর্থা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।

(ভারত শল্যপ° ৪৭ অ°)

ভূতিদ (ত্রি) ভূতিং দদাতীতি দা-ক। শিব।

ভূতিদা (স্ত্রী) ভূতিদ-টাপ্। গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১৩°)

ভূতিনিধান (ক্লী) নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নি-ধা-অধিকরণে-ল্যুট্, ভূত্যা নিধানং। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। (জটাধর)

ভূতিমৎ (ত্রি) ভূতিরস্ত্যস্য মতুপ্। ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

"আয়ুষ্মান্ ভূতিমাংশ্চৈব শ্রুত্বা ভবতি পর্ব্বসু।"

(ভারত ৩।২০।৪৩)

ভূতিয়া, সাতারা জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। মরাঠীদিগের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিলেও ইহাদের বেশভূষা অতি কদর্য্য। ইহারা গলায় কড়ির মালা ঝুলাইয়া দ্বারে দ্বারে ভবানীদেবীর নাম লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। অনেকে ভূত-প্রতিষেধ মন্ত্র দ্বারা ওঝার ন্যায় ভূত ছাড়ান ও নামান প্রভৃতি ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে। এই কার্য্য অথবা কদর্য্য পরিচ্ছদ ইহাদিগকে ভূতিয়া নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল সংস্কার এবং দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি ইহারা কুণবিদিগের অনুকরণেই করিয়া থাকে।

ভূতিযুবক (পুং) ১ কূর্ম্মচক্রের বামকুক্ষিস্থিত দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী লোকভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৬)

ভূতিরাজ, ১ জনৈক জৈনপণ্ডিত। সৌচুকের পুত্র ও ইন্দুরাজের পিতা। ২ হেলরাজের পিতা।

ভূতিলয় (পুং) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ১২৯ অ°)

ভূতিবর্দ্ধন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩৩।১৫০)

ভূতিবর্ম্মন্ (পুং) ১ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের জনৈক অধিপতি। ২ রাক্ষসভেদ।

ভূতিবাহন (ত্রি) শিবের নামান্তর।

ভূতিসৃজ্ (ত্রি) ১ ঐশ্বর্য্যকারী। ২ ঐশ্বর্য্যবান্।

"তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥"(মার্কণ্ডেয়-পু° ৯৬।৩৮)

ভূতীক (ক্লী) ভূতিক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ভূনিম্ব। ২ যমানী। ৩ ভূতৃণ। ৪ কতৃণ। ৫ কর্পূর। (মেদিনী)

ভূতীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভূতুড়ে (দেশজ) ভূতের ওঝা। যাহারা ভূত ছাড়ায়।

ভূতৃণ (ক্লী) ভুবস্তৃণম্। গন্ধতৃণ, চলিত গন্ধখড়, পর্য্যায়—রোহিষ, গোময়প্রিয়, রামকর্পূর, সতৃণ, শর, শ্যামক, ধ্যামক, পৌর, দেবজগ্ধক। (রত্নমালা) (পুং) ২ ভূস্তৃণ, সুগন্ধি রোহিষতৃণ। পর্য্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালাতৃণ, সমালম্বী, ছত্র, অতিছত্রক, গুহবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত্ববিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, করেন্দুক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বাতসমূহ, ভূতগ্রহাবেশ ও দারুণ বিষদোষনাশক।

ভূতেজ্য (ত্রি) ভূতযজ্ঞ। উপদেবতাগণের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ।

ভূতেন্দ্রিয়জয়িন্ (ত্রি) ১ যিনি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছেন। ২ যোগী, সন্ন্যাসী।

ভূতেশ (পুং) ভূতানাং প্রাণ্যাদীনাং প্রমথাদীনাং বালগ্রহাণাঞ্চ ঈশঃ। ১ শিব। ২ পরমেশ্বর।

"স্বেচ্ছেঃ সঙ্গাদিতে দেশে স তদুচ্ছিত্তয়ে নৃপঃ।
তপঃ সন্তোষিতাল্লেভে ভূতেশাৎ সুকৃতী সুতম্॥"

(রাজতর° ১।১০৭) ৩ স্কন্দ। (ভারত ৩।২৩১।৩)

ভূতেশ্বর (পুং) ১ শিব। ২ তীর্থভেদ। (কূর্ম্মপু°)। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩৯।১২) ৪ হিমালয় পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

ভূতেষ্টকা (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদ। (তৈত্তিরীয়সং ৫।৬।৩।১)

ভূতেষ্টা (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণতুলসী। (বৈদ্যকনি°) ২ আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। ৩ উপদেবতাগণের অভিলষিত কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।

ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ভূতৌদন (ক্লী) ওদন বিশেষ। তিল, লাজ, দধি, যব, ও হরিদ্রাযুক্ত ওদন।

"ভূতৌদনস্তু সংপ্রোক্তং গুণাঃ সর্ব্বে পদার্থবৎ।"(বৈদ্যকনি°)

ভূতোন্মাদ (পুং) ভূতকৃতঃ উন্মাদঃ। পিশাচকৃত উন্মাদ। ভূতাবেশজন্য উন্মাদরোগ। (নিদান)

ভূতোপদেশ (পুং) প্রকৃত উপদেশ। যথার্থ বিষয়ে শিক্ষাদান।

ভূতোপমা (স্ত্রী) জীবের সহিত উপমা। প্রকৃত উপমা।

ভূত্তম (ক্লী) ভুবি উত্তমম্। স্বর্ণ। (হেম)

ভূদরাশ্রয়া (স্ত্রী) মূষিককর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

ভূদরীভবা (স্ত্রী) ভূদর্য্যাং ভূবিলে ভবতীতি ভূ-অচ্, টাপ্। আখুপর্ণী। (ভাবপ্র°)

ভূদর্য্যা (স্ত্রী) মূষিককর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

ভূদার (পুং) ভুবং দারয়তীতি দৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।৩) ইত্যণ্। শূকর। (অমর)

ভূদেব (পুং) ভুবো ভুবি বা দেবঃ। ব্রাহ্মণ। স্বধর্ম্মনিরত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানই এই মর্ত্তাধামে দেবতার ন্যায় পূজিত হন। এই কারণ তাঁহারা ভূদেব নামে খ্যাত।

ভূদেবদেব, কত্যুরীবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি কুমায়ুন জেলাস্থ ব্যাঘ্রেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ভূদেবপণ্ডিত, নীলকণ্ঠকৃত কাশিকাতিলকের টীকারচয়িতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-সন্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাঁহার নিবাস ছিল থানাকুল-কৃষ্ণনগর। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানেই ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা ফাল্গুন ভূদেবের জন্ম হয়।

ভূদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনবর্ষ থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়া ছিলেন। পরে তাঁহার ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম দুই বৎসর অপর বিদ্যালয়ে পড়িয়া শেষ ৬ বর্ষ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কষ্টে মাসিক ৫৲ বেতন দিয়া পুত্রের অভিমত শিক্ষাদানে বিরত হন নাই।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন। সে সময়ে ভূদেব ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সাহায্যে অনেক উচ্চ কর্ম্ম পাইতে পারিতেন, কিন্তু ভূদেবের প্রথমে বিষয় কর্ম্মের দিকে তেমন মন ছিল না। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিশিয়া শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কার্য্যে যেমন লোকবল ও অর্থবল আবশ্যক, ভূদেবের তাহা কিছুই ছিল না। কাজেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অল্পকাল পরেই ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি মাদ্রাসা-কলেজের ২য় ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যে অতি প্রীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা তাঁহাকে ১৫০৲ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তাঁহার শিক্ষকতাগুণে অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করে। এই সময়ে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট্ ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজসন প্রাট্ সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হইল। প্রাট্ সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন। সাহেব যখন দক্ষিণ বাঙ্গালার স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হন, সে সময়ে কর্ত্তব্যবিষয়ে ভূদেবের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন। বাঙ্গালাভাষার উপর ভূদেবের বরাবরই অনুরাগ ছিল। প্রাট্ সাহেবের প্ররোচনায় তিনি 'শিক্ষাবিষয়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়।

হুগলীতে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভূদেব ৩০০৲ টাকা বেতনে তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় হুগলীনর্ম্মালস্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। ভূদেব বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য এই সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি ৩ অধ্যায় প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মেড্‌লিকট সাহেব প্রতিনিধি স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হইলে ভূদেবও ৪০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড্‌লিকট ভূদেবকে বড় ভাল বাসিতেন। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকা এতদিন খরচ হয় নাই। এখন মেড্‌লিকট্ সাহেব শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ভূদেবের পরামর্শে সেই টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভূদেবের যত্নে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্য কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব স্কুলসমূহের এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টর হইলেন। তিনি হিন্দুগণের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য্য ও শিক্ষাবিভাগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ৵৹ আনা মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। কয়েক বর্ষ এই পত্র বেশ চলিয়াছিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর সহিত পত্রখানিও উঠিয়া যায়।

তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হন। ঐ সকল প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও দোষগুণবিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ও ক্রমে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯

খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে তিনি 'নর্থ সেণ্ট্রাল' নামক নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগের ডিভিজনাল ইন্‌স্পেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক) পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হুগলীর নর্ম্যাল স্কুলে কার্য্যকালে তিনি চুঁচড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য চালাইতেন। বেহারে তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। এজন্য তিনি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক হিন্দিতে অনুবাদ করাইয়া বেহারে চালাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, চুঁচড়া হইতে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' প্রচার করিতে থাকেন। এখনও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট C.I.E. উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটলাটের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" ও কিছুদিন পরে তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয়। এই পারিবারিক প্রবন্ধই তাঁহার জাতীয় জীবনের বিশাল কীর্ত্তি।

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত বিশেষ সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতীয়তা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজী রীতি নীতি ও ইংরাজ-আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে সময় স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী ভূদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্নবান্ ছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার 'আচারপ্রবন্ধে' তিনি এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"জাতীয়তা সাধনের জন্য হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব;—অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।"*

উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই তাহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার পরিচয় সুপ্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। তিনি হিন্দুজাতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য "আচারপ্রবন্ধ" প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"সদাচারই মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।......শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ও গুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও লোকের অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োধিক ও চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলে, ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। (৩) আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সংবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"

ভূদেব অনেক সময় দুঃখ করিতেন যে, উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এত অবনত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্য নিজ পিতৃনামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ ষাট্ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন সামান্য ব্রাহ্মণসন্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী উন্নতিকল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক

* সামাজিক প্রবন্ধ ৭৫ পৃষ্ঠা।

বলিতে কি, সেই চরিত্রবান্ উদার মহাপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি গত ১৩০১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন, সে স্থান আর পূরণ হইবে না।*

ভূদেবশুক্ল, আত্মতত্ত্বপ্রদীপ ও তাহার টীকা, ধর্ম্মবিজয়-নাটক ও রসবিলাসনামকগ্রন্থত্রয়-প্রণেতা।

ভূধর, ১ কাম্পিল্যনিবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দেবদত্তের পুত্র। ইনি সূর্য্যসিদ্ধান্তবিবরণ ও নরপতি-জয়চর্য্যা-মঞ্জরীনামে দুইখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ শঙ্করাচার্য্যকৃত সাধনপঞ্চকের টীকারচয়িতা।
৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩।৯০,২৩১)

ভূধন (পুং) ভুবো ধনং যস্য। রাজা।

ভূধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-পচাদ্যচ্, ভুবাং ধরঃ। ১ পর্ব্বত। ২ যন্ত্রভেদ, ভূধরযন্ত্র।

মূষামধ্যে পারদস্থাপন করিয়া ঐ মূষা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, তৎপরে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুটিয়া সাজাইয়া অগ্নি দিয়া পোড়াইবে। এই যন্ত্রকে ভূধরযন্ত্র কহে।

"বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্ত্তে মূষাং রসান্বিতাম্।
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্‌যন্ত্রং ভূধরনামকম্ ॥" (ভাবপ্র°)

ভূধরতা (স্ত্রী) ভূধরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূধরের ভাব বা ধর্ম্ম, ভূধরণশক্তি। "ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ।" (কুমার ৩।১৩)

ভূধরদুর্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্হাপুর জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ভূধরেশ্বর (পুং) ভূধরাণামীশ্বরঃ। হিমালয়। (কুমার ৬।৫৩)

ভূধাত্রী (স্ত্রী) ভূলগ্না ধাত্রী। ১ ভূম্যামলকী। (রাজনি°) ২ বটুকভৈরব। (বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরবস্তোত্র)

ভূধ্র (পুং) ভুবং ধরতীতি ধৃ (মূলবিভুজাদিত্বাৎ। পা ৩।২।৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কঃ। পর্ব্বত। (হেম)

ভূনা (স্ত্রী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত চন্দ্রবিভাগান্তর্গত দেশভেদ।

ভূনাগ (পুং) ভুবি নাগ ইব। উপরস বিশেষ। পর্য্যায়—ক্ষিতিনাগ,ভূজন্তু, রক্তজন্তুক, ক্ষিতিজ,ক্ষিতিজন্তু ও রক্ততুণ্ডক। ইহার গুণ—বজ্রমারক, নানাবিজ্ঞানকারক এবং রসজারণ। ইহার সত্ত্ব—বিষনাশক। (রাজনি°)

ভূনিম্ব (পুং) ক্ষুপবিশেষ, চলিত চিরেতা। পর্য্যায়—অনার্য্য-তিক্ত, কৈরাত, রামসেনক, কিরাততিক্ত, হৈম, কান্ততিক্ত, কিরাতক, কটুতিক্ত। ইহার গুণ বাতিক, তিক্ত, কফ ও পিত্তজ্বরনাশক, পথ্য, ব্রণসংরোপক, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি এবং শোফনাশক। (রাজনি°)

ভূনিম্বাদিকষায় (পুং) জ্বররোগে কষায়ভেদ। ইহাকে ভূনিম্বাদিপাচনও কহে। প্রস্তুতপ্রণালী—চিরাতা, গুড়ূচী, মুস্ত ও নাগর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহা সেবনে জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (বাভট চি° ১ অ°)

ভূনিম্বাদিকাথ (পুং) কাথৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—চিরাতা, আতইচ, লোধ, মুথা, ইন্দ্রযব, গুড়ূচী, বালা, ধনিয়া ও বেলছাল এই সকল দ্রব্য একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত এবং জ্বর নষ্ট হয়। (ভাবপ্র° জ্বরাধিকা°)

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ (পুং) কষায়ৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী,—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী,মুথা,কটকী,ইন্দ্রযব, ধ'নের চাউল ও গজপিপ্পলী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই কষায় পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার জ্বর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

ভূনীপ (পুং) ভূমিলগ্নো নীপঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ভূমিকদম্ব। (রাজনি°)

ভূনেতৃ (ত্রি) ভুবো নেতা নায়কঃ। রাজা।

ভূপ (পুং) ভুবং পাতি রক্ষতীতি (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। রাজা।

"অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রজাদণ্ডং করোতি চ।
বৃশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডে স তল্লোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° প্রকৃতি° ২৭)

ভূপঞ্জর (পুং) ভুবঃ পঞ্জরঃ। পৃথিবী-দেহের ক্রমবিভাগ।

পৃথিবীপৃষ্ঠের যে ভাগ আমাদের পরীক্ষাধীন তাহাকে ভূপঞ্জর বলা যায়। অনেকেই দেখিয়াছেন, কূপখননকালে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা নয়নগোচর হয়। এক এক প্রকার মৃত্তিকা ২ হাত কি ৪ হাত অথবা তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বিস্তৃত। এই সকল মৃত্তিকা এক সময়ে গঠিত হয় নাই। জলাশয় ভরাট হইয়া অথবা নদী মজিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকাস্তর নির্ম্মিত হইয়াছে।

আপাততঃ মনে হয়, এই পরিদৃশ্যমান বসুন্ধরার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে যুগে যুগে ভূপঞ্জরের রূপান্তর ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিবলে কখন ধীরে ধীরে, কখনও বা দ্রুতবেগে ভূপঞ্জরের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যেস্থান একদিন মহাসমুদ্রের তরঙ্গে

* ভূদেবের পূর্ব্বাপর বংশাবলী 'বঙ্গের-জাতীয় ইতিহাস' ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিধৌত হইত, আজি সেখানে অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী সগর্ব্বে দণ্ডায়মান এবং যেখানে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে কাদম্বিনীর বিশ্রাম-নিকেতন ছিল, সেখানে আজি সমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া পৃথিবীকে চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন,—১ম আর্কিয়ান্ যুগ (Archian Era), ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী বিভাগের নাম Laurentian Period ও Huronian Period। ২য় পেলিওজইক্ যুগ (Paleozoic Era) এই যুগের Silurian, Devonian, ও carboniferous বিভাগে যথাক্রমে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মৎস্য, বৃক্ষলতা ও শম্বুকাদির উদ্ভব দেখা যায়। ৩য় মেসোজইক্ যুগে (Mesozoic Era) Triassic, Jurassic and Cretaceous বিভাগে বিরাটদেহ সরীসৃপের প্রাধান্য দেখা যায়। এই সময়ে বাসুকি-সদৃশ প্লিসিওসোরস্ ও ইক্থিওসোরস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় অজগর সকল ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা একেবারে নির্ব্বংশ। ৪র্থ সিনোজইক্ (Cenozoic Era) যুগে Tertiary ও quarternary বিভাগে স্থলচর স্তন্যপায়ী জীব ও মানব জাতির উৎপত্তি।

উক্ত চারি যুগে পৃথিবীর কত বৎসর বয়স অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। যাহা হউক এই অপরিমিত কালে পৃথিবীপৃষ্ঠের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা ভূবিদ্যার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় যে সকল জীব বা উদ্ভিদ্ বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাদের অস্তিত্বমাত্র নাই, কেবল বিশেষ বিশেষ শৈলস্তরে তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিদ্যমান থাকিয়া আস্তত্বের পরিচয় দিতেছে। সমতল বঙ্গদেশে এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না। পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরগাত্রাবলম্বী বিভিন্ন স্তরাবলীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক বিস্ময়কর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কূপখননকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে।

কোনটী পললময় মৃত্তিকাপূর্ণ, কোনটী সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাময়, কোনটী বা বালুকাময়, এবং কোনটী বা শঙ্খ শম্বুকাদির কঙ্কালপূর্ণ স্তর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী সুগভীর কূপ খনিত হইয়াছিল; তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, ১০০ ফিট্ নিম্নে বৃহৎকায় বৃক্ষের কাণ্ড সকল অক্ষতভাবে বিদ্যমান আছে। খিদিরপুরের 'ডক' খননকালে অনেক নিম্নে নানাজাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল ও বৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ভূভাগ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিবলে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর পঙ্কিল সলিল অপগত হইলে, যে পলি পড়িয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার স্তর। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পদার্থের সহযোগে ঐ স্তর সকল ঘনীভূত হইয়া নূতন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। খুলনা জেলায় ডাকাতিয়ার বিলে যে জলসিক্ত শুষ্ক গোময়বৎ এক প্রকার পলি দৃষ্ট হয়, তাহা উদ্ভিজ্জ শরীরের ধ্বংসাবশেষ, তাহা আজিও মৃত্তিকায় পরিণত হয় নাই। কালক্রমে উহা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এবং নবজাত নিম্ন বঙ্গদেশও যে, সুদূর ভবিষ্যতে প্রস্তরসঙ্কুল শৈলমালায় শোভিত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

মৃত্তিকাই কালক্রমে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে ও রাসায়নিক সংযোগে শৈলস্তরে পরিণত হয়। যে সময়ে কোন স্থানের মৃত্তিকা ভূমণ্ডলের উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক শক্তিতে উন্নত বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় সেই ভূখণ্ডবাসী উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুগণ তাহাদের অধিষ্ঠানভূত ধরিত্রীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের কঙ্কাল প্রস্তরের সহিত স্তরীভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে অনেক শম্বুকাদির কঙ্কাল প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পর্ব্বতগাত্রস্থ উক্ত স্থল সকল এক সময়ে জলচর জীবের বসতি ছিল, পরে ভূগর্ভের শক্তিতে এক্ষণে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

পর্ব্বতের মধ্যে বহুকাল পূর্ব্বে প্রোথিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রস্তরীভূত অস্থি প্রাপ্ত হওয়ায় ভূবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই সমস্ত কঙ্কালপূর্ণ স্তরমালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ দেশ কত প্রাচীন ও কোন্ কোন্ দেশ সমকালে উৎপন্ন তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে ভূতত্ত্বে (Geology) Fossil remains কহে। এই সমস্ত প্রস্তরাস্থি পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর অতীত ইতিহাস মনুষ্যের অধিগম্য হইয়াছে। যখন ভূপঞ্জরের মধ্যে একপ্রকার স্তরীভূত শৈলখণ্ডে এক জাতীয় জীবের কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, তখন স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, উক্ত প্রস্তর সকল এক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ঐ সময়ে এক জাতীয় জীব ও উদ্ভিজ্জ উক্ত শৈলস্তরে বিদ্যমান ছিল। উক্ত ভূপঞ্জরমৃত্তিকা যখন শৈলস্তরে পরিণত হইয়াছিল, তদধিষ্ঠিত জীবগণ ও উদ্ভিজ্জাদিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন দেশের শৈলস্তরাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ভূপঞ্জরের যেরূপে গঠনকাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পর্ব্বত শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর স্তরে অতিকায় জীব ও উদ্ভিজ্জের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে পৌরাণিক সত্য যুগের চিত্র কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক সত্যতার সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে সুগভীর খনিমধ্যস্থ স্থান পর্য্যন্ত ১১ মাইল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। এই পরীক্ষাধীন স্তরসমষ্টিকে ভূপঞ্জর কহে।

(বিস্তৃত বিবরণ পর্ব্বত, প্রস্তর, পৃথিবী ও সমুদ্র শব্দে দ্রষ্টব্য)

ভূপতি (পুং) ভুবঃ পতিঃ। ১ রাজা, নৃপ। ভূপতি ন্যায়-পরায়ণ হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। [রাজন্ ও রাজধর্ম্ম শব্দ দেখ।] ২ বটুকভৈরব।

(বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরব স্তোত্র)

ভূপতি, গণিতামৃত-প্রণেতা।

ভূপতিপাল, পালবংশীয় জনৈক রাজা।

ভূপতিরায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর প্রধান সহকারী। ইনি আলাহাবাদ হইতে মুর্শিদকুলীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র গোলাপরায় অনভিজ্ঞ থাকায় দর্পনারায়ণ তৎপদ প্রাপ্ত হন।

ভূপদ (পুং) ভুবি পদানি মূলান্যস্য। বৃক্ষ। (শব্দচ°)

ভূপদী (স্ত্রী) ভূপদ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মল্লিকা।

"মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।" (ভাবপ্র°)

ভূপপুত্র (পুং) রাজপুত্র।

ভূপরিধি (পুং) ভুবঃ পরিধিঃ। পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস।

"যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি°)

ভূপলাশ (পুং) ভুবি পলাশমস্য। বৃক্ষভেদ। চলিত বিশালী। (রত্নমালা)

ভূপবিত্র (ক্লী) গোময়।

ভূপসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ক্রিয়াশক্তিপুর নামে খ্যাত ছিল। ১৪৮০ শকের শিলালিপিযুক্ত এখানে একটী আঞ্জনেয়-মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভূপসিংহ, জনৈক রাজা। দান-রত্নাকর-প্রণেতা রামভট্টের প্রতিপালক।

ভূপাটলী (স্ত্রী) ভুবি জাতা পাটলীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত, টোকাপানা। পর্য্যায়—ভূকুম্ভী, ভূতালী, রক্তপুষ্পিকা; ইহার গুণ কটু ও উষ্ণ এবং পারদে প্রয়োজন। (রাজনি°)

ভূপাল (পুং) ভুবং পালয়তীতি পালি রক্ষণে (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। ১ রাজা। ২ কাশ্মীররাজ সোমপালের পুত্র। ৩ ভোজরাজের নামান্তর।

"সোমপালাত্মজো ভূভৃৎ ভূপালঃ প্রাকৃতস্তথা।"

(রাজতর° ৮।৩৪৯৫)

ভূপাল (ভোপাল) মধ্য ভারতের মালবের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২°৩২´ হইতে ২৩°৪৬´ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৫´ হইতে ৭৮°৫০´ পূঃ। বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের রাজকীয় এজেন্টের পরিদর্শনে চালিত। ইহা ইংরাজ-নির্দ্দিষ্ট ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬৮৭৩ বর্গ মাইল।

দোস্ত মহম্মদনামা সম্রাট্ অরঙ্গজেবের জনৈক আফগান-সেনানী ভূপালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ব্যক্তি সম্রাটের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার-পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই রাজবংশ চিরকালই ইংরাজের আনুগত্য ও সদ্ভাব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সেনানী গডার্ডের সহিত মিত্রতা করিয়া ইঁহারা ইংরাজের শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ভূপালরাজ সিন্দেরাজ ও রঘুজী ভোঁস্‌লের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজসেনানী তৎকালে মহারাষ্ট্রশক্তি-হ্রাসের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজের বলক্ষয় আদৌ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভূপালরাজকে সহায়তা করা হয় নাই। ইংরাজের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া ভূপালরাজ পেন্ধারিদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। সেই সেনাদল লইয়া তিনি রঘুজী ভোঁস্‌লে ও সিন্দেরাজের সেনাদলকে বিমুখ করিতে প্রয়াস পাইলেন। উভয়ের সেনাবল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলে, ইংরাজরাজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিরস্ত করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেন্ধারিযুদ্ধে ইংরাজগণ ভূপালরাজের সাহায্য পাইয়াছিলেন। পেন্ধারি-দস্যুদল ভূপালের নবাবের দক্ষিণ হস্ত ছিল। ইহাদেরই অদম্য বীর্য্যবলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি সিন্দেরাজ ও নাগপুরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বয়ং দস্যুর অত্যাচারদমনে অসমর্থ হওয়ায় তিনি ইংরাজের সহিত মিলিত হন। [পেন্ধারি দেখ।]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব ইংরাজপক্ষে সাহায্য করিবার জন্ম ৬ শত অশ্বারোহী ও ৪ শত পদাতিক সৈন্য রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন এবং ব্যয়বহনের জন্ম ইংরাজরাজের নিকট হইতে মালবের অন্তর্গত ৫টী জেলা লাভ করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, জনৈক বালকের পিস্তলাঘাতে নবাবের মৃত্যু ঘটে। মৃত নবাবের কন্যা সিকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকেই ভূপাল-সিংহাসনদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র রাজপদ ও

রাজকন্যা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

বিধবা নবাবপত্নী স্বহস্তে রাজ্য রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ ঘটিল। অনেক বাদবিসম্বাদের পর, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বাহাদুরের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর মহম্মদই সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া তিনি গতাসু হইলে, তদীয় পত্নী সিকেন্দর বেগম সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ধন্যা হইয়া গিয়াছেন।

মাতার মৃত্যুর পর, শাহজাহান বেগম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া,বংশের সুনাম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম স্বামিবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহে সুলতান জাহান বেগমনাম্নী তাঁহার একটী কন্যা ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার স্বামিপরিগ্রহ পর্য্যন্ত তিনি পর্দ্দার বাহিরে আসিয়াই রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতেন। উক্ত বর্ষে মৌলবী মহম্মদ সাদ্দিক্ হোসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি পুনরায় পর্দ্দানসীন হন, কিন্তু অন্তঃপুরে থাকিয়া স্বয়ং সকল কার্য্যই সমাধা করিতেন। তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী নবাব উপাধিতে ভূষিত হইলেও রাজ্যসংক্রান্ত কোন ক্ষমতা পান নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য-পরিচালন-শক্তি ও রাজভক্তির পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজরাজ তাঁহাকে G.C.S.I উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম স্বামিজাত কন্যা সুলতানজহান বেগমের পরিণয়কার্য্য সমাহিত হয়। তাঁহার স্বামী আহ্মদ আলী খাঁ তাঁহাদের ন্যায় মীরজাই-খেলশাখাভুক্ত আফগান ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়।

ভূপালের বেগমগণ ইংরাজ সরকার হইতে ১৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের ৬৯৪ অশ্বারোহী, ২২০০ পদাতি, ৬০টী কামান ও ২৯১ জন কামানবাহী সেনা আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে তাঁহারা ইংরাজের সাহায্যার্থ যে 'ভূপাল ব্যাটেলিয়ান' নামক সেনাদল পোষণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন রাজপথপরিষ্কার ও নির্ম্মাণ এবং বিদ্যালয়াদির ব্যয়কল্পে তাঁহাদের বিস্তর দান আছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপাল গবর্ণমেণ্ট ভূপাল-ষ্টেট্-রেলওয়ে বিস্তার করেন। ইহাতে ইংরাজরাজের কোন স্বত্ব নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে ইংরাজরাজ মুসলমানী প্রথায় এখানকার উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এখানকার বেগম নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, কাহারও মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে ইংরাজের অনুমতি লইতে হয় না। ভূপালরাজ্যের উপর ইংরাজের বিচারাধিকার নাই। লবণের শুল্কবাবদ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা দিয়া থাকেন।

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা০ ২৩° ১৫′ ৩৫″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ২৫′ ৫৬″ পূঃ। নগরের চারিধার ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যভাগে একটী দুর্গ বিদ্যমান আছে। নগরবাহিরে গঞ্জ বা বাণিজ্যস্থান। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটী গণ্ডশৈলের উপর ফতেগড় দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিমে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। নগরবাসিগণ উহার জলপান করিয়া থাকে।

ভূপালএজেন্সী, ভারতের বড় লাটের মধ্য-ভারতীয় এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কএকটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮৭১৯ বর্গমাইল। ভূপাল, রাজগড়, নরসিংহগড়, কুর্ব্বাই, মকসুদনগড়, খিল্‌চিপুর, বসোদা, মহম্মদগড় ও পাথরি সামন্ত রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। পরে আগ্রা বর্থেরা, দত্রিয়া-দরিয়াখেরী, ধাবুলাধীর, ধাবলা-ঘোসী, হীরাপুর, জাত্রিয়া, ঝালেরা, কমালপুর, কাকড়খেরী, খজুরী, খর্সিয়া, পিপ্পলিয়া নগর, রামগড়, সুতলিয়া ও তপ্পা নামক ঠাকুরাত-সম্পত্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ভূপালগড়, সাতারা জেলার খানাপুর উপবিভাগস্থ একটী গিরিদুর্গ। স্থানীয় প্রবাদ, ভূপাল নামে জনৈক রাজা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বসীমারক্ষার্থ এখানে সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মোগলসেনানী দিলাবর খাঁ ভেদকুশলী হইয়া শম্ভুজীকে পিতৃবিরোধী করিতে চেষ্টা পান। মোগলসৈন্যসাহায্যে বিদ্রোহী হইয়া শম্ভুজী এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

ভূপালপত্তন, মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১০০ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ গোঁড়জাতীয়।

ভূপালশাহী (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।

ভূপালসিংহ, নেপালের জনৈক অধিপতি। শক্তিসিংহের পুত্র।

ভূপালী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, সঙ্গীততরঙ্গ-মতে ইহার ধৈবত বাদী, ষড়জ সংবাদী, স্বরগ্রাম—

ধ ধ স ঋ গ ম প

রাগবিবোধমতে ইহা মধ্যম ও নিষাদহীন। কেবল অবরোহণে তীব্র ও মধ্যম ব্যবহৃত হয়। মীর্জ্জা খাঁর মতে ইহা সম্পূর্ণ রাগিণী। ২ স্কন্দপুরাণবর্ণিত শিবলিঙ্গভেদ।

ভূপালেন্দ্রমল্ল, নেপালের জনৈক রাজা।

ভূপুত্র (পুং) ভুবঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ জানকী।

"ভূপুত্রী যস্য পত্নী স ভবতু কথং ভূপতী রামচন্দ্রঃ" (উদ্ভট)

ভূপুর (ক্লী) ভূরিব পুরম্। যন্ত্রবহিঃস্থিত রেখাসন্নিবেশযুত ভূম্যাকার স্থান।

ভূপেষ্ট (পুং) ভূপানামিষ্টঃ। ১ রাজাদনীবৃক্ষ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ রাজাদিগের অভিলষিত।

ভূপ্রকম্প (পুং) ভুবঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎস০ ৩৩।১২)

ভূফল (পুং) মুদ্গভেদ, হরিতমুদ্গ। (রাজনি০)

ভূবদরী (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা বদরী। ক্ষুদ্রবদরী বিশেষ। চলিত মেটোকুল। ইহার গুণ মধুরাম্ল, কফবাতহর, রুচিকর, দীপন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। (রাজনি০)

ভূবল (ক্লী) নরপতিজয়চর্য্যোক্ত জয়সাধনোপায় বলভেদ।

"স্বরোদয়ৈশ্চ চক্রৈশ্চ শত্রুর্যত্র সমোঽধিকঃ।
তত্র যুদ্ধে বলং জ্ঞেয়ং ভূবলানাং জয়ার্থিনাম্॥"

রাজা স্বরোদয়চক্রে ভূবলের শুভাশুভ স্থির করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন। [স্বরোদয় দেখ।]

ভূবিম্ব (ক্লী) ভূচ্ছায়।

ভূভট্ট (পুং) অঙ্গদনাটক-প্রণেতা।

ভূভর্ত্তৃ (পুং) ভুবো ভর্ত্তা। পৃথিবীপতি।

ভূভাগ (পুং) ভুবো ভাগঃ। ভূমিভাগ।

ভূভুজ্ (পুং) ভুবং ভুনক্তি পালয়তীতি ভুজ্-ক্বিপ্। রাজা।

"সাপসারাণি দুর্গাণি ভুবঃ সারূপজাঙ্গলাঃ।
নিবাসায় প্রশস্তস্তে ভূভুজাং ভূতিমিচ্ছতাম্॥"(কাম০নীতি০৪।৬১)

ভূভৃৎ (পুং) ভুবং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুগাগমঃ। ১ রাজা। ২ পর্ব্বত।

ভূম (ক্লী) ভূমি। "ধ্রুবায় ভূমায় স্বাহা"। (তৈত্তি°আর° ১০।৬৮)

ভূমক-তৃতীয়া, ব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপুরাণ)

ভূমণ্ডল (ক্লী) ভুবো মণ্ডলম্। মণ্ডলাকার ভূমিভাগ।

ভূমন্ (পুং) বহোর্ভাবঃ বহু-ইমনিচ্, বহোর্ভূ। ১ বহুত্ব। অতিশয়ার্থে ইমনিচ্। ২ অতিশয় বহু।, ৩ বিরাট্পুরুষ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যো ভূমা তদমৃতম্" (শ্রুতি)

ভূময় (ত্রি) ভূ-ময়ট্। মৃদাত্মক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ছায়া, সূর্য্যপত্নী।

ভূমবক্রেশ্বর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলাস্থিত বক্রেশ্বরক্ষেত্র ও তীর্থ। [বক্রেশ্বর দেখ।]

ভূমানন্দ সরস্বতী, জনৈক বিখ্যাত যোগী। ইনি ব্রহ্মবিদ্যা-ভরণপ্রণেতা অদ্বৈতানন্দের গুরু।

ভূমি (স্ত্রী) ভবন্তি ভূতান্যস্যামিতি ভূ-(ভুবঃ কিৎ। উণ্ ৪।৪৫) ইতি মি, সচ কিৎ। পৃথিবী, পর্য্যায়—ভূ, ভূমি, পৃথিবী, পৃথ্বী, মেদিনী, বসুধা, অবনী, ক্ষিতি, উর্ব্বী, মহী, ক্ষৌণী, ক্ষ্মা, ধরা, কু, বসুন্ধরা। ভূমির গুণ—

"ভূমেঃ স্থৈর্য্যং গুরুত্বঞ্চ কাঠিন্যং প্রসবার্থতা।
গন্ধো গুরুত্বং শক্তিশ্চ সঙ্ঘাতঃ স্থাপনা ধৃতিঃ॥" (ভারত মোক্ষধ০)

স্থিরতা—অচাঞ্চল্য, গুরুত্ব—পতনপ্রতিযোগীগুণ, কাঠিন্য, প্রসবার্থতা—ধান্যাদির উৎপত্তিক্ষমতা, গন্ধশক্তি—গন্ধগ্রহণ-সামর্থ্য, সংঘাত—শ্লিষ্টাবয়বত্ব, স্থাপনা ও মনুষ্যাদ্যাশ্রয়, ধৃতি (পাঞ্চভৌতিক মতে যে ধৃত্যংশ), এই সকল ভূমির গুণ।

সকল প্রকার দান অপেক্ষা ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, যিনি ভূমিদান বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তদুভয়েরই স্বর্গলোকে গতি হয়।*

যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভূমিদান করেন, তিনি পৃথিবীপতি হন। এই জগতীতলে ভূমিদানের তুল্য দান নাই। এইজন্য অল্প বা বহু যেরূপ হউক না কেন, ভূমিদান স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়ক। ভূমিদানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ভূমিদানে যেরূপ পুণ্য, ভূমিহরণেও সেইরূপ পাপ, যিনি ভূমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিষ্ঠা-কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত অবস্থান করেন। দত্তভূমি যিনি রক্ষা করেন, তাহার দাতা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ভূমি হরণে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে বাস হইয়া থাকে। অতএব ভূমিহরণ কখন বিধেয় নহে।†

ভূমির নাম প্রিয়দত্তা এবং ইঁহার অধিষ্ঠাতা দেব বিষ্ণু,

---

* "সর্ব্বেষামেব দানানাং ভূমিদানমনুত্তমম্।
যো দদাতি মহীং রাজন্! বিপ্রায়াকিঞ্চনায় বৈ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমথবা স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ।
ন ভূমিদানসদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভূমিং যশ্চ প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ স্বর্গমাপন্নৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
যৎ কিঞ্চিদ্ভূমিদানন্তু সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্।
মহীপতে নরঃ কোঽপি ভূমিদো ভূমিমাপ্নুয়াৎ॥
ভূমিদানসমং দানং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে।
তস্মাদল্পমনল্পঞ্চৈব ভুক্তিমুক্তিসুখপ্রদম্॥" (পাদ্মোত্তরখ০ ৪৯ অ০)

† "স্বদত্তাদধিকং পুণ্যং পরদত্তানুপালনম্।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাত্রক্ষ যুধিষ্ঠির॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
গামেকং স্বর্ণমেকং বা ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥" (মহাভারত)

ভূমিদান বা ভূমিপূজায় 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এইরূপে প্রিয়দত্তা নামোল্লেখ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা সকলেই প্রিয়দত্তা নামোল্লেখ করিয়া দান বা গ্রহণ করিবেন।

"নামাস্যাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্।
দানে বাপ্যথ বাদানে নামাস্যাঃ পরমং প্রিয়ম্ ॥"(তিথিতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে,—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, প্রথমে 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এই বলিয়া ভূমিকে নমস্কার করিবে, পরে ভূমিতে দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ভূমি দুই প্রকার—অশুদ্ধা ও শুদ্ধা, এই অশুদ্ধা ভূমি আবার তিনপ্রকার—অমেধ্যা, মলিনা ও দুষ্টা। অমেধ্যা ভূমি-লক্ষণ—

"প্রসূতে গর্ভিণী যত্র ম্রিয়তে যত্র মানুষঃ।
চাণ্ডালৈরুষিতং যত্র যত্র বিন্যস্যতে শবঃ ॥
বিন্মূত্রোপহতং যত্তু কুণপো যত্র দৃশ্যতে।
এবং কশ্মলভূয়িষ্ঠা ভূরমেধ্যেতি লক্ষ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে ভূমিতে গর্ভিণী সন্তান প্রসব করে, এবং যে স্থলে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, যথায় শব এবং বিষ্ঠামূত্রাদি ফেলা হয়, এই সকল ভূমি অমেধ্যা। এই অমেধ্যা ভূমিতে বসিয়া কোন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে নাই।

দুষ্টা ভূমি,—

"কৃমিকীটপদক্ষেপৈর্দূষিতা যত্র মেদিনী।
দ্রপ্সাপকর্ষণৈঃ ক্ষিপ্তৈর্বান্তৈশ্চ দুষ্টতাং ব্রজেৎ।"
'দ্রপ্‌সা ঘনীভূতশ্লেষ্মা' (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে কৃমি কীটাদি অবস্থান করে, এবং শ্লেষ্মাদি মল জমিয়া থাকে, সেই ভূমিকে দুষ্টভূমি কহে।

মলিনা ভূমি,—

"নখদন্ততনূজত্বক্‌তুষপাংশুরজোমলৈঃ।
ভস্মপঙ্কতৃণৈর্বাপি প্রচ্ছন্না মলিনা ভবেৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

নখ দন্ত প্রভৃতি শরীর মল, তুষ, ধূলি, ভস্ম, পাঁক এবং তৃণাদি দ্বারা আবৃত ভূমিকে মলিনা ভূমি কহে।

এই তিনপ্রকার অশুদ্ধ ভূমিই ত্যাজ্য। এই ভূমি শোধন না করিয়া তাহাতে কোন শুভকর্ম্ম করিতে নাই। ঐ অশুদ্ধ ভূমি নিম্নলিখিত প্রকারে শোধন করিতে হয়।

"দহনং খননং ভূমেরুপলেপনবাপনে।
পর্য্যন্যবর্ষণঞ্চৈব শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥"
'বাপনং মৃদন্তরেণ পূরণং' (তিথিতত্ত্ব)

দহন, খনন, উপলেপন, বৃষ্টিবর্ষণ বা অন্য মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ এই পঞ্চবিধ উপায়ে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। অন্যপ্রকার—

"সম্মার্জ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চধা ॥"

'সম্মার্জ্জনং তৃণাদ্যপনয়নং, অঞ্জনং গোময়েনোপলেপনং, সেকো জলেন প্রক্ষালনং, উল্লিখনং তক্ষণং, পরিবাসঃ গবোপস্থাপনং' (শুদ্ধিনির্ণয়)

অশুদ্ধ ভূমি হইতে তৃণাদির অপনয়ন, উহাতে গোময়লেপন, জল দ্বারা প্রক্ষালন, তক্ষণ (খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলা) এবং গাভিস্থাপন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মে ভূমি বিশুদ্ধ হয়।

ভূমিতে বর্ণ লিখিতে নাই, যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত লেপন বা বৃথা রেখাদি করে, তাহা হইলে সে জন্ম জন্ম মূর্খ হয়।

"ন ভূমৌ বিলিখেদ্বর্ণং মন্ত্রং ন পুস্তকে লিখেৎ।
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্মসু মূর্খতা।
তদা ভবতি দেবেশি! তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"
(যোগিনীতন্ত্র তৃতীয়ভা° ৭ পঃ)

জ্যোতিষ মতে, ভূমির শুভাশুভের বিষয় মঙ্গলগ্রহ দ্বারা স্থির করিতে হয়।

আমাদের বাস্তুশাস্ত্রে ভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে লিখিত আছে—

"শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা বর্ণানুপূর্ব্বশঃ ॥২৪
সুগন্ধা ব্রাহ্মণী ভূমী রক্তগন্ধা তু ক্ষত্রিণী।
মধুগন্ধা ভবেদ্বৈশ্যা মদ্যগন্ধা চ শূদ্রিণী ॥২৫
মধুরা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া মতা।
অম্লা বৈশ্যা ভবেদ্ভূমিস্তিক্তা শূদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥২৬
গম্ভীরা ব্রাহ্মণী ভূমির্পাণান্তঙ্গমাশ্রিতা ॥৩২
বৈশ্যানাং সমভূমিশ্চ শূদ্রাণাং বিকটা স্মৃতা।
সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং সমভূমিঃ শুভাবহা ॥৩৩
শুক্লবর্ণা চ সর্ব্বেষাং শুভা ভূমিরুদাহৃতা।
কুশকাশযুতা ব্রাহ্মী দূর্ব্বা নৃপতিবর্গগা ॥৩৪
ফলপুষ্পলতা বৈশ্যা শূদ্রাণাং তৃণসংযুতা।
নদীঘাতাশ্রিতাং তদ্বন্মহাপাষাণসংযুতাম্ ॥৩৫
পর্ব্বতাগ্রেষু সংলগ্নাং গর্ত্তবিবরসংযুতাম্।
বক্রাং শূর্পনিভাং তদ্বৎকূটাভ্যাং কুরূপিণীম্ ॥৩৬
মুশলাভাং মহাঘোরাং বায়ুনা বাপি পীড়িতাম্।
বল্লভল্লকসংযুক্তাং মধ্যে বিকটরূপিণীম্ ॥৩৭
শ্বশৃগালনিভাং রুক্ষাং দন্তকৈঃ পরিবারিতাম্।
চৈত্যশ্মশানবল্মীকধূর্ত্তকালয়বর্জ্জিতাং ॥৩৮
চতুষ্পথমহাবৃক্ষদেবমন্ত্রিনিবাসতঃ।
দূরাশ্রিতাং শ্বভ্রগর্ত্তযুক্তাঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥" ৩৯ (১ অঃ)

শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ যথাক্রমে এই চারি প্রকার

বর্ণের ভূমি। সদ্‌গন্ধযুক্ত মাটীই ব্রাহ্মণ, শোণিতগন্ধযুক্ত জমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশ্য ও মদের গন্ধযুক্ত হইলে তাহা শূদ্র। এইরূপে ব্রহ্মভূমি মধুর, ক্ষত্রভূমি কষায়, বৈশ্য ভূমি অম্ল ও শূদ্রভূমি তিক্ত বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মভূমি গম্ভীর, ক্ষত্র-ভূমি তুঙ্গ, বৈশ্যভূমি সমতল এবং শূদ্রভূমি বিকট বা অসমতল। সকল বর্ণের পক্ষেই সমভূমি ও শুক্লবর্ণের ভূমি শুভদায়ক। যে ভূমিতে কুশকাশ জন্মে, তাহা ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, দূর্ব্বাযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়ের, ফলপুষ্পলতাযুক্ত ভূমি বৈশ্যের এবং তৃণ যুক্ত ভূমি শূদ্রগণের উপযুক্ত। যে জমিতে নদীর স্রোত লাগে, অথবা পাষাণ সংযুক্ত, পর্ব্বতাগ্রে সংলগ্ন, গর্ত্ত ও বিবরযুক্ত, বক্র, কুলার মত, বল্মীকযুক্ত, দেখিতে বিশ্রী, মুষলাকার, বাহুপীড়িত, বল্ল ও ভল্লকযুক্ত, কুকুর ও শৃগালের বাসযুক্ত, রুক্ষ ও দন্তকাষ্ঠে আচ্ছাদিত, চৈত্য, যেখানে শ্মশান বল্মীক ও ধূর্ত্তের বাস, চৌমাথা, যেথানে বড় গাছ, দেব ও মন্ত্রকারীর নিবাস এবং ছিদ্রগর্ভযুক্ত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিবে।

সুশ্রুতে ভূমিপরীক্ষার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। যে ভূমি শর্করা, প্রস্তর, বল্মীক, শ্মশান, দেবায়তন ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট, লোণা বা ভঙ্গুর নহে, অথচ স্নিগ্ধ, বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির, সমতল, কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিত বর্ণ, এই প্রকার ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়। ভূমির বিশেষ লক্ষণ—ভূমি প্রস্তর-বিশিষ্ট, দৃঢ়, শ্যাম অথবা কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলবৃক্ষ ও শস্যসমাকীর্ণ হইলে পার্থিব গুণবিশিষ্ট হয়। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকটস্থিত, স্নিগ্ধ, শস্য ও তৃণবিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পূর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয়গুণ থাকে, যে ভূমি বিবিধ বর্ণ ও লঘু প্রস্তর পাণ্ডুবর্ণ, ও অল্পবৃক্ষাঙ্কুরবিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণ অগ্নিগুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, ভস্মরাশির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অল্পরসযুক্ত বৃক্ষদ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে বায়ুগুণ থাকে। যে ভূমি মৃদু, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, স্বাদহীন জলযুক্ত, এবং সর্ব্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহাপর্ব্বতপূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতির গুণবিশিষ্ট ভূমির বিষয় বলা হইল। উহাদের মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয়গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই উভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিক্য, তাহা হইতে সংশমনীয় দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয়।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ৩৭ অ॰)

২ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।

"নিরুদ্ধে চেতসি পুরা সবিকল্পসমাধিনা।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্তু ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ॥
ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতশ্চাদ্যে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ।
অন্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ॥"

(গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায় মধুসূদনসরস্বতী)

প্রথমে সবিকল্প সমাধি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। প্রথমে ব্যুত্থান, দ্বিতীয়ে পরবোধিত এবং তৃতীয়ে সর্ব্বদা তন্ময়তা হয়। ইহাই যোগীদিগের ত্রিভূ-মিক অবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণামের নাম পর-বোধিত, এই দুইটী অভিভূত হইলে তন্ময়তারূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে,—"তস্য ভূমিষু বিনি-য়োগঃ।" সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরো-হণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এইরূপ যে, যোগী প্রথমতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে উঠিতে হইলে নিম্নসোপানগুলি এক এক করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে উপরিদেশে উঠিতে হয়, তদ্রূপ স্থূল আলম্বন জয় করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে মনঃসমাধি করিতে হয়। স্থূল আলম্বন পরি-ত্যাগ করিয়া একেবারে সূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হয় না। সুতরাং উহা ভূমিক্রমেই শিখিতে হয়, এই জন্য সূত্রকার 'তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।' এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার এই চারিটী সংযমশিক্ষার পূর্ব্বাপর ভূমি। প্রথম সবিতর্ক ভূমি, তাহা জয় হইলে নির্ব্বিতর্ক ভূমি, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারিটী ভূমি অতিক্রম করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থাকেও পঞ্চভূমি কহে। (পাতঞ্জলদ॰)

৩ স্থানমাত্র। ৪ জিহ্বা। (মেদিনী) ৫ বাসস্থান। ৬ ক্ষেত্র। ৭ আধার, যথা—বিশ্বাসভূমিঃ। ৮ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।

ভূমিকদম্ব (পুং) ভূমিজাতঃ কদম্বঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। কদম্ববিশেষ, ভূঁই কদম, পর্য্যায়—ভূনীপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষয়, ব্রণহারক। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বৃষ্য, দোষহর, হিম, কষায়তিক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি॰)

ভূমিকদম্বিকা (স্ত্রী) মুণ্ডারী বৃক্ষ। (রাজনি০)

ভূমিকন্দলী (স্ত্রী) লতাভেদ।

ভূমিকম্প (পুং) ভূমেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ক্ষিতিচলন, ভূঁইকম্প, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠা। বৃহৎসংহিতায় ভূমিকম্পের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 'ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা জলমধ্যনিবাসী বৃহৎপ্রাণিকৃত, আবার কেহ কেহ বলেন, ভূভার-ধারণ-ক্লিষ্ট দিগ্‌গজগণের বিশ্রামই ইহার কারণ। অপরে কেহ কেহ বলেন, বায়ু কর্ত্তৃক বায়ু নিহত ও পতিত হইয়া শব্দের সহিত ভূমিকম্প হইয়া থাকে। আবার কেহ ইহাকে অদৃষ্টকারিত বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্যগণ বলেন, পূর্ব্বকালে পৃথিবী প্রপতন এবং উৎপতনশীল পর্ব্বতগণের উড্ডয়ন ও পতন দ্বারা কম্পিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমার অচলা নাম রাখিয়াছেন, কিন্তু এখন সচল ও অচল পর্ব্বতগণ কর্ত্তৃক সকম্পা হইতেছি, আমি এই কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, আপনি আমার এই দুঃখ বিমোচন করুন। ব্রহ্মা পৃথিবীর এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তুমি ধরিত্রীর শোকহরণ এবং পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদের জন্য বজ্র নিক্ষেপ কর। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া বসুমতীকে বলিয়াছেন, তোমার আর ভয় নাই, কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ দিবারাত্রের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ যামে সৎ ও অসৎ ফলজ্ঞানের জন্য তোমাকে কম্পিত করিবেন। *

প্রথমে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মৃগশিরা, ও অশ্বিনী নক্ষত্র ইহা বায়ব্যমণ্ডল। এই বায়ব্যমণ্ডল হইলে আকাশ ধূমাবৃত হয়, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, সূর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এই বায়ব্যমণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে শস্য, জল ও বনৌষধিবর্গের ক্ষয় হয়, এবং বণিক্‌গণের শ্বয়থু, শ্বাস, উন্মাদ, জ্বর ও কামজাত পীড়া হয়। সুন্দর পুরুষ, অস্ত্রধারী, বৈদ্যগণ, স্ত্রী, কবি এবং গন্ধর্ব্ব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ সৌরাষ্ট্র কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মৎস্যদেশ পীড়িত হয়। ইহাই বায়ুকৃত কম্পন।

পুষ্যা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্য সংজ্ঞক নক্ষত্রে আগ্নেয় বর্গ হয়। এই আগ্নেয়বর্গ হইলে সাতদিন তারকা ও উল্কাপাতাবৃত আকাশ যেন দিগ্‌দাহযুক্ত ও ঈষদ্দীপ্তের ন্যায় হয় এবং সপ্তশিখ অগ্নি মরুৎসহায় হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। এই আগ্নেয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয়-শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দক্রু, বিচর্চ্চিকা, জ্বর, বিসর্পিকা ও পাণ্ডুরোগ এবং অঙ্গ, বাহ্লীক, কলিঙ্গ, বঙ্গ এবং দ্রবিড়দেশ এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিকৃত কম্পন।

অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, বৈশ্ব ও মৈত্র নক্ষত্রে ঐন্দ্রবর্গ। এই ঐন্দ্রবর্গে অতিশয় বৃষ্টি হয়। ঐন্দ্রবর্গে ভূমিকম্প হইলে রাজার নাশ হয় এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদন-রোগ, সর্দ্দিপ্রকোপ ও কাসি, যুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, অভিসার, হল, মদ্র, অর্ব্বুদ, সুবাস্ত ও মালবদেশ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহাই ইন্দ্রকৃত ভূকম্প।

পৌষ্ণ, আপ্য, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মূলা, অহির্ব্রধ্ন ও বারুণ নক্ষত্রে বারুণবর্গ হয়। এই বারুণবর্গে বহুল জলদগণ অম্বুশ-ধারে বর্ষণ করে। এই বায়ব্যমণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে গোনর্দ্দ, চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহবাসিগণের অনিষ্ট হয়। ইহা বায়ুকৃত কম্পন।

বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই চারিজন হইতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের দলপাক কাল ৬ মাসের মধ্যে। বিনা মেঘে বৃষ্টি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গশিখা, বন্যপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ, রাত্রিকালে ইন্দ্রধনুদর্শন প্রভৃতি প্রকৃতির বিপরীত গতি হইলে ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

ঐন্দ্রমণ্ডল যদি বায়ব্যমণ্ডলকে নিহত করে বা বায়ব্যমণ্ডল ঐন্দ্রবর্গকে বিনষ্ট করে এবং এইরূপ যদি বারুণ ও আগ্নেয়মণ্ডল পরস্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্রজাত কম্প কহে। আগ্নেয় ও বায়ব্যমণ্ডলের পরস্পর অভিঘাত হইলে রাজার মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অকল্যাণসমূহ হইয়া থাকে। বারুণ ও ঐন্দ্রমণ্ডলের অভিঘাতে সুভিক্ষ, কল্যাণ, বৃষ্টি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, গাভি-সকল প্রচুর দুগ্ধসম্পন্ন এবং রাজগণ নিবৃত্তবৈর হইয়া থাকে। বায়ুবর্গ দুই শত যোজন, অগ্নিবর্গ একশত দশ যোজন, বারুণবর্গ একশত অশীতি যোজন, এবং ঐন্দ্রবর্গ কিঞ্চিদধিক ষষ্টি যোজন

---

* "ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে বৃহদন্তর্জলনিধিনিবাসিসত্ত্বকৃতম্।
ভূভারখিন্নদিগ্‌গজবিশ্রামসমুদ্ভবঞ্চান্যে॥
অনিলোঽনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্ সস্বনং করোত্যেকে।
কেচিত্ত্বদৃষ্টকারিতমিদমন্যে প্রাহুরাচার্য্যাঃ॥
গিরিভিঃ পুরা স্বপক্ষৈর্বসুধা প্রপতদ্ভিরুৎপতদ্ভিশ্চ।
আকম্পিতা পিতামহমাহামরসদসি সব্রীড়ম্॥
ভগবন্নাম মমৈতৎ ত্বয়া কৃতং যদচলেতি তন্ন তথা।
ক্রিয়তেঽচলৈশ্চলদ্ভিঃ শক্তাহং নাস্য খেদস্য॥
তস্যাঃ হরেন্দ্র ধাত্র্যাঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষভঙ্গায়।
শক্রঃ কৃতমিত্যুক্ত্বা মা ভৈরিতি বসুমতীমাহ॥" (ইত্যাদি) (বৃহৎস০ ৩২ অ০)

বিচালিত করে। ভূমিকম্পের পর তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমদিনে কিম্বা মাসে বা পক্ষে অথবা ত্রিপক্ষে যদি পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়, তাহা হইলে প্রধান রাজার বিনাশ হয়।'(বৃহৎস০ ৩২ অ০) বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন—

"উল্কা হরিশ্চন্দ্রপুরং রজশ্চ
নির্বাতভূকম্পককুপ্প্রদাহাঃ ॥
বাতোঽতিচণ্ডো গ্রহণং রবীন্দ্বো
র্নক্ষত্রতারাগণবৈকৃতানি ॥" (৩২।২৪)

উল্কা, গন্ধর্ব্বপুর, রজ, নির্ঘাত, ভূকম্প, দিগ্‌দাহ, প্রচণ্ড বায়ু এবং সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতির কারণ ঘটিয়া থাকে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাসুকি নিজ সহস্র ফণার উপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যখন কোন ফণার বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হয়, তখন তিনি ঐ ফণা অবনমিত করেন, তাহাতে ভূমিকম্প হয়। এক সময়ে সকল দেশে ভূমিকম্প হয় না, তাহার কারণ, যে ফণা তিনি অবনমিত করেন, ঐ ফণাস্থিত দেশসমূহও কম্পিত হয়, অন্যস্থল কম্পিত হয় না। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অদ্ভূতসাগরে ভূকম্প সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলতি ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে
চাপে মীনকুলীরভে চ বৃষভে সত্যং চলেৎ কচ্ছপঃ।
যূকে কুম্ভধরে মৃগেন্দ্রমিথুনে কন্যামৃগে পন্নগ-
স্তেষামেকতমো যদি প্রচলতি ক্ষৌণী তদা কম্পতে ॥"

মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে গজ প্রচলিত হয়, এবং ধনু, মীন, কর্কট, ও বৃষ রাশিতে কচ্ছপ, তুলা, কুম্ভ, সিংহ, মিথুন, কন্যা ও মকর রাশিতে পন্নগ প্রচলিত হয়, এই গজাদি প্রচলিত হওয়ার জন্য ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। ব্যাসাদি ভূমিকম্পের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কচ্ছপ ও পন্নগ প্রচলিত হইয়া যে সময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই সময় অতিশয় মড়ক, এবং পন্নগ প্রচলিত হইয়া ভূকম্পে নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দও হইয়া থাকে।

"কচ্ছপে মরণং জ্ঞেয়ং মরণঞ্চাপি পন্নগে।
সর্ব্বত্র সুখদঞ্চৈব পৃথিব্যাং চলিতে গজে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকেই ভূগর্ভের স্থানবিশেষের স্বাভাবিক কম্পনকেই ভূমিকম্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে আগ্নেয়গিরির সংস্রবই ভূমিকম্পের মূলকারণ। যে কারণে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেইরূপ আভ্যন্তরিক কারণেই ভূমিকম্প ঘটে। যেমন একটা বৃহৎ লৌহখণ্ডের এক দিকে ভারী হাতুড়ি দ্বারা সজোরে আঘাত করিলে লৌহের আঘাতিত অংশ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নিরেটপৃথ্বী হইতেও আণবিক স্রোত বা স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া ভূমিকে প্রকম্পিত করে। ভূগর্ভের বহুনিম্নে কম্পনজনিত শিলোচ্চয়ের ঘর্ষণে পৃথিবীর যে যে স্থল কাঁপিয়া উঠে, সেই সেই স্থলেই অল্পাধিক ভূকম্প অনুভূত হয়। কোন কোন ভূতত্ত্ববিদের বিশ্বাস, সচল পৃথিবীতে নিত্য আণবিকস্রোত বহিতেছে,সে ক্ষীণ স্পন্দন সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইবার নহে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে তাহার কতকটা স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই সামান্য স্পন্দন কোন সময়ে ভীষণ ভূমিকম্পে পরিণত হইবে, তাহা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহুচেষ্টাতে এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তবে অনেকে এই স্থির করিয়াছেন,ভূগর্ভস্থ স্থিতিস্থাপক বাষ্পরাশি আভ্যন্তরিক বহুব্যাপী তাপের সাহচর্য্যে সশব্দে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

প্রতিবর্ষেই ১০।১২ বার পৃথিবীর নানা স্থানে ভূকম্পের কথা শুনা যায়। কোন কোন স্থানে এইরূপ অনর্থকর কম্পনে কতশত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতশত প্রাণী অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, সে সকল কথা ভাবিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

ভূমিকম্পের তালিকা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, এসিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণঅংশেই ভূকম্পের প্রভাব কিছু বেশী। কাপ্তেন স্মিথ সাহেব গণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে,১৮০০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৪২ বর্ষমধ্যে ঐ অংশে ১৬২টী উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, এই সকল ভূমিকম্প গাঙ্গেয় বদ্বীপেই বেশী অনুভূত হইয়াছিল। পারস্যের রাজচিকিৎসক থলজান আরব্য ও পারস্য ইতিহাস হইতে খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যে যে সকল ভূকম্প ঘটিয়াছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঐ সময়ের মধ্যে ১১১ বার লোকক্ষয়কর ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কেবল ঘর, বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে, এমন নহে, বহুজনাকীর্ণ শত শত নগর অধিবাসীসহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। এক এক স্থানে ভূমিকম্প কেবল একবার হইয়া স্থির হয় নাই। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে খোরাসানে এইরূপ বহুদিনব্যাপী মহা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই সকল ভূকম্পের পূর্ব্বে আকাশ যেন এক বিশেষ ভাব ধারণ করিত, প্রচণ্ড বায়ু বহিত, ঘূর্ণবাতাসও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। ৭ম হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যে পারস্যেও এরূপ ৫২ বার ভূকম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পারস্যের সহিত সিরীয়া, মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট

তুর্কিস্থান, ইরাক ও খোরাসানও কম্পিত হইয়াছিল। এই সকল ভূমিকম্প কোন কোন বার ইজিপ্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তবে পারস্যের মত ইজিপ্টে তেমন অনিষ্টকর ভূকম্প ঘটে নাই। আবার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ভূকম্প ঘটিলেও ১৩শ হইতে১৭শ শতাব্দ মধ্যে সিরীয়া ও জুড়িয়ায় আদৌ ভূমিকম্প হয় নাই। আফগানিস্থানে প্রায়ই ভূমিকম্পের কথা শুনা যায়। কাবুলে প্রতিবর্ষে ১০।১২ বার ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজেরা জলালাবাদ আক্রমণ করেন, সে সময়ে ভূমিকম্পে জলালাবাদের প্রত্যেক প্রাচীর ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল।

নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দর বনে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; তাহাতে সুন্দরবনের অনেকাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে বসিয়া গিয়াছে,তাহাতে প্রাচীন লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি,বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নিগ্রেস্ অন্তরীপ হইতে আকায়াব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ধসিয়া বহু নিম্নে বসিয়া গিয়াছে। আবার আরাকানের উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ ও শৈলমালা রথাঙ্গের সঙ্গে সমতল হইতে অনেকটা উঠিয়া পড়িয়াছে। আরাকানের নিকটস্থ দ্বীপসমূহের ভূতলমধ্যে যে আভ্যন্তরিক অগ্নি বিরাজমান, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।

জাপানীদিগের মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় ভূকম্পতত্ত্বজ্ঞের কথা শুনা যায়। তিনি পুরাবৃত্ত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন, ২৮৫ খৃষ্টাব্দে নিফোনদ্বীপে এক অসাধারণ ভূকম্প হইয়াছিল, তাহাতে এক রাত্রিতে ৭২॥০ মাইল দীর্ঘ ও ১২॥০ মাইল বিস্তৃত এক হ্রদের উৎপত্তি ঘটে। ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে এক ভূকম্প হয়, তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে ১০৪০ ও ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে যথাক্রমে পারস্যের তাব্রিজনগরে পঞ্চাশ হাজার ও গৌসানায় দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে কাবুল প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও অনেক সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভীম ভূকম্প হইয়াছিল, তাহাতে এক জেডো সহরেই দুই লক্ষ লোকের প্রাণনাশের কথা শুনা যায়। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দেও জাপানে ভূকম্প হয়, কিন্তু তাহাতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তৎকালে চীনের প্রসিদ্ধ রাজধানী পেকিন সহরে লক্ষাধিপ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর রাত্রিকালে মহাঝটিকার সহিত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গঙ্গাসাগর হইতে সমস্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপ প্রায় ৯০ ক্রোশ স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমিকম্পে এক কলিকাতাতেই প্রায় ২০০০০ জাহাজ ও নৌকা উড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া প্রায় তিন লক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল।

চেডুবা দ্বীপে ১০০ হইতে ২০০ হাত উচ্চ দুইটী কর্দ্দমের আগ্নেয়গিরি আছে। এই গিরিপ্রভাবে ভূকম্পনিবন্ধন দ্বীপের স্থান বিশেষে পূর্ব্বসমতল হইতে কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও কোথাও ১৬ফিট্,আবার কোথাও ১২ ফিট্ জাগিয়া উঠিয়াছে। ১৭৫০ বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পের সঙ্গে এইরূপ উৎসংস্থান আরম্ভ হয়। সেই প্রচণ্ড ভূকম্পনে ব্রহ্মের রাজধানী আবানগর পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন সহরে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে,য়ুরোপের ইতিহাসে ক্ষণকাল মধ্যে সেরূপ লোকক্ষয়কর ব্যাপারের কথা আর কখন শুনা যায় নাই। এই ভূকম্প ৬মিনিট পর্য্যন্ত ছিল। তাহাতে লিস্‌বন সহর বিধ্বস্ত ও যাট হাজার লোক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ভূকম্পনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাগরের জলোচ্ছ্বাসেও গৃহসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিধৌত হইয়াছিল, যাহারা যাহারা প্রাণরক্ষার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও সেই ভীম তরঙ্গাঘাতে প্রাণ হারাইল। এরূপ ভূকম্প আর কখন য়ুরোপে দেখা যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসিয়ার পূর্ব্বাংশে ভূমিকম্পের অনুগ্রহ বেশী। শুনা যায়, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত জাপানের আমূল কাঁপিয়াছিল। জাপানের অন্তর্গত শাকজা প্রদেশ হইতে মিয়াকো পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ৪০ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত কম্পিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থান অগ্নিসংযোগে ধ্বংস,আবার কোন কোন স্থান সাগরের গর্ভশায়ী হইয়াছিল।

১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিলিপাইন দ্বীপে অনেকবার ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২০এ জুলাই বেলা ৪টার সময় ৪০ সেকেণ্ডব্যাপী কম্পনে মহানর্থ ঘটিয়াছিল। দ্বীপের মধ্যে যেখানে যেখানে আগ্নেয়গিরি ছিল, সর্ব্বত্রই অগ্নি উদ্গম হইতেছিল, অনেক স্থান হইতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণ জল ও বালুকারাশি বাহির হইয়াছিল, আবার কোন কোন স্থানে কামান-গর্জ্জনবৎ ভয়ানক শব্দ শুনা গিয়াছিল।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রেল চট্টগ্রামে ভয়ানক ভূকম্প হইয়া তাহাতে অনেক জমি ফাটিয়া জল ও গন্ধকের গন্ধযুক্ত কাদা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বর্দ্ধবান নামে একটী বড় নদী এক

কালে শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমুদ্রনিকটস্থ বড়ছেয়া গ্রাম বহু জীবজন্তু সহ ভূগর্ভশায়ী হইয়াছিল। শুনা যায়, এই ভূকম্পে চট্টগ্রামের উপকূলবর্ত্তী প্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান অকস্মাৎ বসিয়া গিয়াছিল, এবং শেখলংতুম্ নামে মগপাহাড়ের একাংশ একবারে অন্তর্হিত হয় ও অপর একটী শাখা বহু নিম্নে নামিয়া যায়, তাহার চূড়াটী মাত্র জাগিয়া আছে। ঐ সময়ে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে দুইটী আগ্নেয়শৈল দেখা দেয়। যে সময়ে চট্টগ্রাম বসিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামড়ী, রেগুয়ান্ ও চেডুবাদ্বীপের অনেকাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেকটা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

সুমাত্রার পশ্চিমকূলে সিমো নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। চৈত্রমাসে সেখানে একবার মহাভূকম্পন হইয়াছিল। সে কম্পনে অর্দ্ধাংশেরও অধিক দ্বীপবাসী কালক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হয়। বন্যা হইবার পরই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে ভূকম্প ঘটে। গৃহ সকল দুলিতেছে ও ছাদ পড়িতেছে দেখিয়া অধিবাসিবৃন্দ খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। সমুদ্র হইতে তালগাছ প্রমাণ উপর্য্যুপরি তিনটী ঢেউ আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। দৈবগতিকে যাহারা রক্ষা পাইল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, ভূকম্পের পরেই যেন সহস্র কামান গর্জ্জনবৎ শব্দ করিয়া সমুদ্র সবেগে আসিতেছে।

মানিলায় বহুবার ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্প হয়, তাহাতে এক প্রকার মানিলাদ্বীপ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত গৃহ ভূমিশায়ী হয়। অধিকাংশ অধিবাসী মুহূর্ত্তেক মধ্যে কালের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ভূকম্প বিরল নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতন্মধ্যে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন দক্ষিণপশ্চিমভারতে এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে পূর্ব্বভারতে যে ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দক্ষিণপশ্চিমভারতে সেই ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল কচ্ছপ্রদেশ। দুই তিন মিনিট মাত্র স্থায়ী সেই মহাকম্পনে কচ্ছের রাজধানী ভুজনগরীর চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সমস্ত গৃহাদি পড়িয়া ভুজনগরী সমভূম হইয়াছিল এবং দ্বিসহস্রাধিক লোক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১লা জুলাই পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুই একবার কম্পন চলিয়াছিল। পূর্ব্বভারতের যে কম্পনের কথা বলিলাম, তাহাও সামান্য নহে। এই ভূকম্পনে সমস্ত বঙ্গ ও আসামের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় অনেক গৃহ বিপর্য্যস্ত হয়, ঢাকা, রাজসাহী, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুরের সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকাই প্রায় বিদীর্ণ অথবা সমভূম হইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের অনেক স্থান ভেদ করিয়া উষ্ণজল, বাষ্প ও কর্দ্দম বাহির হইয়াছিল, অনেক ছোট নদীর গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভূকম্পে বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই বেশী অনর্থ ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের অনেক স্থানের গতি ও সেই সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাছাড়ের সকল অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, বহু জীবজন্তু অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। সেরূপ মহাকম্পন আর না হউক, কিন্তু সে পর্য্যন্ত বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ বর্ষমধ্যে নানাস্থান হইতে বহুবার ভূকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পারস্যের বন্দর-আব্বাসে যে ভূকম্প হইয়াছে, তাহাও সামান্য নহে। ইহাতেও বহু গৃহ ভূপতিত ও বহু জন্তু কালকবলিত হইয়াছে।

ভারতের যেখানে যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, ভূতত্ত্ববিদ্গণ সে সমস্ত ভূকম্পনসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করেন। ভারতে উক্ত প্রস্রবণেরও অভাব নাই; ভূমিকম্পও এখানকার নিত্য ঘটনা, তবে সেরূপ প্রচণ্ড ভূকম্পের সংখ্যা বেশী নয়।

ভূমিকম্পন (ক্লী) ভূমেঃ কম্পনং। ভূকম্প।

ভূমিকা (স্ত্রী) ভূমিরিব কায়তীতি কৈ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা ভূমেরেব স্বার্থে কন্, টাপ্। ১ রচনা। ২ বেশান্তর পরিগ্রহ, বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ। (মেদিনী) ৩ গ্রন্থের আভাস, গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া প্রথমে যে তাহার সামান্য আভাস থাকে, তাহাকে ভূমিকা কহে। ৪ বক্তব্য বিষয়ের সূচনা। ভূমিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। ৫ বেদান্তমতে চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষিপ্ত—মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়। জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় এবং সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকে, ইহাই ক্ষিপ্তাবস্থা।

মূঢ়—মন সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্তভূমিকা—বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থায় অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত

প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা অর্থাৎ মন চঞ্চল-স্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থিরতাই বিক্ষিপ্তভূমিকা। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে, তাহাই মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা।

একাগ্রভূমিকা—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্বিকবৃত্তি উদিত এবং প্রকাশময় ও সুখময় সাত্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে, তখন একাগ্রাবস্থা জানিতে হইবে।

নিরুদ্ধ ভূমিকা—পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থায় অনেক প্রভেদ। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। এই নিরুদ্ধভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ-পরিণাম থাকে না। ইহাই নিরুদ্ধাবস্থা।

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। যোগে সুখ হয় শুনিয়া বিক্ষিপ্তচিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্য উহাও যোগের অযোগ্য ভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই প্রকার ভূমিকাই যোগ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিতে হইবে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীকৃত এবং একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। (বেদান্ত ও পাতꣳদ০)*

---

* "আসুরসম্পল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাসু বর্ত্তমানং চিত্তং ক্ষিপ্তভূমিকা। ১। কদাচিদ্ধ্যানযুক্তং চিত্তং ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তভূমিকা। ২। তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিত্বশঙ্কৈব নাস্তি,বিক্ষিপ্তে তু সমাধিত্বশঙ্কা তদিতরৎ ভূমিদ্বয়ং সমাধিঃ। ৩। একাগ্রে মনসি সম্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোতীতি সঃ প্রজ্ঞাতো যোগ একাগ্রভূমিকা। ৪। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপা সংপ্রজ্ঞাতসমাধির্নিরুদ্ধভূমিকা। ৫।"

(বেদান্তসংজ্ঞানিরূপণ০)

'একাগ্রো বহির্বৃত্তিনিরোধঃ, নিরুদ্ধে চ সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাঞ্চ প্রবিলয়ঃ, ইত্যনয়োর্ভূম্যোর্যোগস্য সম্ভবঃ' (পাতঞ্জল০ ভোজবৃত্তি)

ভূমিকুষ্মাণ্ড (পুং) ভূমিজাতঃ কুষ্মাণ্ডঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা০। ভূঁইকুমড়া। (রত্নমা০)

ভূমিখণ্ড (ক্লী) ১ ভূভাগ। ২ পদ্মপুরাণের খণ্ডভেদ।

ভূমিখর্জ্জূরিকা (স্ত্রী) ভূমিজাতা খর্জ্জূরিকা। ক্ষুদ্রখর্জ্জূরিকা ক্ষুদ্রখর্জ্জুরী, পর্য্যায়—স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী, স্বাদুমস্তকা। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগনাশক। ইহার রসের গুণ—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

ভূমিখর্জ্জুরী (স্ত্রী) ভূমিজাতা খর্জ্জুরী। ভূমি খর্জ্জূরী, ভূমিখর্জ্জূরিক।

ভূমিগম (পুং) উষ্ট্র। (বৈদ্যকনি০)

ভূমিগর্ত্ত (পুং) ভূমিবিবর, ভূগর্ত্ত।

ভূমিগুহা (স্ত্রী) ভূমিস্থ গহ্বর।

ভূমিগৃহ (ক্লী) ভূমিস্থিত গৃহ।

ভূমিচম্পক (পুং) ভূমিজাতশ্চম্পকঃ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চলিত ভূঁইচাঁপা (Kæmpferia rotunda) পর্য্যায়—তাম্রপুষ্প, সন্ধিবন্ধ, ভ্রূঘণ। (শব্দচ০) ক্ষত বা ব্রণমুখে ইহার মূলের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে ব্রণ সত্বর পাকিয়া উঠে।

এই সুদীর্ঘ পত্রযুক্ত ক্ষুদ্রগুল্ম উষ্ণপ্রধান ভারতের ও ব্রহ্মের জলা জমিতে দেখা যায়। সিংহল, যব ও কোচিন-চীনেও ইহার চাস হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পের সৌগন্ধ এবং পত্রের কমনীয়তার শোভা দেখিবার জন্য সাধারণে বহুযত্নের সহিত উহা গৃহপ্রাঙ্গণ ও উদ্যানাদিতে পুতিয়া রাখে। গ্রীষ্ম কালে এই দণ্ডহীন বৃক্ষের পত্রাদি ঝরিয়া গেলে, একমাত্র গন্ধপুষ্পই এই বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন এবং মানব জাতির মন হরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহার গন্ধখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

স্থানবিশেষে ইহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। হিন্দি—ভূঁইচম্প, বাঙ্গালা ভূইচাঁপা, গুজরাটী ভুইচম্পো, তেলগু—কোণ্ড কলব, মলয়—মলন্ কুয়া, শিঙ্গাপুর—যবকেন্দ, লৌকেন্দ, সংস্কৃত—ভূমিচম্প, ভূমিচম্পক, যব কুনংসি; কোচিন-চীন—নগাই মিও।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিত আছে। ইহার শিকড়চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে পুল্‌টিস্ (প্রলেপ) দিলে শীঘ্র সেই ক্ষতমুখে পূযোৎপত্তি হয়। সমগ্র বৃক্ষচূর্ণের প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া সদ্যক্ষতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে

এবং শরীরমধ্যগত সঞ্চিত ও দূষিতরক্ত ও সপূয়ক্ষতদোষ নাশ করে। এতদ্ভিন্ন উদরী রোগে ইহার শিকড় বিশেষ উপকারী। কুচিলা, জায়ফল ও বৎসনাভ সহ ইহার কন্দচূর্ণ-প্রয়োগে গলগণ্ড বিনিষ্ট হয়।

ইহার কন্দ ঈষৎ পীতবর্ণ। গুণ,—কটু, তিক্ত ও কর্পূর-গন্ধযুক্ত। পুষ্প হইতে শিকড় পর্য্যন্ত সমুদায় অংশেই এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ভূমিচল (পুং) ভূকম্প। [ভূমিকম্প দেখ।]

ভূমিচলন (ক্লী) ভূমেশ্চলনম্। ভূমিকম্প। [ভূমিকম্প দেখ]

ভূমিচারী (স্ত্রী) আখুকর্ণীলতা। চলিত মুষাকাণী। (রাজনি°)

ভূমিজ (ক্লী) ভূমের্জায়তে ইতি জন-ড। স্বর্ণ, গৌরসুবর্ণ। (রাজনি°) (পুং) ভূমেঃ পৃথিব্যা জায়তে ইতি জন-ড। ২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাসুর। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ ভূমিজাত।
"চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)
৪ ভূমিকদম্ব। ৫ ভূমিজ গুগ্‌গুলু। ৬ ভূনাগ। চলিত,শীষ। (রাজনি°) ৭ যবক্ষার। চলিত, সোরা। (বৈদ্যকনি°)

ভূমিজ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গবাসী অনার্য্য-জাতিবিশেষ। তাহাদের আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ ও ভাষা-গত সাদৃশ্য দেখিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহারা সম্ভবতঃ কোলরীয় শাখাভুক্ত ও মুণ্ডানামধেয় জাতির সমশ্রেণীগত হইবে। সুবর্ণরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় অরণ্যভূমি—ছোটনাগপুরের অধিত্যকা হইতে পূর্ব্বে অযোধ্যা-পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের বাসস্থান। এই সমগ্র স্থানে মুণ্ডাদিগের ন্যায় তাহাদেরও সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান দেখা যায়। পশ্চিমাংশবাসিগণের কথিত ভাষা সর্ব্বপ্রকারে মুণ্ডাদিগের অনুরূপ। দেবপূজা, শবদাহ, অস্থিসমাধি ও প্রেতকৃত্যাদি কার্য্য সকল তাহারা মুণ্ডাদিগের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

অযোধ্যা-গিরিশ্রেণীর সমীপদেশবর্ত্তী পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে ভূমিজ বা সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত করে। হিন্দু বঙ্গবাসিগণ এখানে আসিয়া প্রথমে এই অনার্য্য জাতিকে সেই ভূমিভাগের অধিকারী দেখিতে পায়। ভুঁইয়া, ভুঁইয়ার বা ভুঁইহার প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুগণ তাহাদিগকে ভূমির আদিম অধিকারী জানিয়া ভূমিজ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে এই পূর্ব্বশ্রেণী হিন্দুর আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের অনু-ষ্ঠান করিয়া হিন্দুর সমশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে।

এই জাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যান পাওয়া যায়। জঙ্গল মহলের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী স্থানসমূহে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তাহারা 'চুয়াড়' আখ্যা লাভ করে। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার প্রথমাবস্থায় তাহারা সময়ে সময়ে জাতীয় ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্বদায়ে পাচেটরাজ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলতা বিস্তার করে। যতদিন না ঐ সম্পত্তির নিলাম রদ হইয়াছিল এবং যে পর্য্যন্ত না ইংরাজরাজ ভবিষ্যতে অন্য সম্পত্তি নিলাম করি-বেন না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তদবধি তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় নাই। যতবারই ইংরাজ গবর্মেণ্ট জঙ্গলমহল শাসন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ততবারই ইংরাজের সহিত ভূমিজদিগের বিবাদ বাধিয়াছিল। ধলভূমরাজ ইংরাজশক্তির প্রসারবৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করায়, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার বিরুদ্ধাচারী হন; অবশেষে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার প্রতিপক্ষদলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

বরাহভূমেও রাজ্যাধিকার লইয়া ঐরূপ একটী গোল বাধে। রাজা বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর, পাটরাণীর বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রজ মধ্যমাপত্নী-পুত্রকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করা গবর্মেণ্টের অনুমোদিত হইল। ভূমিজদিগের এরূপ ন্যায়পরতা মনে ধরিল না, ক্রমে তাহারা বিশেষ বির-ক্তির সহিত ইংরাজের মতবিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। এই বিদ্রোহিতা অবশেষে ঘোর বিপত্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহাই ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের গঙ্গানারায়ণ বা চুয়াড়-বিদ্রোহ।

পূর্ব্বোক্ত পাটরাণীর পুত্র লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপক্ষতাচরণ করেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া রাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে লক্ষ্মণসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র গঙ্গানারায়ণ পিতার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য জীবিত রহিলেন।

অতঃপর রাজা রঘুনাথসিংহের মৃত্যুর পর, সুপ্রিমকোর্টের বিচারানুসারে পুনরায় পাটরাণীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধবসিংহকে বাদ দিয়া মধ্যমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল। মাধবসিংহ ইংরাজ সরকারে আপত্তি করিয়াও কোন ফল পাই-লেন না দেখিয়া, নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহি-লেন। অবশেষে ভ্রাতৃরাজ্যে দেওয়ানী বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া আপনার চিত্ত সুস্থির করিলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদিগকে টাকা ধার দিয়া অধিক পরিমাণে সুদ আদায় করিতেন। ক্রমে সমস্ত প্রজামণ্ডলী

তাঁহার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িল। গঙ্গানারায়ণ এতদিন ধরিয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন। এরূপ অত্যাচারী মাধবরায়ের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রজামণ্ডলীকে দাঁড় করান সহজ বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একে একে বহুশত লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, এরূপ দুষ্ট ব্যক্তিকে রাজসংসার হইতে উৎসাদিত করিতে না পারিলে আর উপায়ান্তর নাই। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘাটবাল-সর্দ্দারগণ গঙ্গানারায়ণ সহযোগে গমনপূর্ব্বক মাধবসিংহকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে হরণপূর্ব্বক এক পর্ব্বতান্তরালে সমুপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ তীরনিক্ষেপে হত্যা করে।

মাধবসিংহের হত্যার পর, বরাহভূমে যথারীতি লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে সমগ্র চুয়াড়সম্প্রদায় তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ সামন্তরাজ্যবাসী অন্যান্য চুয়াড়েরাও তাঁহার দলভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে দলপুষ্ট হইয়া গঙ্গানারায়ণ বড় বাজারস্থ রাজপ্রাসাদ, মুনসেফ-কাছারী ও পুলিশথানা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে; কেবলমাত্র দুইজন কাছারীর পেয়াদা তাহাদের হস্তে নিহত হয়। অপর সকলেই পলাইয়া যায়।

এই সময়ে সমগ্র জঙ্গলমহল গঙ্গানারায়ণের কৃপাধীনে ছিল। সেই বিশৃঙ্খলতার সময় তিনিই একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে লুণ্ঠনযোগ্য এমন স্থান ছিল না, যাহা তাঁহার কঠোর নিষ্পীড়ন না সহ্য করিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত গঙ্গানারায়ণ অপ্রতিহত প্রভাবে বিদ্রোহিতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে দমনের জন্য ইংরাজ ৩ দল পদাতি সৈন্য ও ৮টী কামান পাঠাইয়া দেন। প্রথম একটী খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজপক্ষে পরাজয় হয়। কিন্তু গোলাগুলির সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা পর্ব্বতাভ্যন্তরে পলাইয়া যায়।

ইংরাজসেনা কর্তৃক অনুসৃত হইয়া গঙ্গানারায়ণ সদলে সিংহভূম প্রদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি দুর্দ্দমনীয় লর্খা জাতিকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পান। ঐ সময়ে খর্সাবানের ঠাকুর সর্দ্দারের সহিত তাহাদিগের বিরোধ চলিতেছিল। তাহারা গঙ্গানারায়ণকে বলিয়াছিল যে, যদি তিনি খর্সাবানের দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তাহাদের কৃতাপমানের প্রতিশোধ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার মত বীরের চরণতলে আত্মবিক্রয় করিতে পারে। দুর্গাক্রমণকালে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। খর্সাবানরাজ তাঁহার মুণ্ড ইংরাজসেনানী উইল্‌কিন্‌সনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন।

খর্সাবানপতি গঙ্গানারায়ণের মুণ্ডপ্রেরণকালে ইংরাজসেনানীকে যে পত্র পাঠান, তাহাতে এই ভূমিজগণের সামাজিক ইতিবৃত্ত কতকাংশে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভূমিজদিগের এতদ্দেশে আগমনপ্রসঙ্গে কোন কিম্বদন্তী নাই। ছোট নাগপুরের মুণ্ডাদিগের সহিত তাহাদের কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিবাহ, একত্র ভোজন বা উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কোন ভেদাভেদ নাই। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া এতাদৃশ উন্নত হইয়াছে যে, তাহারা আপনাদিগকে উহাদের স্বসম্পর্কীয় বলিতেও ঘৃণা বোধ করে। ধলভূমের ভূমিজগণ আপনাদিগকে স্থানীয় আদিম অধিকারী বলিয়া জানে। তাহারা মুণ্ডা, হো বা সাঁওতাল প্রভৃতি সহিত কোন সংস্রব স্বীকার করে না।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই ভূমিজজাতীয়। বাঘমুণ্ডীর রাজা ব্যতীত অপর সকলেই আপনাদিগকে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পায়। আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা কোন বিশিষ্ট বংশে না যাইয়া স্বতন্ত্র বংশকাহিনীর উদ্ভব করিয়াছে। বরাহভূমের রাজবংশবিবরণীতে প্রকাশ আছে যে, নাথবরাহ ও কেশবরাহ নামে দুইটী বিরাট রাজপুত্র পিতার সহিত কলহ করিয়া, রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে গমন করে*। রাজা বিক্রমাদিত্য কনিষ্ঠের আচরণে বিরক্ত হইয়া কেশবরাহকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং তাহার রক্তে জ্যেষ্ঠের কপালে রাজটীকা ও রাজ-ছত্র প্রদান করেন। অনন্তর তিনি নাথবরাহকে আদেশ করিলেন যে, এক দিবারাত্রের মধ্যে তুমি অশ্বারোহণে যতদূর পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত স্থান তোমার অধিকারে থাকিবে। তদবধি বরাভূম রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। [বরাভূম দেখ।]

দুএকটী ব্যতীত সিংহভূম ও মানভূমের অধিকাংশ ঘাটবালই এই ভূমিজ জাতিভুক্ত। ধলভূমের রাজবংশ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহার বংশকাহিনী হইতে প্রকৃত বিবরণ বাহির হইয়া পড়ে। কিম্বদন্তী এই যে, পাচেট রাজ্য হইতে রঙ্কিনী নামক কালীমূর্ত্তি প্রস্থানকালে এক রজকগৃহে আশ্রয় লাভ করেন। দেবী তাঁহার আশ্রয়লাভে প্রীত হইয়া স্বীয় পরিবার দেবতাগণের মধ্যে

* পাতকুমের রাজগণ এই বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করেন। বরাহভূমের উৎপত্তিকাহিনীও তাঁহাদের বংশধারায় সংশ্লিষ্ট।

এক যোগিনী ব্রাহ্মণীকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই কামিনীর গর্ভে ধলভূমরাজবংশের উৎপত্তি হয়।*

এই জাতির মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধিষ্ণু। সর্দ্দার ঘাটবালগণ ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের ন্যায়। সর্দ্দারের অধিকৃত ভূমি জমা লইয়া যে সকল ঘাটবাল উক্ত সর্দ্দারের অধীন থাকে, তাহারা জোতদারের অনুরূপ। তাহারা বাঙ্গালী প্রজার ন্যায় সাধারণতঃ কৃষিবিদ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাসগৃহাদি বাঙ্গালীর অনুকরণেই নির্ম্মিত। আচারব্যবহার ও রীতিনীতি অনেকাংশে বাঙ্গালীরই সমতুল্য। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও হো প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে পরিচ্ছন্নস্বভাব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন কোন কোন কার্য্যে তাহারা আপনাপন পূর্ব্বতন অনার্য্য রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

তাহাদের মধ্যে অসংখ্য থাক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্থান বিশেষে কএকটী প্রধান ও অপরগুলি অপ্রধান বলিয়া বিবেচিত। ইহার কারণ এই যে, একস্থানের ভূমিজগণ বহুদিন হিন্দু বঙ্গবাসীর সংসর্গে থাকিয়া হিন্দুর অনুকরণে সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ভিন্নদেশীয় ভূমিজগণ ঐ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, আচারব্যবহারের নিকৃষ্টতাহেতু, হীনশ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের অধিকাংশ জাতীয় সংজ্ঞাই স্থান বা জীববাচক। এক স্থানের ভূমিজগণ অন্যস্থানে যাইয়া বাস করিলে তাহারা পূর্ব্বগ্রামী বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে অনেক থাকের উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংহভূমের ভূমিজগণের মধ্যে উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। *

স্বগোত্র বা শ্রেণীমধ্যে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না এবং নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে ৩ বা ৫ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে কোন বাধা নাই। এখন বালিকাবিবাহ প্রচলিত হইলেও বর্ষীয়সী কন্যার বিবাহে তাহাদের অনভিমত নাই। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলেও তাহারা কোন অপমান বোধ করে না। বিবাহের পূর্ব্বে যদি কোন কোন পুরুষের সংস্রবে যুবতী গর্ভিণী হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। বিবাহের জন্য কন্যাপণ দিবার বিধি আছে।

কএকটী স্ত্রী-আচার ও সিন্দুরদান ব্যতীত তাহাদের বিবাহের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই তাঁহাদের বিবাহে যাজকতা করে। পারিবারিক প্রথামত তিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত বিবাহ-গ্রন্থি (গাঁটছড়া) রাখিতে হয়, তৎপরে সেই বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া বর ও কন্যা হরিদ্রা-মর্দ্দনান্তে স্নান করে। বহুবিবাহে নিষেধ নাই। বিধবাকে 'সাঙ্গা' করিতে হয়। কুমারীবিবাহে অধিক পণ লাগে বলিয়া, সাধারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময় অল্প পণ দিয়া অল্প বয়স্ক বিধবারমণীকে সাঙ্গা করিয়া থাকে।

স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। ঐ সময় রমণীর আত্মীয়বর্গকে লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। সভার বিচারে রমণী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার স্বামী আসিয়া সধবা-চিহ্নসূচক হাতের লৌহ খুলিয়া লয় এবং একখানি শালপাতে জল ঢালিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে, উহাকে 'পাণ পাতা ছিড়া' বলে অর্থাৎ সেইক্ষণ হইতে স্বামী আর ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়ী নহে। ঐ রমণী পুনরায় সাঙ্গা করিতে সমর্থ। কিন্তু স্ত্রীলোকের অপর পুরুষসংসর্গে গৃহত্যাগ ব্যতীত স্বামিত্যাগে অধিকার নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে এবং অপর সকলে সমান অংশ পায়। ঘাটবালদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রই একমাত্র পিতৃধন ও পদমর্য্যাদার অধিকারী, অপর পুত্রেরা উপজীবিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ।

কালী বা মহামায়ার পূজায় তাহারা সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। সিঙ্গ-বোঙ্গা বা ধর্ম্ম নামে তাহারা শস্যদাতা সূর্য্যেরও

* এতদ্বারা অনুমান হয় যে, ধলভূমের কোন ভূমিজসর্দ্দার ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী পারাগ্রাম হইতে পাঁচেট রাজকুলদেবী রঙ্কিনীকে হরণ করিয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ধলভূমবাসী সর্ব্বশ্রেণীর লোকে এই দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। নররক্তে দেবী তৃপ্তিলাভ করিতেন বলিয়া প্রতিবৎসর বিন্ধ্যপর্ব্বতে লোকে ক্ষুদ্রমতি শিশুদিগকে ভুলাইয়া দেবীসমক্ষে বলি দিত। প্রায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে নরবলিস্রোত প্রবাহিত থাকে। ঐ সঙ্গে বিন্ধ্যপর্ব্বতে অনুষ্ঠিত আর একটি নৃশংস ব্যাপারের লোপ হইয়া যায়। ঐ সময়ে অধিবাসিগণ দুইটী বন্য পুংমহিষ তাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট বেষ্টনীর নিকট (কাষ্ঠপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটী রঙ্গভূমে) আনিত। উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মঞ্চোপরি রাজা ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকিতেন। যথাবিহিত পূজাদি অনুষ্ঠানের পর রাজা ও রাজকুলপুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে বলি উদ্দেশে মহিষদ্বয়ের উপর তীরক্ষেপ করিতেন। তৎপরে অপর সকলে একে একে ঐ জন্তুদ্বয়কে তীরবিদ্ধ করিলে, যন্ত্রণায় তাহারা ভীষণ চিৎকার করিত। ক্রমে উহারা নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে, সকলে আসিয়া কুঠারাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিত।

* দেশী, তামারিয়া, মানকি, মুড়া, শিকারিয়া, পাতকুমিয়া শেলো ও বরাভূমিয়া প্রভৃতি থাক এবং বড়া, কড়ুঁটিয়া, বার্দা, ভুঁইয়া, চাণ্ডিল, গুল্গু, হাঁসদা, হেম্রোঙ্গ, জারু, কচ্ছপ, লেঙ্গ, নাগ, ও বাসাড়ী, সাগ্‌মা, শালঋষি, শাণ্ডিল্য, শৈবাল, তেসা, তুমারুদ্ধ, তুতি প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণী বা গোত্রাভিধান।

পূজা দেয়। এতদ্ভিন্ন জাহিরবুক্, কাড়াকাটা, বাগভূত, গ্রাম-দেবতা, দেবশালী, বুরু,কুড়া, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবহিনী ও বার-ডেলা প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজায় তাহারা বিশেষ ধুমধাম করিয়া থাকে।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। মুখাগ্নির পর মুখাগ্নিদাতা পুরুষ গৃহে ফিরিয়া যায় এবং মৃতের পত্নী ও পরিবারস্থ অপরাপর স্ত্রীগণ কলসী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। চিতাগ্নি ভস্মীভূত হইলে স্ত্রীগণ কলসীস্থ জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করে এবং তন্মধ্যে অস্থ্যাদি পূরিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে সেই অস্থির কতকাংশ গৃহস্থিত তুলসীবৃক্ষের নিয়ে পুঁতিয়া অবশিষ্টাংশ কলসী সহ জাতীয়-সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করে এবং তাহার উপর একখানি প্রস্তর উত্তোলিত করিয়া রাখে। প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য ঐ সময় একটা মুরগী হত্যা করা হয়। দশম দিনে ক্ষৌরকার্য্য ও একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শেলো-ভূমিজদিগের মধ্যে ১১শ দিনে কএকটী অনার্য্যক্রিয়া সাধিত হয়।

ঘাটবাল ভূমিজদিগের মধ্যে অনেকেই সৈনিকের কার্য্য করে। শান্তিরক্ষক পুলিশ-প্রহরীর কার্য্যেও অনেককে নিযুক্ত দেখা যায়। সাধারণে চাসবাস এবং শেলোগণ লৌহ গালাই করিয়া থাকে। সর্দ্দার বা রাজ উপাধিধারী ভূমিজ জমিদারগণ ব্রাহ্মণকুলপুরোহিত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং সর্ব্বদা বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণের পরামর্শে চলিয়া ক্রমশঃই হিন্দুত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

ভূমিজ-গুগ্গুলু (পুং) ভূমিজো গুগ্গুলুঃ। আশাপুর গুগ্গুলু, মহিষাক্ষগুগ্গুল। পর্য্যায় দৈত্যমেদজ, দুর্গাহ্ব, আশাপুরসম্ভব, মজ্জার, মেদজ, মহিষাসুরসম্ভব। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কফবাতনাশক, মেধ্য, ভূতঘ্ন ও সুগন্ধপ্রদ। (রাজনি°)

ভূমিজম্বু (স্ত্রী) ভূমিজাতা জম্বুঃ। ক্ষুদ্র জম্বু। পর্য্যায়—নাদেয়িকা, নাদেয়ী, ভূজম্বু, ভূমিজম্বুকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হ্রস্বফলা, ভৃঙ্গবল্লভা, হ্রস্বা, ভ্রমরেষ্ঠা, পিকভক্ষ্যা, কাষ্ঠজম্বু। (শব্দরত্না°) চলিত ভুঁইজাম,বনজাম। ইহার গুণ—কষায়,মধুর, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, রুচিকর, সংগ্রাহক, হৃদয় ও কণ্ঠদোষনাশক, বীর্য্যকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ভূমিজম্বু (স্ত্রী) ভূমিজাতা জম্বুরিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। ভূজম্বু। ভূজম্বু-স্বার্থে কন্ টাপ্। ভূমিজম্বুকা।

ভূমিজম্বুকা, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ (Premna herbacea)। বাঙ্গলা ভুঁইজাম, সাঁওতাল—কন্দ-মেৎ, তেলগু—নেল-নীড়েসু, সংস্কৃত ভূমিজম্বু, ভূমিজম্বুক। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে কুমায়ুন হইতে ভূটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান এবং দক্ষিণভারতে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার শিকড়ের ক্বাথ বাতরোগে বিশেষ উপকারী।

ভূমিজা (স্ত্রী) ভূমিজ-টাপ্। শীতা। (ত্রিকা°)

ভূমিজীবিন্ (পুং) ভূম্যা তৎকর্ষণাদিনা জীবতীতি জীব-ণিনি। ১ বৈশ্য। (শব্দরত্না°) ২ কৃষিজীবী।

ভূমিঞ্জয় (পুং) বিরাট নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ৪ প° ৩৫অ°)

ভূমিডুম্বুর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ (Ficus heterophylla) গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের নদীকূলে, সিংহলে এবং ব্রহ্মের আবা হইতে তেনাসেরিম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালায়—ভুই ডুমুর, বলালতা, গৌরী-শিওরা, খটীগুয়ার; চট্টগ্রামে বল্লস ডুমুর; মধ্যপ্রদেশ—পাখুর; তেলগু—বুরোণী, মলয়—বল্লিতে-রগম্; শিঙ্গাপুর—বল-এহেতু; সংস্কৃত—ত্রায়মাণা।

ইহার কাঁচা শিকড়ের রস সেবন করিলে শূলবেদনা বিদূরিত হয়। পাতার রস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে উদরাময় নষ্ট করে। ধন্যাক সহযোগে তিক্ত শিকড়ের ছালের ক্বাথ কাস-রোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে আশু উপকার দর্শে।

F. scabrella ও F. repens নামে ইহার দুইটী পৃথক্ শ্রেণী আছে। চট্টগ্রামবাসিগণ F. scabrella ফল রন্ধন করিয়া খায়।

ভূমিতল (ক্লী) ভূতল, পৃথিবীর উপরিভাগ।

ভূমিতুণ্ডিক (পুং) জনপদভেদ।

ভূমিত্ব (ক্লী) ভূমের্ভাবঃ ত্ব। ভূমির ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূমিদণ্ডা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূমিদাড়িম্ব, স্বনামপ্রসিদ্ধ লোহিতবর্ণ গুল্মভেদ (Careya-herbacea) কুমায়ুনের তরাই প্রদেশ হইতে আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই বৃক্ষ ভুঁইডালিম ও নেপালে ছুরা নামে প্রসিদ্ধ।

ভূমিদান, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দানভেদ। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে এবং ব্রত-বিশেষে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার বিধি আছে। ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রদান মহাপুণ্যজনক। [ভূমি শব্দ দেখ]

ভূমিদুন্দুভি (পুং) চর্ম্মাচ্ছাদিত ভূগর্ত্ত। (বৈদিক)

ভূমিদেব (পুং) ভূমৌ দেব ইব, ভূম্যা দেবো বা। ব্রাহ্মণ।

"অস্ত ক্রিয়াঃ কামদুঘাঃ ক্রতূনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদেবাঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ৩।৬)

ভূমিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। ভূম্যা ধরঃ। ১ কুলপর্ব্বত। ২ পর্ব্বত মাত্র।

ভূমিপ (পুং) ভূমিং পাতি রক্ষতীতি পা-(আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। রাজা, ভূপতি।

"বীতশোকভয়াবাধাঃ সুখস্বপ্নবিবোধনাঃ।

পতিং ভারতগোপ্তারং সমপদ্যন্ত ভূমিপাঃ॥" (ভারত ১।১০০।৮)

ভূমিপক্ষ (পুং) ভূমিঃ পক্ষ ইব যস্য। বাতাশ্ব। (হারাবলী)

ভূমিপতি (পুং) ভূম্যাঃ পতিঃ। রাজা, ভূমিনাথ।

ভূমিপতিত্ব (ক্লী) ভূমিপতের্ভাবঃ, ত্ব। ভূমিপতির ভাব বা ধর্ম্ম, রাজত্ব।

ভূমিপাল (পুং) ভূমিং পালয়তীতি পালি-অণ্। রাজা।

ভূমিপাল, উমাঙ্গাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। বিহার-প্রদেশের উমগা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভূমিপালক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০৩১।২১)

ভূমিপাশ (পুং) বৃক্ষভেদ।

ভূমিপিশাচ (পুং) ভূমৌ পিশাচ ইব, তদ্বদাকৃতিমত্বাৎ। তালবৃক্ষ। (হারাবলী)

ভূমিপুত্র (পুং) ভূম্যাঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকাসুর। ৩ শ্যোণাকবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভূমিপুত্রী। ৪ সীতা।

ভূমিপুরন্দর (পুং) ১ রাজা। ২ দিলীপের নামান্তর।

ভূমিপ্রবিভাগ (পুং) ভূম্যাঃ প্রবিভাগঃ। সুশ্রুতোক্ত ঔষধাঙ্গ ভূমিবিভাগ। কোন্ ভূমি হইতে কিরূপ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইবে, সুশ্রুতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

"অথাতো ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৩৭ অ০) [ভূমিশব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]

ভূমিভাগ (পুং) ভূম্যংশ, স্থান, জায়গা।

ভূমিভুজ (পুং) ভূমিং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। রাজা।

ভূমিভৃৎ (পুং) ভূমি-ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। ১ রাজা। ২ পর্ব্বত।

ভূমিভেদিন্ (ত্রি) ১ ভূমিভেদকারক। ২ ভূমি হইতে পৃথক্‌কারী।

ভূমিমণ্ড (পুং) ভূমিং মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মড়ি-অণ্। অষ্ট-পাদিকা লতা। চলিত—মদনলীলী বা হাপরমালী। (রত্নমালা)

চক্ষু উঠিলে বা কোন প্রকারে লাল হইলে হাপরমালীর ফুট দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ভূমিমণ্ডন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা০ ৩১।৩২)

ভূমিমণ্ডপভূষণা (স্ত্রী) ভূমিমণ্ডপং ভূষয়তীতি ভূষি-ল্যু-টাপ্। মাধবীলতা। (রাজনি০)

ভূমিমৎ (ত্রি) ভূমি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ভূমিযুক্ত, যাহার ভূমি আছে।

ভূমিমিত্র (পুং) মিত্রবংশীয় রাজভেদ।

ভূমিরক্ষক (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-ণ্বুল্, ভূমে রক্ষকঃ, গমন-কালে ভূমেরুপরি পাদাপ্রদানাৎ তথাত্বং। ১ বাতাশ্ব। (ভূরি-প্রয়োগ) ২ ভূমিরক্ষাকারী।

ভূমিযান, জম্বুদ্বীপান্তর্গত মধ্যদেশস্থিত দেশভেদ।(রোমকসিদ্ধান্ত)

ভূমিলগ্না (স্ত্রী) শুক্লগোকর্ণী, শুক্লাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি০) ২ ভূমিতে যাহা লাগিয়া থাকে।

ভূমিলতা (স্ত্রী) ১ শঙ্খপুষ্পীলতা। (বৈদ্যকনি০) ২ কিঞ্চুলুকা, চলিত কেঁচো। (ভৈষজ্যরত্না০)

ভূমিলবণ (ক্লী) মৃত্তিকালবণ, চলিত সোরা। (বৈদ্যকনি০)

ভূমিলাভ (পুং) ভূমের্লাভোঽত্র। ১ মৃত্যু। (ভূরিপ্র০) ২ ভূমিপ্রাপ্তি, ভূমির লাভ।

ভূমিলেপন (ক্লী) ভূমির্লিপ্যতেঽনেনেতি লিপ-ল্যুট্। ১ গোময়। (হেম) ২ ভূমির লেপন।

ভূমিরুহ (পুং) ভূমি-রুহ-ক। বৃক্ষ।

ভূমিলোক (পুং) পৃথিবীলোক।

ভূমিবর্দ্ধন (পুং ক্লী) ভূমিবর্দ্ধ্যতেঽনেনেতি বৃধ-ণিচ্-ল্যুট্। স্বীয় পার্থিবাংশপ্রদানেন ভূমের্বর্দ্ধনাদস্য তথাত্বং। মৃত্তিকা-বর্দ্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া।

ভূমিবল্লী (স্ত্রী) মার্কণ্ডিকা লতা, চলিত ভুঁই-আমলা, কাক-রোল বিশেষ। (ভাবপ্র০)

ভূমিশয় (পুং) ভূমৌ শেতে শী-অচ্। ১ বালক। (ত্রি) ২ ভূমি শয়ানমাত্র। ৩ বনচটক, চলিত ছাতার। (রাজনি০)

ভূমিশয্যা (স্ত্রী) ভূমিরেব শয্যা। ভূমিরূপশয্যা, মৃত্তিকাশয্যা।

ভূমিষ্ঠ (ত্রি) ভূমৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক, অম্বাদিত্বাৎ ষত্বং। ১ প্রণত। ২ ভূমিতে পতিত, ভূমিতে স্থিত। ৩ জাত, উৎপন্ন।

ভূমিসত্র (ক্লী) ভূমিদানরূপং সত্রং, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। ভূমিদানরূপ যজ্ঞ। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ইক্ষুভিঃ সহিতাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।

গোঽশ্ববাহনপূর্ণাং বা বাহুবীর্য্যাদুপার্জ্জিতাম্॥

নিধিগর্ভাং দদদ্‌ভূমিং সর্ব্বরত্নপরিচ্ছদাম্।

অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ ভূমিসত্রং হি তস্য তৎ॥"

(ভারত অনুশাসনপ০ ৬২ অ০)

বাহুবীর্য্য দ্বারা উপার্জ্জিতা শস্যশালিনী ভূমিদান করার নামই ভূমিসত্র। এই যজ্ঞকারীর অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে।

ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন।

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ,

বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা, এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল হইয়া থাকে। অনুশাসন পর্ব্বে ৬২ অধ্যায়ে ভূমিদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভূমিসম্পুট (পুং) শরাবাদি। (বৈদ্যকনি০)

ভূমিসম্ভবা (স্ত্রী) ভূমেঃ সম্ভব উৎপত্তির্যস্যাঃ। সীতা। (জটাধর)

ভূমিসব (পুং) ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞভেদ। (সাংখ্যা০ ব্রা০ ১৪।৭।৩।৩)

ভূমিসুত (পুং) ভূমেঃ সুতঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ভূমিসেন (পুং) দশম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু০ ৯৪অ০)

ভূমিস্তোম (পুং) একাহসাধ্য যজ্ঞভেদ। (আশ্ব০ গৃ০ ৯।৫)

ভূমিস্থ (পুং) ভূমিকীট।

ভূমিস্পৃশ্ (পুং) ভূমিং স্পৃশতীতি স্পৃশ্ (স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩।২।৫৮) ইতি ক্বিন্। ১ মানুষ। ২ বৈশ্য। (মেদিনী) ৩ চৌরবিশেষ। ৪ অন্ধ। ৫ খঞ্জ। (শব্দরত্না০)

ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বৌদ্ধযতিদিগের উপাসনার্থ আসনবিশেষ। ইহাকে বজ্রাসনও বলে।

ভূমিহার, বেহার প্রদেশবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা সাধারণে ভূঁইহার ব্রাহ্মণ বা বাভন নামে পরিচিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতিকে ভূম্যধিকারী দেখিয়া, বর্ত্তমান জাতিতত্ত্ব-বিশারদগণ কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বাভন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভূমিহারক, ব্রহ্মখণ্ড বর্ণিত জাতি বিশেষ। (ব্রহ্মখ০ ৩৩।২৮-২৭)

ভূমী (স্ত্রী) ভূমি পক্ষে ঙীষ্। ভূমি।

ভূমীন্দ্র (পুং) ভূম্যামিন্দ্র ইব, ভূমেঃ ইন্দ্র ঈশ্বরো বা। রাজা।

ভূমীরুহ (পুং) ভূম্যাং রোহতীতি রুহ-ক। বৃক্ষ।

"দীর্ঘান্তাপযুতা যথা বিরহিণী শ্বাসান্তথা বাসরা
যামিন্যশ্চপলা যথা কুলবধূদৃষ্টিঃ সারোষা প্রিয়ে।
ছায়া বাঞ্ছতমা নবোঢ়বনিতা বাণীব ভূমীরুহা
নিষ্পন্দাঃ সুচিরাদ্ যথা মিলিতয়োর্যূনো মিথো দৃষ্টয়ঃ॥"

(উদ্ভট)

ভূমীসহ (পুং) ভূমেঃ সহতে উৎসহতে উৎপদ্যতে ইতি সহ-অচ্। বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী ভূংরসহ। পর্য্যায়—দ্বারদাতু, বরদাতু, খরচ্ছদ। ইহার গুণ শীতল এবং রক্তপিত্তপ্রসাদন। (ভাবপ্র০)

ভূম্যনন্তর (পুং) ভূমেরনন্তরঃ। রাজশত্রু।

(কামন্দকী নীতি০ ৮।৫৯)

ভূম্য (ত্রি) ভূমিমর্হতি যৎ। ধরার্হ। (ঋক্ ৫।৪১।১০)

ভূম্যাঙ্গুল্য (ক্লী) স্বনামখ্যাতক্ষুপ। হিন্দী ভূঁইত খড়্। ইহার গুণ তিক্ত রস, জ্বর, কুষ্ঠ, আম ও সিধ্মহর। (রাজনি০)

ভূম্যামলকী (স্ত্রী) ভূমিলগ্না আমলকী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত ভুঁই আমলা, হিন্দী অরুনেলী। পর্য্যায়—বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, সূক্ষ্মফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুন্নক, ঝটা, অমলা, অজ্ঝটা, তালী, শিবা, ঝাটা, মলা, ঝাটামলা, অমলাজ্ঝটা, ভূম্যামলকিকা, শিবামলকী, বহুপুত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা, ভূধাত্রী। (অমর প্রভৃতি) ইহার গুণ—বাতকারক, তিক্ত, কষায়, মধুর, হিম, পিপাসা, কাস, পিত্ত, অসৃক্, কফ, পাণ্ডু ও ক্ষতনাশক। (ভাবপ্র০)

রাজনির্ঘণ্ট মতে পর্য্যায়—তমালী, তালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, ভূধাত্রী, চারটী, বৃষ্যা, বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্যা, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়া, অজ্ঝটা, বীরা। ইহার গুণ—কষায়, অম্ল, পিত্ত, মেহ ও দাহ-নাশক, শীতল, এবং মূত্ররোধনাশক। (রাজনি০)

স্বনামখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিশেষ (Flacourtia Cataphracta) বঙ্গ, আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই ও পশ্চিমঘাটের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই উদ্ভিদ্ জন্মিতে দেখা যায়। অনেক স্থানে ইহার চাসও হইয়া থাকে, স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী-তালিশপত্রী, পাণি-আমলক, পাণি-আম্‌লা, বাঙ্গালা—পাণি-য়ালা; বোম্বাই—জঙ্গম, তাম্বঠ, জগ্‌গম; মহারাষ্ট্র—তম্বৎ, গুর্জ্জর—তালিশপত্র, তামিল ও তেলগু—তালীশপত্রী, ব্রহ্ম—নয়ন্বেড়, আরব্য—জর্ণব, পারস্য—তালিশ পতর।

ইহার পত্র ও কচি ডগার আস্বাদ অনেকটা রেউচিনির ন্যায় ধারক ও উদরাময়নাশক। অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য ও যক্ষ্মাকাস রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার ছাল সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে স্বরভঙ্গদোষ নষ্ট হয়। পিত্তঘটিত জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দীর্ঘস্থায়ী কাসরোগে ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহার ফল কুলের ন্যায়, কিন্তু বেগুণী বর্ণের। বর্ষার সময় উহা বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। এই ফলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়।

ভূম্যামলী (স্ত্রী) ভূম্যা আমলতে আত্মানং ধারয়তীতি আ-মল-অচ্, ঙীষ্। ভূম্যামলকী।

ভূম্যাহুলী (স্ত্রী) অপরাজিতা লতা। (রাজনি০)

ভূম্যাহুল্য (ক্লী) ভূমিমাহোলতি আচ্ছাদয়তীতি আ-হল-ক, ততো যৎ। ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায়—কুণ্ঠকেতু, মার্কণ্ডীয়, মহৌষধ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, জ্বর, কুষ্ঠ ও আমনাশক। (রাজনি০) ইহার ভূম্যাঙ্গুল্য নামও পাওয়া যায়।

ভূম্যুদরাশ্রয়া (স্ত্রী) মূষিককর্ণী লতা, চলিত মুষাকাণী লতা।

ভূয়স্, চালুক্যবংশীয় জনৈক প্রাচীন নরপতি। কান্যকুব্জের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চনকটকপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভূয়স্ (অব্য০) ভুবে ভাবায় যস্যতি যততে ইতি ভূ-যস্-ক্বিপ্। পুনরর্থ। "যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বরঃ।
তৎ সর্ব্বং ত্বং নমস্তভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥"
(বিষ্ণুপু০ ২।৪।২৪)

ভূয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বহুরিতি বহু (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ইতি ঈয়সুন্। বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ। পা ৬।৪।১৫৮) ইতীয়সুন্ ঈলোপঃ ভূরাদেশশ্চ। বহুতর।
"পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।" (মনু ২।১৩৭)

ভূয়শস্ (অব্য০) ভূয়স্ বীপ্সার্থে শস্, সলোপঃ। বহুশঃ, বহুপ্রকার।

ভূয়স্কর (ত্রি) ভূয়ো বহুতরং করোতি কৃ-অণ্। বহুতরকারক।
"বহুকার শ্রেয়স্কর ভূয়স্কর ইন্দ্রস্য" (শুক্ল যজু০ ১০।২৮)

ভূয়স্কৃৎ (ত্রি) ভূয়ো বহুবারং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। পুনঃ পুনঃ কারক।

ভূয়স্তরাম্ (অব্য০) অতিশয় বার বার।

ভূয়স্ত্ব (ক্লী) ভূয়ো ভাবঃ ত্ব। পুনঃপুনত্ব, বহুর ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূয়স্বিন্ (ত্রি) পৌনপুন্যবিশিষ্ট।

ভূয়িষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বহুরিতি বহু-ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠস্য যিট্ চ। পা ৬।৪।১৫৯) ইতি যিড়াগমো বহোঃ স্থানে ভূরাদেশশ্চ। বহুতর, প্রচুর।
"ইন্দ্রস্য বাহোর্ভূয়িষ্ঠমেজিঃ" (ঋক্ ৮।৮৫।৩)

ভূয়িষ্ঠভাজ্ (ত্রি) ভূয়িষ্ঠং ভজতে ভজ্-ণ্বি। প্রচুর ভজনাকারী। "বায়ুর্বৈ নোঽস্য যজ্ঞস্য ভূয়িষ্ঠভাক্"(শত০ব্রা০ ৪।১।৩।১১)

ভূয়িষ্ঠশস্ (অব্য০) বহুবারে।

ভূযুক্তা স্ত্রী) ভুবা যুক্তা। ভূমিখর্জ্জুরী। (রাজনি০)

ভূর্ (অব্য০) ভূ-রুক্। অন্তরীক্ষ লোক হইতে অধঃস্থিত চরণসঞ্চারযোগ্য স্থান, লোক। "ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ" (হোমপদ্ধতি)

ভূর্ (দেশজ) প্রচুর। যথা—'গন্ধ ভূর ভূর কচ্ছে'।

ভূর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৭৬ বর্গ মাইল। এখানকার চৌকানদীতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিত্যকার ন্যায় উচ্চ। ইহার উপরিভাগে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। আম্র, পিয়ারা, কুল প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ষ্যফলের কানন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা ও প্রচুর শস্যশালী। এতদ্ভিন্ন এখানকার গণিয়ার নামক নিম্ন সমতলক্ষেত্রেও বিস্তৃত চাসবাস আছে। শরৎকালের বৃষ্টিতে নদীবন্যায় এই স্থান ভাসিয়া যায় এবং তজ্জনিত পলি দ্বারা ইহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পরগণার অন্তর্গত আলীগঞ্জ, শাহপুর, বড়িয়া খেরা ও জগদীশপুর গ্রামে বহুসংখ্যক দুর্গ, পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহাকে বেণরাজার কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। নিকটবর্ত্তী শালবনে ও উল্ নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি বা স্তূপ এবং স্থানে স্থানে বৃহদাকার ইন্দারা সমূহ দেখিয়া অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে এই স্থান জনতাপূর্ণ ছিল। উক্ত স্তূপ সমূহের মধ্যে কএকটী বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

ভূরথ, সহ্যাদ্রি বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৩।৪৮)

ভূরাগড়, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ। বান্দানগরের ১ মাইল পশ্চিমে ভরেণ্ডী গ্রামের পার্শ্বদেশে কেন নদীতীরে স্থাপিত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জৈৎপুররাজ গুমান সিংহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও গ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

ভূরতি (পুং) কুশাশ্বপুত্রভেদ।

ভূরি (ক্লী) ভবতি ভূয়তে বেতি ভূ- (অদিশদিভূশুভিভ্যঃ। উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিন্। ১ স্বর্ণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ ব্রহ্মা। ৪ শিব। (মেদিনী) ৫ বাসব। (শব্দরত্না০) ৬ সোমদত্তের পুত্রভেদ।
"কৌরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ।
সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরি র্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ॥" (ভারত ১।১৮৭।১৪)
(ত্রি) ৭ প্রচুর। (পুং) ৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা।
(সহ্যা০ ৩৩।২৫)

ভূরিকর্ম্মন্ (ত্রি) ভূরি প্রচুরং কর্ম্ম যস্য। প্রচুর কর্ম্মযুক্ত।
"কৃষ্ণাবভূতস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে।
বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদর্হিষি তর্পিতাঃ॥"(ভাগ০৪।১৯।৪০)

ভূরিগন্ধা (স্ত্রী) ভূরি প্রচুরো গন্ধোঽস্যাঃ, ততষ্টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। (রাজনি০) (ত্রি) ২ গন্ধাঢ্যা।

ভূরিগম (পুং) ভূরিভির্ভারৈ র্গচ্ছতীতি ভূরি-গম (গ্রহ-বৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। গর্দ্দভ।

ভূরিজ্ (স্ত্রী) ভরতি সর্ব্বং ধরতীতি ভৃঞ্ (ভৃঞ উচ্চ। উণ্ ২।৭২) ইতি ইজি, সচ কিৎ, ধাতোরুকারান্তাদেশশ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পৃথিবী।

ভূরিজ (ত্রি) ভূরি-জন-ড। এককালে বহুজাত।

ভূরিজন্মন্ (ত্রি) ভূরি জন্ম যস্য। বহুজনন, বহুবিধজনন।
"ভূরিজন্মা বিচষ্টে" (ঋক্-১০।৫।১)' ভূরিজন্মা বহুবিধজনঃ' (সায়ণ)

ভূরিজ্যেষ্ঠ (পুং) বিচক্ষুর পুত্র চন্দ্রবংশীয় নৃপতিভেদ। (মৎস্যপু° ৪৯ অঃ)

ভূরিতা (স্ত্রী) ভূরি-ভাবে তল্-টাপ্। ভূরিত্ব, প্রচুরের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রভূতত্ব। "ছিদ্রেষ্বনর্থা যান্তি ভূরিতাম্" (কথাসরিৎসা° ২৮।১৪১)

ভূরিতেজস্ (ত্রি) ভূরি প্রভূতং তেজো যস্য। অতিশয় তেজস্বী। "এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।" (মনু ১।৩৬) (পুং) ২ সুবর্ণ। (রাজনি°)

ভূরিদ (ত্রি) ভূরি দদাতীতি দা-ক। প্রভূতদানকারী।
"বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ।
সপালাহ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ॥"(ভাগ°৬।১৩।১)

ভূরিদক্ষিণ (ত্রি) ভূরির্দ্দক্ষিণা যস্য। বহুতর দক্ষিণাদানযুক্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৬)

ভূরিদা (স্ত্রী) বড় দাতা।

ভূরিদাত্র (ত্রি) বহুবিধ আয়ুধযুক্ত।
"বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে" (ঋক্ ৩।৩৪।১)
'ভূরিদাত্রঃ দায়তে লূয়তেঽনেন শত্রুশির ইতি দাত্রমায়ুধং বহুবিধায়ুধোপেতঃ' (সায়ণ)

ভূরিদাবন্ (পুং) ভূরি দদাতি যো ভূরি দা-বনিপ্। প্রচুরদাতা, যিনি অতিশয় দান করেন। (ঋক্ ২।২৭।১৭)

ভূরিদুগ্ধা (স্ত্রী) ভূরীণি দুগ্ধানি যস্য নির্যাসা যস্যাঃ। বৃশ্চিকালী। (রাজনি°)

ভূরিদ্যুম্ন (পুং) ভূরি দ্যুম্নং যস্য। নবম মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭অ°) ইহার পাঠান্তর 'ভূদ্যুরিম্ন' এই পাঠ প্রামাদিক।

ভূরিধন (ত্রি) ভূরি প্রভূতং ধনং যস্য। প্রভূত ধনযুক্ত।

ভূরিধামন্ (পুং) নবম মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭অ°) (ত্রি) ভূরিধাম যস্য। ২ প্রভূত তেজোযুক্ত।

ভূরিধায়স (ত্রি) বহুকার্য্যের কর্ত্তা।
"স্থবি ধর্ণসিংভূরিধায়ংস" (ঋক্ ৯।২৬।৩)
'ভূরিধায়সং বহূনাং কর্ত্তারং' (সায়ণ)

ভূরিধার (ত্রি) বহুধার। "ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং" (ঋক্৬।৭০।২) 'ভূরিধারে, বহুধারে দিবো বৃষ্টিধারাঃ, পৃথিব্যাশ্চলত্যুদ্ভূত রসধারা এবমুভয়োরপি বহুধাত্বম্' (সায়ণ)

ভূরিপত্র (পুং) ভূরীণি পত্রাণি যস্য। উষরতৃণ। (রাজনি°)

ভূরিপলিতদা (স্ত্রী) ভূরি পলিতং কেশপাকং দায়তি শোধয়তি ইতি দৈপ্-ক, টাপ্। পাণ্ডুরফলী। (রাজনি°)

ভূরিপানি (ত্রি) বহু হস্তযুক্ত।

ভূরিপাশ (ত্রি) প্রভূতবন্ধনসাধনপাশোপেত মিত্রাবরুণ, মিত্রাবরুণ দ্বিবচনান্ত বলিয়া এই শব্দও দ্বিবচনান্ত। "তং ভূরিপাশ বনৃতস্য সেতূ" (ঋক্ ৭।৬৫।৩) 'তৌ মিত্রাবরুণৌ ভূরিপাশৌ প্রভূতবন্ধনসাধনপাশপেতৌ' (সায়ণ)

ভূরিপুষ্পা (স্ত্রী) ভূরীণি পুষ্পাণ্যস্যাঃ। শতপুষ্পা। (রাজনি°)

ভূরিপোষিন্ (ত্রি) ভূরি-পুষ-ণিনি। বহুপালক। "তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো" (ঋক্ ৩।২।৯) 'ভূরিপোষিণঃ বহূনাং পোষয়িতুঃ পালয়িতুঃ' (সায়ণ)

ভূরিপ্রয়োগ (পুং) পদ্মনাভদত্তরচিত একখানি সংস্কৃত অভিধান।

ভূরিপ্রেমন্ (পুং) ভূরিঃ প্রেমা যস্য প্রেয়স্ত্বং যস্য। চক্রবাক।

ভূরিফলী (স্ত্রী) পাণ্ডুরফলী। (রাজনি°)

ভূরিফেনা (স্ত্রী) ভূরয়ঃ ফেনা যস্যাঃ। ১সপ্তলাবৃক্ষ, চলিত চামারকসা। চর্ম্মকষা। (রত্নমা°) ২ সাতবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূরিবলা (স্ত্রী) ভূরি বলং যস্যাঃ। ১ অতিবলা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রচুর বলযুক্ত। (পুং) ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত শল্যপ° ২৭ অ°)

ভূরিভার (ত্রি) ভূরিঃ ভারো যস্য। প্রভূত ভারযুক্ত।
"তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১৩)
'চক্রস্য মধ্যে বর্ত্তমানোঽক্ষঃ ভূরিভারঃ সকলভুবনবহনেন প্রভূতভারোঽপি ন তপ্যতে' (সায়ণ)

ভূরিভট্ট, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্ম্মগুরু, ইনি মাধবভট্টের গুরু ও শ্রবণভট্টের শিষ্য ছিলেন।

ভূরিমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্বেততুলসী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ভূরিমল্লী (স্ত্রী) ভূরি মল্লতে ইতি মল্ল-অচ্, ঙীষ্। অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

ভূরিমায় (পুং স্ত্রী) ভূরী মায়া যস্য। শৃগাল। স্ত্রিয়াং টাপ্। (ত্রি) ২ প্রভূত মায়াবী।

ভূরিমূল (ত্রি) বহু মূলযুক্ত। [ভূরিমূলিকা দেখ।]

ভূরিমূলিকা (স্ত্রী) ভূরীণি মূলানি যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। অম্বষ্ঠা। (নৈঘণ্টপ্র°)

ভূরিরস (পুং) ভূরী রসঃ যস্য। ১ ইক্ষু বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ প্রভূতরসযুক্ত।

ভূরিরেতস্ (ত্রি) ভূরি প্রভূতং রেতঃ যস্য। বহুরেতস্ক, অতিশয় রেতোযুক্ত। "দ্যাবা পৃথিবী ভূরিরেতসা "(ঋক্ ৩।৩।১১) 'ভূরিরেতসা বহুরেতস্কৌ' (সায়ণ)

ভূরিলগ্না (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

ভূরিবর্পস্ (ত্রি) বহুবিধ রূপযুক্ত, পার্থিব বৈদ্যুতাদি বহুবিধ রূপযুক্ত। "ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো মন্দতে" (ঋক্ ৩।৩।৪) 'ভূরিবর্পসা পার্থিববৈদ্যুতাদি বহুবিধরূপেণ' (সায়ণ)

ভূরিবীর্য্য, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি খণ্ড ৩৩।১৭৪)

ভূরিশস্ (অব্য৽) ভূরীণি ইতি বীপ্সায়াং শস্, বা ভূরি-চশস্। বহুশঃ, ভূরি ভূরি, বহুবার।

"বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ॥"

(মহানির্ব্বাণত৽ ১।৫২)

ভূরিশৃঙ্গ (ত্রি) ১ অত্যন্তোন্নত্যুপেত। ২ বহু কর্ত্তৃক আশ্রয়নীয়।

"যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ' (ঋক্ ১।১৫৪।৬) 'ভূরিশৃঙ্গা অত্যন্তোন্নত্যুপেতা বহুভিরাশ্রয়নীয়া বা' (সায়ণ)

ভূরিশ্রবস্ (পুং) ভূরি শ্রবো যজ্ঞাদিজনিতং যশো যস্য। চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র।

"সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ।"(ভারত ১।১৮৭।১৪)

ভারতযুদ্ধে ইনি অর্জ্জুন ও সাত্যকিহস্তে নিহত হন। (ত্রি) ২ বহুযশোবিশিষ্ট।

ভূরিশ্রবা, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা৽ ৩৩।২৬)

ভূরিশ্রেষ্ঠিক (পুং) ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠিনো যত্র। গৌড়দেশস্থিত পুরভেদ, চলিত ভুরস্থট্। এই স্থলে বহুতর শ্রেষ্ঠী বাস করায় এই নাম হইয়াছে।

"গৌড়ে রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"(প্রবোধচ৽)

ভূরিষেণ (পুং) মনুভেদ।

"সৌভর্য্যতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদঃ

সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।" (ভাগ৽ ২।৭।৪৪)

ভূরিসেন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা৽ ৩৩।১৭)

ভূরিসাহ্ (ত্রি) ভূরি-সহ-ণ্বি। প্রভূত ভারবহনকারী।

"ভূরিষাড়যোজিমহঃ পুরূণি" (ঋক্ ৯।৮৮।২)

'ভূরিষাট্ ভূরিভারস্য সোঢ়া' (সায়ণ) 'ষাঢ়' রূপ হইলে ষত্ব হইবে, সাহ্‌রূপের ষত্ব হয় না, এইজন্য 'ভূরিসাহ্' স্থলে ষত্ব হইল না।

ভূরিস্থাত্র (ত্রি) বহুভাবে অর্থাৎ প্রপঞ্চাত্মরূপে অবতিষ্ঠমান। "ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যা বেশয়ন্তীং" (ঋক্ ১০।১২৫।৩) 'ভূরিস্থাত্রং বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং' (সায়ণ)

ভূরিহন্ (ত্রি) ভূরীন্ হন্তি হন-কিপ্। ১ বহুতর নাশক। (পুং) ২ অসুরভেদ। (ভারত শান্তিপ৽ ২২৭ অ৽)

ভূরুণ্ডী (স্ত্রী) ভুবং পৃথিবীং রুণদ্ধি ভুবি রোহতীতি বা ভূ-রুধ বা রুহ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারডকারৌ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শ্রীহস্তিনীবৃক্ষ, হস্তিশুণ্ডিবৃক্ষ, চলিত হাতিশুঁড়া। চক্ষুর অসুখ হইলে বা চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার কুট দিলে অচিরে উপকার হয়। (অমর) সর্ব্বানন্দ ইহার পাঠ 'ভূরণ্ডী' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২ মহাকরঞ্জ। ৩ আদিত্যভক্তা। (বৈদ্যকনি৽)

ভূরুহ (পুং) ভুবি রোহতি প্রাদুর্ভবতীতি ভূ-রুহ-ক। ১ বৃক্ষ, মহীরুহ। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ৩ শালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৽)

ভূরুহা (স্ত্রী) ১ মাংসরোহিণী। ২ দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি৽)

ভূরোহ (পুং) কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো। (ভৈষজ্যরত্না৽)

ভূর্ (দেশজ) ১ গর্ব্ব, অহঙ্কার, জাঁক, বড়াই।

ভূর্জ (পুং) উর্জ ঘঞ্, ভূঃ উর্জো বলং যস্য, ভুবি উর্জ্জয়তে ইতি ভূ-উর্জ্জ্-অচ্ বা। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী—ভূজপত্র, বম্বে—ভূর্জ্জপত্র, চলিত ভুজ্জিপত্র বা ভোজপত্র। সংস্কৃত পর্য্যায়—বল্কদ্রুম, ভূর্জ, সুচর্ম্মা, ভূর্জপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুমত্র, শৈলেন্দ্রস্থ। (রাজনি৽)

ভূর্জপত্রক, চর্ম্মী, বহুলবল্কল, (ভাবপ্র৽) ছত্রপত্র, শিব, স্থিরচ্ছদ, (রত্নমালা) মৃদুত্বক্, পত্রপুষ্পক, (ভরতধৃত মধু) ভুজ, বহুপাঠ, বহুত্বক্, মৃদুত্বচ্। (ভরতধৃত স্বামী)

ইহার গুণ—বলকারক, কফরক্তনাশক,। (রাজব৽) কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন, পথ্য। (রাজনি৽) কর্ণরোগ, পিত্ত, রাক্ষস, মেদ ও বিষনাশক। (ভাবপ্র৽)

তন্ত্রোক্ত যন্ত্র ও কবচাদি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিতে হয়। কবচ লিখিবার সময় বাণ বাদ দিয়া লেখা আবশ্যক, ভূর্জ্জপত্রের মধ্যে যে সকল রেখা আছে, তাহাকে বাণ কহে। এই বাণের উপর লিখিয়া ধারণ করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। কিন্তু যন্ত্র লিখিবার স্থলে বাণ বাদ দেওয়া চলে না।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০০ ফিট্ উচ্চে সমুচ্চ হিমালয় শৈলমালায় এই ভূর্জ্জ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই গাছ বেশী বড় হয় না। এক বর্ষের অধিক কাল বাঁচে না।

এই গাছের বল্কলই 'ভূর্জ্জপত্র' নামে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ধর্ম্মগ্রন্থ ও মন্ত্রকবচাদি লিখিবার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ভূর্জ্জবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ বল্কল হইতেই লেখ্যোপযোগী ভূর্জ্জপত্র পাওয়া যায়। কাশ্মীরে তাহাই এখনকার মত পুস্তকাকারে সাজাইয়া প্রাচীন পুথি প্রস্তুত হইত। সুশ্রুতের বৈদ্যকগ্রন্থে, কালিদাসের নাটকে ও বরাহমিহিরের জ্যোতিগ্রন্থে এই ভূর্জ্জপত্রের উল্লেখ আছে। এদেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, লিপিসৃষ্টির সঙ্গে আর্য্যগণ এই ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে শিখিয়াছেন। এখনও কাশ্মীর ও হিমালয়প্রদেশের নানাস্থানে দোকানদারেরা এই ভূর্জ্জপত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কাগজ ব্যবহার করে না। তাহাদের বিশ্বাস যে কাগজ অপেক্ষা ভূর্জ্জপত্র অধিক দিন স্থায়ী। লেখ্যকার্য্য ভিন্ন এই পত্রে বৃষ্টিনিবারণের জন্য গৃহের চালের ছাউনি, কোন জিনিস বাঁধিবার

মোড়ক ও হুকার কোমল নল তৈয়ার হইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার আছে। তবে কাশ্মীর ও হিমালয় প্রদেশেই কিছু বেশী। এখনও কাশ্মীরের বাজারে প্রত্যহ ১৫।১৬ নৌকা বোঝাই ভূর্জ্জপত্র আসিয়া থাকে। বড় বড় পাতায় ছাতা প্রস্তুত হয়।

অকবর বাদশাহের যত্নে সর্ব্বত্র কাগজ প্রচলিত হয়। তদবধি ভূর্জ্জপত্রের পূর্ব্বাদর ও বহু ব্যবহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ভূর্জ্জপত্র অতি পবিত্র ভাবিয়া হিমালয়বাসী হিন্দুগণ শবদাহকালে এই পত্র শবাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থদর্শনে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে এই ভূর্জ্জপত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেবদর্শনে গিয়া থাকে। ইহার কাঁচা বল্কল বেশ সদ্গন্ধযুক্ত ও পচননিবারক। বিষক্ষতে ইহার নির্য্যাস বড় উপকারী। পাতার কাথ বাতঘ্ন ও হিষ্টিরিয়ারোগে ফলদায়ক। গাছের পাতা গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্য।

ভূর্জ্জকণ্টক (পুং) বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ।

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।"(মনু১০।২১)

ব্রাত্যব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা ভূর্জ্জকণ্টক নামে খ্যাত। এই জাতি দেশবিশেষে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ এই চারিটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জাতি অতিশয় পাপকারী।

ভূর্জ্জগ্রন্থি (পুং) ভূর্জ্জস্য গ্রন্থিঃ ৬তৎ। ১ তদ্বৃক্ষগ্রন্থি। ২ ব্রণদাহ বিশেষ। ভগ্নস্থানে ভূর্জ্জগ্রন্থি বাঁধিতে হয়। (চরক সূত্র০ ৩অ০)

ভূর্জ্জপত্র (পুং) ভুবি উর্জ্জস্বলেভ্যঃ উপদেবজাতিভ্যঃ পত্রাণ্যস্য। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। ২ ভূর্জ্জবৃক্ষের ত্বচ্।

ভূর্জ্জপত্রক (পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ। (রাজনি০) ভূর্জ্জ পত্র স্বার্থে কন্। ২ ভূর্জ্জপত্রশব্দার্থ।

ভূর্ণি (স্ত্রী) বিভর্ত্তি সর্ব্বমিতি ভৃ-(ঘৃণি পৃশ্নি পার্ষ্ণি চূর্ণিঃ ভূর্ণিঃ। উণ্ ৪।৫২) ইতি নি, নিপাতনাদুত্বঞ্চ। ১ পৃথিবী। ২ মরুভূমি। (উজ্জ্বল) ৩ জগতের ভর্ত্তা। "পশুর্ণভূর্ণির্যবসে স ভবান্" (ঋক্ ৭।৮৭।২) 'ভূর্ণির্জগতো ভর্ত্তা' (সায়ণ)

ভূর্ভুব (পুং) ১ ব্যাহৃতিভেদ। ২ ব্রহ্মার মানস পুত্রভেদ।

ভূর্ভুবকর (পুং) কুক্কুর।

ভূর্ভুবতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (স্কন্দপু০ শ্রীমালমাহাত্ম্য)

ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) ভৃগুকচ্ছের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

ভূর্য্যক্ষ (ত্রি) ১ প্রভূত চক্ষুবিশিষ্ট। (সূর্য্য) ২ অতি তেজস্বী। "অদব্ধাসো দিপ্সন্তো ভূর্য্যক্ষাঃ" (ঋক্ ২।২৭।৩) 'ভূর্য্যক্ষাঃ ভূরীণি বহুনাতীতি চক্ষূংষি যেষাং তে তথোক্তাঃ, বহুতেজসো বা, বহুব্রীহৌ 'সকৃথ্যক্ষোরিতি' ষচ্ সমাসান্তঃ এবম্ভূতো আদিত্যাঃ' (সায়ণ)

ভূর্য্যোজস্ (ত্রি) বহুবল, অতিশয় বলযুক্ত। "বাব্ধানঃ শবসা ভূর্য্যোজাঃ" (ঋক্ ২।১২০।২) 'ভূর্য্যোজা অতিবলঃ' (সায়ণ)

ভূর্লোক (পুং) ভূঃ সংজ্ঞকো লোকঃ, শাকপাথিবাদিবৎ সমাসঃ। অন্তরীক্ষ হইতে অধোলোক, মর্ত্ত্যলোক।

"পাদগম্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ বস্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥"
(বিষ্ণুপু০ ২।৫ অ০)

যতদুর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদসঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু থাকে, ততদুর পর্য্যন্তই ভূর্লোক। চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণে যতদুর আলোকিত হয় এবং সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বতসমবেত স্থানই ভূর্লোক নামে খ্যাত। ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডল একই প্রকার।

[পৃথিবী, ভূগোল ও ভুবনকোষ দেখ]

ভূলগ্না (স্ত্রী) ভুবি লগ্না। শঙ্খপুষ্পী। (রাজনি০)

ভূলতা (স্ত্রী) ভুবি লতা ইব। কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো। (হেম)

ভূলিঙ্গ (ক্লী) শাম্বের জনপদভেদ। (মহাভারত)

ভূলিঙ্গশকুনি (পুং) ভূলিঙ্গঃ শকুনিঃ। বিলশায়ি পক্ষিভেদ।

"অথ চৈষা নতে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি ভারত।
ময়ৈব কথিতং পূর্ব্বং ভূলিঙ্গশকুনির্যথা ॥"
(ভারত সভাপ০ ৪১ অ০)

ভূলোক (পুং) পৃথিবীলোক, ভূর্লোক।

ভূলোকমল্ল, জনৈক রাজা।

ভূল্লেখিন্ (ত্রি) ভূ-উৎ-লিখ-ণিনি। যে সকল পক্ষী মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণ করে।

ভূবদরী (স্ত্রী) ভূলগ্না বদরী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুদ্রকোলী। হিন্দী ঝড়বের। পর্য্যায় ক্ষিতিবদরী, বল্লীবদরী, বদরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী, বদরীফলী, সূক্ষ্মবদরী। ইহার গুণ—মধুরাম্ল, কফ ও বাতবিকারহারক, পথ্য, দীপন, পাচন, কিঞ্চিৎ পিত্তাস্রকারক এবং রুচিকর। (রাজনি০)

ভূবলদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে বারাণসীর অন্তর্গত বল্দী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভূবলয় (ক্লী) ভূর্বলয়মিব। ভূমিপরিধি।

ভূবল্লভ (পুং) রাজা, ভূপতি।

ভূবশঙ্কর, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৪।২৫)

ভূবাক্, এক গৃহ্যকারিকাপ্রণেতা। বিশাখ ভট্টের পুত্র।

ভূবায়ু, পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তর ভেদ (Atmosphere)। [পৃথিবী ও বায়ু শব্দ দেখ।]

ভূবিদ্যা, ভূতত্ব, ভূদর্শন (Geology)। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরসংস্পৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের যাবতীয় তত্ব জানিতে পারা যায়।

আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পরিবর্ত্তনময়ী পরিদৃশ্যমানা বসুন্ধরার তত্ব নিরূপণ করাই ভূতত্বের উদ্দেশ্য। পৌরাণিক কল্পনায় পৃথিবী মধুকৈটভদৈত্যের মেদে উৎপন্ন বলিয়া ধরিত্রীর অন্য নাম মেদিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই নদনদী-হ্রদ-সাগর-সমন্বিতা দেশ-মহাদেশ-প্রান্তর-অরণ্যপর্ব্বত-মণ্ডিতা সাগরাম্বরা বসুধার তাদৃশ পৌরাণিক কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর তত্ব-আলোচনা করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ভূবিদ্যা-নামে খ্যাত। সুতরাং ভূবিদ্যা-বিষয়ক শাস্ত্র আধুনিক ও পাশ্চাত্য গবেষণামূলক।

প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান বিশাল নিসর্গরাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করাই পার্থিববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পার্থিব বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) বিবিধ বিজ্ঞানে বিভক্ত। ভূ-তত্ব বা ভূবিদ্যা (অর্থাৎ পৃথিবীর অতীত যুগের স্তরাবলী ও তন্নিহিত প্রস্তরীভূত জীবোদ্ভিজ্জের প্রকৃতি ও কালনিরূপণ দ্বারা বর্ত্তমান যুগের ক্রমোন্নতিনির্ণয়) ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও রসায়ন। ইহার প্রত্যেক বিজ্ঞানই পৃথিবীসংক্রান্ত এক এক প্রাকৃতিক বিভাগের গবেষণায় নিবদ্ধ।

যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরাবলীতে ও বিভিন্ন ধাতুতে পৃথিবী গঠিত, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়, প্রকৃতি ও গঠন-পর্য্যালোচনা, এবং যে শক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসমুদায় নির্দ্ধারণ করাই ভূবিদ্যার উদ্দেশ্য।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বিশাল দেহে যুগে যুগে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আজিও তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা পৃথিবীর অতীত জীবনের বিবরণসমূহ সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবগণ সেদিনকার সৃষ্টি। কিন্তু সেই সেদিনকার সৃষ্ট মানবজাতির তত্বনিরূপণে, মনুষ্যের বয়সনির্দ্ধারণে কোন মানবতত্ববিৎ (Anthropologist) আজিও সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিবিধ ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করা বৃদ্ধ বয়সে জাত মানব সন্তানের পক্ষে বড়ই দুরূহ। কিন্তু বসুধাবক্ষোবিহারী মানবশিশু জননীর বয়স ঠিক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবই ধরিত্রীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও মানবই বিশ্বসৃষ্টির গরিষ্ঠ জীব। [সৃষ্টি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পৌরাণিক প্রাণিসৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কশ্যপের পত্নীগণের গর্ভে দৈত্য, আদিত্য, দানব, মানব, পক্ষী, সর্পাদি জীব সমকালেই জন্মিয়াছিল। সে হিসাবে মানব তির্য্যগ্‌জাতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সমকালিক। কিন্তু পাশ্চাত্য ভূবিৎ পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়িতরূপে বলিতেছেন যে, সরীসৃপাদি মনুষ্য অপেক্ষা এত বয়োজ্যেষ্ঠ, যে তাহা অঙ্কপাত দ্বারা নির্ণয় করাও দুর্ঘট। ভূতাত্বিক পণ্ডিতগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম শৈলস্তরে প্রস্তরীভূত অতিকায় সরীসৃপাদির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন।

পৌরাণিক কল্পনায় দেখা যায়, ভগবান্ যুগে যুগে অবতার হইয়াছেন। কারণবারির অতল জলধিতলে প্রথম অবতার মৎস্য, তৎপর কূর্ম্ম ও বরাহ প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর পুরাকালিক ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডপ্রলয়রূপ ভূবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই সমস্ত ভূবিপ্লবে পৃথিবী যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূমণ্ডলের মানচিত্র আমরা এখন যে জল ও স্থলসন্নিবেশ দেখিতেছি, ইহা অধিক দিনের নহে। আজি যেখানে অভ্রভেদী গিরিরাজ হিমাচল সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সেখানে একদিন অতলস্পর্শ বিশাল বারিধির তরঙ্গহিল্লোল ফেনিল কলেবরে চন্দ্রসূর্য্যের বিরাট দর্পণস্বরূপ ছিল। যেথানে আজি কৃশানুকণকল্প স্তূপীকৃত বালুকারাশি সমীর তরঙ্গে ভৈরবক্রীড়া করিতে থাকে, সেই বিশাল সাহারার মরুস্থলী একদিন রত্নাকরের গভীর গর্ভে প্রোথিত ছিল। আজি যেখানে মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোলকোলাহল অর্ণবযাত্রিকের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত করিতেছে, সেখানে একদিন সুসজ্জিত চিত্তরঞ্জন পণ্যশ্রেণীপরিপূর্ণ পণ্যবীথিকা নগরবাসী সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিত।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, এতাদৃশ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ইতিহাসের অধিগম্যকালেও প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আজ দুই হাজার বৎসর হইল, হার্কিউলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামে দুই জনাকীর্ণ সুরম্য নগরী নেপল্‌সের ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূগর্ভ খনন করিয়া উক্ত নগরীদ্বয়ের অনেকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপে ভূপঞ্জর পরিচালনা দ্বারাও অনেকস্থলে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রবল ভূমিকম্পের পরে কিরূপ ভূভাগের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অচিরকালগত সেদিনকার ভূকম্পে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভূমিকম্পে অনেক স্থলে নদী ভিন্নমুখী হইয়া যায়, নগর বা জনপদ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, কোন স্থানের ভূভাগ উন্নত হইয়া উঠে, কোথাও বা প্রকাণ্ড হ্রদের উৎপত্তি হয়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কার্য্য ভিন্ন বৃষ্টিপাত, জলপ্লাবন, নদীর গতি-পরিবর্ত্তন ও শীতাতপ প্রভৃতি কারণে ভূপৃষ্ঠের প্রতিদিন কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান হুগলীর সান্নিধ্যে সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল, আজ অরণ্যাকীর্ণ। গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার কথা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যস্থ ব দ্বীপাকার ভূখণ্ড ভূবিৎপণ্ডিতগণের মতে অতিশয় আধুনিক। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে গভীর কূপখননকালে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে পর্ব্বত সকল উদ্ভূত হইয়াছে। [পর্ব্বত দেখ।] হিমালয় পর্ব্বতের বহুসহস্র ফিট্ উচ্চস্থানে অনেক জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সকল পরিদৃষ্ট হয়। শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীতে অতিকায় কূর্ম্মের স্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ সকল পর্ব্বতমালা এককালে সমুদ্রতরঙ্গে বিধৌত হইত, পরে ভূগর্ভস্থ শক্তিতে উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর যত পর্ব্বত আছে, সমস্তই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে উদ্ভূত। হিমালয় পর্ব্বত যে, সমুদ্রতরঙ্গে অবগাহন করিয়া বিরাজ করিত, তাহা কালিদাসের হিমালয়বর্ণনাপাঠে উপলব্ধি হয়, "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" অর্থাৎ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমতোয়নিধিতে অবগাহন করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় ইহা স্থির হইয়াছে, হিমালয় পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল এবং তাঁহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের পর্ব্বতসংস্থান দেখিয়া বলেন যে, প্রাচীন মহাদ্বীপের সকল পর্ব্বতই হিমালয়ের শাখাস্বরূপ, পশ্চিমে পর্ত্তুগালসীমান্ত পিরিনিজ শ্রেণী হইতে পূর্ব্বে অল্টাই শ্রেণী পর্য্যন্ত একটী পর্ব্বতশ্রেণী দুইদিকে দুই মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে। অথবা কালিদাস হিমালয়কে মানদণ্ড বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হিমালয়ের স্তরাবলীর সন্নিবেশ হইতে পৃথিবীর বয়স পরিমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছে। হিমালয়গাত্রে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত অস্থির অবস্থান হইতে তত্তৎযুগের মৃত্তিকান্তরের প্রাচীনতা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ভূবিপ্লবে যুগে যুগে পৃথিবীর জলস্থলভাগের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ভূবিপ্লবযুগে হয়ত পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল, পরে গোত্রভিৎ কর্ত্তৃক পর্ব্বতকুল ছিন্নপক্ষ হইলে পৃথিবী মানবজাতির আবাসযোগ্যা হইয়াছে।

[পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভূশক্র (পুং) ভুবি শক্র ইব। ভূমীন্দ্র, রাজা।

ভূশমী (স্ত্রী) ভূলগ্না শমী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধা°। লঘুশমী।

ভূশয় (পুং) ভুবি শেতে ইতি ভূ—শীঙ্ (অধিকরণে শেতেঃ। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্। ১ নকুল ও গোধাদি, বিলশয়, নকুলাদি। ইহার মাংসের গুণ—গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও শুক্রকারক। (রাজব°) ২ বিষ্ণু।

"ভূশয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ।"

(মহাভারত বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ভূশয্যা (স্ত্রী) ভুবেব শয্যা, রূপককর্ম্মধা°। ভূমিশয্যা।

ভূশর্করা (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা শর্করা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধা°। কন্দভেদ। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

ভূশূর, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের পুত্র। [শূরবংশ দেখ।]

ভূশেলু (পুং) ভুবি খ্যাতা শেলুঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ভূকর্ব্বুদারক, চলিত ভুঁইচালতা। (রাজনি°)

ভূষ, মণ্ডন। চুরাদি° উভয়° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভূষয়তি-তে। লোট্ ভূষয়তু-তাং। লুঙ্ অবুভূষৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে—লট্ ভূষতি। লুঙ্ অভূষীৎ। সন্ বুভূষিষতি। যঙ্ বোভূষ্যতে।

"গুণো ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলম্।

সিদ্ধির্ভূষয়তে বিদ্যাং ভোগো ভূষয়তে ধনম্॥" (বৃদ্ধচাণক্য)

ভূষণ (ক্লী) ভূষ্যতে হনেনেতি ভূষ করণে ল্যুট্। অলঙ্কার, আভরণ, যাহা দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। কচধার্য্য, দেহধার্য্য, পরিধেয় ও বিলেপন এই চারিপ্রকার ভূষণ।

"কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।

চতুর্দ্ধাভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈবিকম্॥"

এই চারিপ্রকার ভূষণের অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদিগের আরও অন্য প্রকার ভূষণ আছে, তাহা তাহাদের কেবল সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক। কালিদাস শকুন্তলায় যথার্থই বলিয়াছেন,—সুন্দর আকৃতির সকলই ভূষণস্বরূপ।

কালিকাপুরাণে দেবতার উদ্দেশে দেয় ভূষণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ভোগ্যভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুষ্ব মে।

কিরীটঞ্চ শিরোরত্নং কুণ্ডলঞ্চ ললাটিকা॥" (ইত্যাদি)

(কালিকাপু০ ৬৮ অ০) কিরীট, শিরোরত্ন, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র,হার, গ্রৈবেয়ক, উর্ম্মিকা,প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তুঙ্গ, ঋক্ষমালিকা, পার্শ্বদ্যোত, নখদ্যোত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, কুটিলগ্ন, মানবক, মূর্দ্ধতারা, ললন্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইঙ্গিকা, প্রাগণ্ডবন্ধ, নাভিপুর, মালিকা, সপ্তকী,শৃঙ্খল, দন্তপুত্র, বর্ণক, উরুসূত্র, নীবী, মুষ্টিবন্ধ, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা এবং স্থখপট্ট প্রভৃতি ভূষণ দেবীর অতিশয় প্রিয়। এই সকল ভূষণ অর্চ্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হয়।

কিরীট প্রভৃতি মস্তকের ভূষণ সকল স্বর্বণ-নির্ম্মিত, গ্রৈবেয় হইতে হংসক প্রভৃতি ভূষণ স্বর্বণ বা রজত-নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া বিধেয়। অন্য ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য ভূষণপদবাচ্য হয় না। কিন্তু বিশেষ এই যে, সকল প্রকার ভূষণই তাম্র-নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তাম্র সকল স্থলে স্বর্বণসদৃশ। তাম্রে সকল দেবগণ অবস্থিত এই জন্য তাম্রের ভূষণ ধারণ ও দান বিশেষ উপকারক। মনুষ্যগণ আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার উর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্যভূষণ ব্যবহার করিবে না। ভূষণ-সমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, তিনি সেই পরিমাণে ভূষণ দান করিবেন। ভূষণ সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গপ্রদ, সৌখ্যদানকারী এবং নিত্যতুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক। অতএব দেবতার উদ্দেশে ভূষণ দান যথাশক্তি বিধেয়। (কালিকাপু০ ৬৮অ০)

ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যার স্থলে ভূষণধারণ বিশেষ হিতকর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যবিধানতঃ।
শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্র০)

অনুলেপনের পর যথাযোগ্য বিধানানুসারে শরীর ভূষিত করা আবশ্যক। কারণ স্বর্ণভূষণ পবিত্রকারক, সৌভাগ্যবর্দ্ধক, সন্তোষজনক। রত্নভূষণ গ্রহদোষ ও দুঃস্বপ্নবিনাশক। নবগ্রহের দোষশান্তির জন্য সূর্য্যের মাণিক্য, চন্দ্রের মুক্তা, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকতমণি, বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক এবং শনির নীলকান্তমণি, রাহু ও কেতুর গোমেদ ও বৈদূর্য্যমণি ইহাদের ভূষণধারণ উপকারক। এই সকল দ্রব্যের ভূষণ ধারণ করিলে আর নবগ্রহের দোষ থাকে না। (ভাবপ্র০)

প্রথমে ভূষণ ধারণ করিতে হইলে, শুভদিন দেখিয়া ধারণ করা আবশ্যক। জ্যোতিষে এই দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পুষ্যা, হস্তা,পুনর্ব্বসু, মঘা, অনুরাধা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী ও চিত্রা-নক্ষত্রে হরিশয়ন ভিন্নকালে, শুভতিথি, শুভকরণ ও শুভযোগে ভূষণধারণ প্রশস্ত। অঙ্গনাগণ স্বামীর হিতার্থে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু ও আর্দ্রা-নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া ভূষণ ধারণ করিবে। ইহাতেও চন্দ্র তারা শুদ্ধি দেখাও বিশেষ আবশ্যক, কারণ চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি থাকিলে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয়। (জ্যোতিঃ-সারসংগ্রহ) (পুং) ভূষয়তি ভক্তবৃন্দমিতি ভূষ্যতে হনেনেতি বা ভূষ-ল্যু বা ল্যুট্। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০) ৩ রাজবিশেষ।

"বস্তুদত্তাদয়শ্চৈতে রাজানোহর্থরথা ইমে।
অঙ্গুরী সুবিশালশ্চ দণ্ডিভূষণসোমিলাঃ ॥"
(কথাসরিৎসা০ ৪৭।১৩)

ভূষণ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজা। (সহ্যাদ্রি০ ২৭।৩৪)

ভূষণ, ছিন্দবংশীয় নৃপতিভেদ। চ্যবনকুলজাত বৈরবর্ম্মের পুত্র। দেবলনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভূষণদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভূষণভট্ট, ১ গায়ত্রীপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ কাদম্বর্য্যুত্তরার্দ্ধরচয়িতা। ইনি বাণের পুত্র।

ভূষণতা (স্ত্রী) ভূষণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূষণত্ব, ভূষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূষণেন্দ্রপ্রভ (পুং) কিন্নররাজভেদ।

ভূষা (স্ত্রী) ভূষ ভাবে অ টাপ্ চ। অলঙ্ক্রিয়া, মণ্ডনক্রিয়া।

"দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্।"
(ভাগ০ ৩।২২।২২)

ভূষিত (ত্রি) ভূষ-ক্ত। অলঙ্কৃত।

"ভৃঙ্গালীকোকিলক্রুঙ্ভির্বাশনৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
রোচনৈর্ভূষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্ ॥" (ভট্টি ৬।৭২)

ভূষ্ণু (ত্রি) ভূ-গস্নু। ১ ভবনশীল। পর্য্যায়—ভবিষ্ণু, ভবিতা। ২ সাধুভবনশীল।

"ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥" (মনু ৪।১৩৫)
'ভূষ্ণুঃ ধনায়ুরাদিনা বর্দ্ধনশীলঃ।' (কুল্লূক)

ভূষ্য (ত্রি) ভূষ-যৎ। ভূষণীয়, ভূষণার্হ ভূষণযোগ্য।

"অন্যোন্যশোভাজননাৎ বভূব সাধারণোভূষণভূষ্যভাবঃ।"
(কুমারসম্ভব ১।৪২)

ভূসংস্কার (পুং) ভুবঃ সংস্কারঃ ৬তৎ। যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের পরিসমূহন, উপলেপন, রেখাকরণ, পাংশূদ্ধরণ, জলকরণক-অভ্যুক্ষণরূপ পঞ্চবিধ সংস্কার। যজ্ঞ যেস্থলে হয়, তথায় প্রথমে পঞ্চ প্রকার ভূসংস্কার করিতে হয়। তৎপরে সেই সংস্কৃত ভূমিতে যজ্ঞ করিতে পারা যায়।

ভূসুত (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ সুতঃ। মঙ্গলগ্রহ।

"মহত্বাচ্ছীঘ্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগুভূসুতৌ।" (সূর্য্যসি॰)

২ নরকাসুর। স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) ৩ সীতা।

ভূসুর (পুং) ভুবি সুর ইব। ব্রাহ্মণ। (ভাগ॰ ৪।২৬।২৪)

ভূস্তৃণ (ক্লী) ভূলগ্নং তৃণং ভুবস্তৃণমিতি বা, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। ভূতৃণ, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর ইহা ভোজন করিতে নাই।

"বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবচানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মনু ৬।১৪)

ভূস্থ (ত্রি) ভুবি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ পৃথিবীস্থিত। ২ মনুষ্য। ৩ গণ্ডূপদী। (বৈদ্যকনি॰)

ভূস্পৃশ্ (পুং) ভুবং স্পৃশতীতি স্পৃশ-কিন্। মনুষ্য। (হেম)

ভূস্বর্গ (পুং) ভুবি স্বর্গ ইব অমরলোক-ধারণাৎ। সুমেরু-পর্ব্বত। (জটাধর)

ভূস্বেদ (পুং) ঘনাশ্ম দ্বারা স্বেদবিশেষ, প্রস্তরস্বেদ। (চরক সূত্রস্থা॰ ১৪ অ॰) [স্বেদ দেখ।]

ভৃ, ১ ধারণ। ২ পোষণ। জুহোত্যাদি॰ উভ॰ সক॰ অনিট্। লট্ বিভর্ত্তি, বিভৃতঃ, বিভ্রতি। বিভৃতে, বিভ্রাতে, বিভ্রতে। লিঙ্ বিভৃয়াৎ, বিভ্রীত। লঙ্ অবিভঃ, অবিভৃতাং অবিভরুঃ। অবিভৃত। লিট্ বভার, বিভরাঞ্চকার, বভৃব, বভ্রে, বিভরাঞ্চক্রে। লুট্ ভর্ত্তা। লুঙ্ অভার্ষীৎ, অভার্ষ্টাং অভার্ষুঃ। অভৃত, অভৃষাতাং, অভৃষত, অভৃঢ্বং। সন্ বুভূর্ষতি-তে। বিভরিষতি তে। যঙ্ বেভ্রীয়তে। যঙ্লুক্ বর্ভর্ত্তি। ণিচ্ ভারয়তি। লুঙ্ অবীভরৎ।

ভৃ, ভরণ। ভ্বাদি॰ উভয়॰ সক॰ অনিট্। লট্ ভরতি-তে। লুঙ্ অভার্ষীৎ, অভৃত। লিট্ বভার, বভ্রে।

ভৃকুংশ (পুং) কুসি-অচ্, কুসো ভাবদীপনং পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শত্বং, ভ্রুবা কুশো ভাবপ্রকাশ ইঙ্গিতজ্ঞাপনং যস্য, নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ভ্রূকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নটপুরুষ। (অমরটীকা রমানাথ)

ভৃকুংস (পুং) চুরাদৌ পটপুটেত্যাদি দণ্ডকোক্তঃ কুসির্ভাসার্থঃ, স্ত্রীবেশং ধারয়িত্বা ভ্রুবঃ কুসয়তি পুরুবত্বমিতি সংজ্ঞাত্বাদ্ধকারস্য অকারঃ, হ্রস্বশ্চ বা, কুসি-অচ্, যদ্বা ভ্রুবা কুংস ইঙ্গিতপ্রকাশো যস্য নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ভ্রূকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নট পুরুষ। (অমরটীকায় রমানাথ)

ভৃকুটী (স্ত্রী) কুট কৌটিল্যে ইতি কুট-ইন্, ভ্রুবঃ কুটিঃ, কৌটিল্যং নিপাতনাৎ বা সম্প্রসারণম্। ভ্রূকুটী, ভ্রূভঙ্গি।

ভৃগমাত্রিক (পুং) মৃগমাত্রিক।

ভৃগবাণ (ত্রি) ১ ভৃগুসদৃশ। ২ দীপ্যমান। (সায়ণ)

ভৃগু (পুং) তপসা ভৃজ্জ্যতে পঞ্চতপাদিভির্বেতি ভ্রস্জ (প্রথি ভ্রাদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ইতি কু, সম্প্রসারণং সলোপঃ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ, যদ্বা ভৃজ্জতীতি ক্বিপ্, ভৃক্ জ্বালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ। মুনিবিশেষ। মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্‌পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায়, দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করেন। ঐ সময় ব্রহ্মা বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাসনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির রেতঃস্খলন হইল। তখন তিনি স্বয়ং সেই শুক্র, স্রব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী মহাদেব দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমিই ইহার কর্ত্তা; অতএব যে তিনটী পুত্র জন্মিয়াছে উহারা আমারই পুত্র। তখন অগ্নি কহিলেন, "ঐ তিন পুত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহারা আমারই অপত্য। মহাদেব কখনই অধিকারী হইতে পারেন না।" অগ্নি ইহা বলিয়া নিরস্ত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন, আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। কারণ শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগী হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিতে থাকিলে, দেবগণ মধ্যস্থ হইয়া এই তিন পুত্র তিন জনকে প্রদান করেন। তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরার অগ্নির এবং কবি ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পিত হন। অতঃপর ক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বারুণীমূর্ত্তিধারী মহাদেবের যজ্ঞ হইতে ইহারা উৎপন্ন হন বলিয়া ইঁহাদিগের বংশসমুদায়ের নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগু হইতে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ বংশ ভার্গব নামে প্রসিদ্ধ।

(ভারত অনুশাসনপ॰ ৮৫ অ॰)

এই ভৃগুবংশে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি দশজন প্রজাপতি মধ্যে একজন প্রজাপতি। দক্ষকন্যা খ্যাতির

সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং ধাতা ও বিধাতৃনামে দুই পুত্র হয়। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ দুইজনের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্র মৃকণ্ডু এবং প্রাণ। ক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া ভার্গবনামে বিখ্যাত হয়। ভৃগু ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যার প্রবর্ত্তক। (বিষ্ণুপু০) রামায়ণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে অসুরগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অসুর-নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্নীর মস্তক খণ্ডিত হয়। ইহাতে ভৃগু ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দেন। এই শাপে ভগবান্ বিষ্ণু রামাবতারে পত্নীবিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি কোন সময়ে ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার সময় ভৃগুর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। ভগবান্ বিষ্ণু গীতায় বলিয়াছেন, আমি মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু। ২ শিবের নামান্তর। ইঁহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। (রামায়ণ) [সগর দেখ।] ৩ মহাদেব। ৪ শুক্রগ্রহ। (মেদিনী) ৫ সানু। ৬ জমদগ্নি। (হেম) ৭ অরণ্য-কণ্টকব্যাপ্ত গিরিপার্শ্বোচ্চ দেশ, নিরবলম্বন পর্ব্বতাদির পার্শ্ব যেস্থল হইতে পতিত হইলে কোন অবলম্বন থাকে না, তাহাই ভৃগুদেশ, পর্য্যায়—প্রপাত, অতট, দরদ, পতনস্থান। (শব্দরত্না০)

ভৃগু, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩১।৩৪)

ভৃগু, জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ। কেশবার্ক, বসন্তরাজ প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভার্গব-মুহূর্ত্ত, ভার্গবসূত্র ও ভৃগুসংহিতা নামে তন্নামীয় কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ জনৈক প্রাচীন ঋষি। ৩ ভৃগু-স্মৃতিনামক জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

ভৃগুক (পুং) কূর্ম্মচক্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৮ অ০)

ভৃগুকচ্ছ (ক্লী) নর্ম্মদার উত্তরতটস্থিত তীর্থক্ষেত্র।

"তং নর্ম্মদায়াস্তট উত্তরে বলের্যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।" (ভাগবত ৮।১৮।২১)

কাশীখণ্ডে এই তীর্থের 'ভৃগুকচ্ছ' ও 'ভৃগুকর্ণ' নামক দুইরূপ পাঠের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [ভরোচ দেখ]

ভৃগুকেশব (পুং) ভৃগুস্থাপিতঃ কেশবঃ মধ্যপদলোপিক°। কাশীস্থিত ভৃগুস্থাপিত কেশবমূর্ত্তিভেদ। (কাশীখ০ ৩৩ অ০)

ভৃগুক্ষেত্র, প্রাচীন তীর্থবিশেষ। ভৃগুক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ভৃগুজ (পুং) ভৃগোর্জ্জায়তে জন-ড। ভার্গব, শুক্রাচার্য্য।

ভৃগুতনয় (পুং) ভৃগোস্তনয়ঃ। ভৃগুতনয়, শুক্রাচার্য্য। ভৃগু-নন্দন এবং ভৃগুসুতাদিরও ঐ অর্থ।

ভৃগুতীর্থ, তীর্থভেদ।

ভৃগুতুঙ্গ (ক্লী) হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ।

"হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে।
নাম্না ভৃগোস্ত শিখরং তস্মাতচ্ছিখরং ভৃগুঃ॥" (ভারত ১।১২৫ অ০)

ভৃগুদেব, প্রবরাধ্যায়প্রণেতা।

ভৃগুপতি (পুং) ভৃগূণাং তদ্বংশীয়াণাং পতিঃ। পরশুরাম। "কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ! জয় জগদীশ হরে।" (গীতগো০)

ভৃগুপথ, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থের সমীপস্থ তীর্থভেদ।

ভৃগুপ্রস্রবণ (পুং) হিমালয়সন্নিহিত পর্ব্বতবিশেষ।

ভৃগুভূমি (পুং) ভার্গবপুত্রভেদ। (হরিবং ৩ অ০)

ভৃগুবল্লী (স্ত্রী) ভৃগুণাংধীতা বল্লী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লী। ভৃগু এই বল্লী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভৃগুবল্লী বা ভৃগুবল্ল্যুপনিষদ্ নামে খ্যাত।

ভৃগুণাম্পতি (পুং) ভৃগূণাং পতিঃ অলুকস০। পরশুরাম।

ভৃগূপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

ভৃগ্বঙ্গিরস্ (পুং) অথর্ব্ববেদের কএকটী সূক্তের ঋষি।

ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ্ (ত্রি) অথর্ব্ববেদবিৎ।

ভৃগ্বীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভৃঙ্গ (ক্লী) বিভর্ত্তীতি ভৃঞ্ ভরণে (ভৃঞঃ কিৎ নুট্ চ। উণ্। ১।১২৪) ইতি গন্, সচ কিৎ, নুড়াগমশ্চ। ১ ত্বচ্, গুড়ত্বক্। (অমর) ২ অভ্রক। (রাজনি০) (পুং) ৩ ভ্রমর। ৪ কলিঙ্গ-পক্ষী। চলিত ফিঙ্গাপাখী বা ভীমরাজ। ইহার মাংসগুণ মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। ৫ বিড়্গ। ৬ভৃঙ্গরাজ। ৭ ভৃঙ্গার। ৮ ভৃঙ্গরোল। চলিত ভীমরুল।

ভৃঙ্গক (পুং) ভৃঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। রাজবাসন পক্ষী, ভৃঙ্গরাজপক্ষী, ফিঙা বা ভীমরাজ পাখী। (শব্দরত্না০)

ভৃঙ্গচুল্লী (স্ত্রী) ভৃঙ্গাহ্বা। মহারাষ্ট্র—ভমরমালি, কলিঙ্গ—উপ্প-শক্ক। গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনির্ঘণ্ট)

ভৃঙ্গজ (ক্লী) ভৃঙ্গ ইব জায়তে ইতি জন-ড। অগুরুকাষ্ঠ।

ভৃঙ্গজা (স্ত্রী) ভৃঙ্গজ-টাপ্। ভার্গী। (রাজনি০)

ভৃঙ্গিপর্ণিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গ ইব কার্ষ্ণ্যাৎ ভৃঙ্গবর্ণং পর্ণমস্যা ইতি ঙীষ্, স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বঞ্চ ইকারস্য হ্রস্বত্বং। সূক্ষ্মৈলা, চলিত ছোট এলাচ। (শব্দচ০)

ভৃঙ্গপ্রিয় (পুং) ধূলীকদম্ব। (রাজনি০)

ভৃঙ্গপ্রিয়া (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণাং প্রিয়া, প্রচুরমধুত্বাৎ। মাধবীলতা।

ভৃঙ্গবন্ধু (পুং) ১ ভৃঙ্গাণাং বন্ধুরিব প্রিয়ত্বাৎ। ১ কুন্দবৃক্ষ। ২ কদম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

ভৃঙ্গমারি (স্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ কেবিকা পুষ্পবৃক্ষ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ, পিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি°)

ভৃঙ্গমূলিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গস্য ভৃঙ্গরাজস্যেব মূলমস্যাঃ ক, অজাতি-বচনত্বাৎ টাপ্, কাপি অত ইত্বং। ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরচ্ছল্লী, চলিত ভ্রমরমালী। (রাজনি°)

ভৃঙ্গমোহিন্ (পুং) ১ চম্পক বৃক্ষ। ২ স্বর্ণচম্পক। (বৈদ্যকনি°)

ভৃঙ্গরজ (পুং) ভৃঙ্গান্ রঞ্জয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাদ্ রঞ্জো অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। ভৃঙ্গরাজ। (ভাবপ্র°)

ভৃঙ্গরজস্ (পুং) রঞ্জয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ রঞ্জে (সর্ব্বধাতুভ্যো-ইসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ততো (রজেশ্চ। পা ৬।৪।২৬) ইতি ন লোপঃ, ততো ভৃঙ্গাণাং রজাঃ রঞ্জকঃ, অথবা ভৃঙ্গ ইব কৃষ্ণবর্ণং রজঃ পরাগো যস্য। ভৃঙ্গরাজ। (অমরটীকায় ভরত)

ভৃঙ্গরা (স্ত্রী) ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ। হিন্দী ভাংরা। (রাজনি°)

ভৃঙ্গরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা° ৩১।৪২)

ভৃঙ্গরাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ। (Dicrurus ater) এই পাখীর ঠোঁট হইতে পুচ্ছাগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে মধ্যে দুএকটী কৃষ্ণোজ্জ্বল পালক,সেই কৃষ্ণবর্ণের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোন কোন পক্ষীর গাত্রে দুএকটী শ্বেতপালকও দেখা যায়। শাবকগুলির পাখা ও পুচ্ছ অত্যল্প কটাশে এবং পাখার নিম্নভাগ সাদা। বিভিন্নস্থানে বাসহেতু এই পক্ষি-জাতির আবয়বিক অনেক বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। আফগানস্থান হইতে আসাম ও হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে এবং ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম ও কোচিন-চীন প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডে ইহাদের বাসস্থান আছে। ইহারা শীত ভাল বাসে, এই জন্য স্থানবিশেষে শীতকালে ইহাদেরও শুভা-গমন হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১২।।০ ইঞ্চি লম্বা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছভাগ প্রায় ৭ ইঞ্চি। ঠোঁট, পা ও থাবা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও চক্ষুগোলকের পার্শ্বস্থান লাল হইয়া থাকে।

আকৃতির বিভিন্নতা দেখিয়া পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। D. ater পক্ষী বাঙ্গালাদেশে—ফিঙ্গা, ভীমরাজ; পঞ্জাবে—জপাল, কালচিং; দাক্ষিণাত্যে—কোলসা,বোজঙ্গ বা বুচঙ্গ; সিন্ধুপ্রদেশে—কুপিছ,কাল-কোলচি; উঃপঃ প্রদেশে—থমপল, তেলগু—যেতি ইন্তা, তামিল—কুড়ি কুরুম, সিংহলী ও তামিল—কুড়ি কুরবী এচ; ইংরাজীতে Drongo Shrike নামে পরিচিত।

কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে 'কাকের রাজা' বলিয়া অভিহিত করেন। পল্লিগ্রামের মাঠে, বাবলা গাছে ইহাদিগকে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। মাঠে চরিয়া বেড়াইলে বা গাছের উপর বসিয়া থাকিলেও তাহারা আপন মনে লেজ নাড়িতে থাকে। ঘাসের উপর যা কিছু পোকামাকড় পায়, তাহাই ইহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কখনও একস্থানে থাকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয় না। একস্থানে এক বা দুইটী পোকা খুটিয়া তৎক্ষণাৎ ইহারা অন্যস্থানে উড়িয়া গিয়া বসে।

ইহারা সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে ডিম পাড়ে। গাছে নিবিড় পত্রান্তরালে ইহাদের নীড় লুক্কায়িত থাকে। নীড়নির্ম্মাণে ইহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রায় ৪ হইতে ৫টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। উহার মধ্যে কতকগুলি নিভাজ সাদা ও অপর কতকগুলি সামন রঙ্গের লালবিন্দুযুক্ত।

D. longicaudatus বা Indian Ashy Drongo পক্ষী, বাঙ্গালা—নীলফিঙা, লেপ্‌চা—সহিম-ফো, ভূটান—চেচুম, তামিল—এরাটু-বলন-কুরুবি নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর, রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাত ও হাজারা অঞ্চলে ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহাদের ডিম্ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। এতদ্ভিন্ন তেনা সেরিম প্রদেশ D. nigrescens, সিংহল ও হিমালয়ে D. cærulescens (পেটসাদা ধৌলী), সিংহলে D. leucopygialis (কবুদা-পণিকা) এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও কোচিন রাজ্যে D. leucogenys (মুখসাদা) ও D. ceneraceus নামক ভীমরাজ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা সুমধুর স্বরে গান করিতে পারে। শ্যামা, বুলবুল ও কোকিলের ন্যায় অনেকে ভীমরাজ পুষিয়া থাকে। কেবল যে সুমিষ্ট স্বরলহরীতে ইহারা মানবের মনস্তুষ্টি করে, তাহা নহে, অপর পক্ষীর সহিত লড়াই করিবার জন্য অনেকে আদর করিয়া এই পক্ষী রাখে। বুলবুল, মোরগ, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় ইহারাও লড়াইপটু। দুইটী ভৃঙ্গরাজের পরস্পর লড়াইকে এদেশে 'ফিঙের লড়াই' বলে।

ভৃঙ্গরাজ, নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪পল, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কল্ক যষ্টিমধু ১ পল, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলের নস্য লইলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিদোষ নিরাকৃত হয়। একমাস কাল ব্যবহারে বলিপলিতাদি দোষও বিদূরিত হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

ভৃঙ্গরাজ ঘৃত, ক্ষুদ্ররোগাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের, কল্কার্থ ময়ুর-পিত্ত ১৬ তোলা। যথা নিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। সপ্তাহ কাল এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা-দোষ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ, রসায়নাধিকারোক্ত চূর্ণ-ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ভাগ,তিলতৈল ॥৹ অর্দ্ধভাগ ও আমলকী ॥৹ ভাগ এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে চিনি বা গুড়ের অনুপানযোগে সেবন করিলে জরা ও বিবিধ রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না৹)

ভৃঙ্গরাজ (পুং) ভৃঙ্গ ইব রাজতে ইতি ভৃঙ্গ-রাজ-অচ্। দ্রব্য-দ্বারেণ ভৃঙ্গবৎ কেশকৃষ্ণীকরণাত্তথাত্বং (Wedelia calendulacea. বা C. Verbesina)। স্বনামখ্যাত পত্রশাক বিশেষ। ভীমরাজ, চলিত কেশুরিয়া, হিন্দী ভাঙ্গারা, ভেগরিয়া; মহারাষ্ট্র-পিবল মাকা, তৈলঙ্গ—গুন্টকলগর চেট্টু,বম্বে—পিবল ভাংরা। সংস্কৃত পর্য্যায়—কেশরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, ভৃঙ্গাহ্ব, কেশরঞ্জন, পিতৃপ্রিয়, অঙ্গারক, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, কেশরঞ্জক, কফ-আম-শোথ ও শ্বিত্রনাশক। (রাজনি৹) ভাবপ্রকাশ মতে পর্য্যায়—ভৃঙ্গরাজ ও মার্কর। গুণ—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, কেশের হিতকর, ত্বকের কোমলতাসম্পাদক, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথনাশক; দন্তের দৃঢ়তাকারক, রসায়ন, বলকর, কুষ্ঠ, নেত্র, ও শিরোরোগনাশক। (ভাবপ্র৹) ২ পক্ষি-বিশেষ, ভীমরাজপাখী।

"শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কূজদ্ভির্বিবিধা গিরঃ।
ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জলকুক্কুটৈঃ ॥" (ভারত ৩।১০৮।৭)

৩ ভ্রমর। ৪ বৃক্ষভেদ। ৫ দারুচিনি। (বৈদ্যকনি৹)

ভৃঙ্গরাজক (পুং) ভীমরাজ পক্ষী।

ভৃঙ্গরিটি (পুং) ভৃঙ্গ ইব রটতি ইতি ভৃঙ্গ-রট-ইন্, পৃষোদরা-দিত্বাদিকারাগমঃ। শিব-দ্বারপাল। (ভূরিপ্র৹)

ভৃঙ্গরীট (পুং) ভৃঙ্গরিটি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ শিবদ্বারপাল। (ভূরিপ্র৹) ২ লৌহ। (রস৹ র৹)

ভৃঙ্গরোল (পুং) ভৃঙ্গ ইব রৌতি, ভৃঙ্গ-রু-বাহুলকাৎ ওলচ্ অস্য ভৃঙ্গতুল্যশব্দবত্ত্বাত্তথাত্বং। কীটবিশেষ। চলিত ভীমরুল্। পর্য্যায়—বিষস্থকা, বরোল, তৃণষট্পদ। এই কীট কামড়াইলে অতিশয় যন্ত্রণা হয়; ২৫ বা ৩০টা যদি কামড়ায়, তাহা হইলেপ্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে।কীটদ্রষ্ট স্থানে পেয়াঁজের রস উপকারী।

ভৃঙ্গবল্লভ (পুং) ভৃঙ্গাণাং বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ধারাকদম্ব, ভূমিকদম্ব।

ভৃঙ্গবল্লভা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণাং বল্লভা। ১ ভূমিজম্বু। ২ তরণীপুষ্প-বৃক্ষ। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গবৃক্ষ (পুং) ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। (সুশ্রুত)

ভৃঙ্গসুহৃদ্ (পুং) ভৃঙ্গাণাং সুহৃদ্ ইব প্রিয়ত্বাৎ। কুন্দপুষ্পবৃক্ষ।

ভৃঙ্গসোদর (পুং) ভৃঙ্গাণাং সোদরস্তুল্যঃ। কেশরাজ, চলিত কেশুরে। (ত্রিকা৹)

ভৃঙ্গাধিপ (পুং) ভৃঙ্গাণামধিপঃ। ১ ভৃঙ্গদিগের অধিপতি। ২ ভীমরুল।

"কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামপি গায়মানে ॥" (ভাগ৹৩।১৫।১৮)

ভৃঙ্গানন্দা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণামানন্দো যস্যাঃ, ভৃঙ্গাণাং আনন্দা, আনন্দকরী বা। যূথিকা। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গাভীষ্ট (পুং) ভৃঙ্গাণাং অভীষ্টঃ প্রিয়ঃ মধুবাহুল্যাৎ। আম্র-বৃক্ষ। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গার (ক্লী) ভৃ-ধারণপোষণয়োরিতি (ভৃঙ্গারশৃঙ্গারৌ উণ্-৩।১৩৬) ইতি-আরন্ নিপাতনাৎ নুম্ গুক্ চ বা ভৃঙ্গং জলমিয়র্ত্তি-নেনেতি ভৃঙ্গ-ঋ-করণে ঘঞ্। ১ লবঙ্গ। ২ সুবর্ণ। (রাজনি৹) (পুং) ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত বারিপাত্র।

"নাস্য পশ্যামি তে ছত্রং ভৃঙ্গারমথবা পুনঃ।" (মার্কপু৹ ৮।২০৩)

পর্য্যায়—কনকালুকা, গুড়ুক, গড়ুক। (শব্দরত্না৹) ৩ জল-পাত্রভেদ, চলিত ঝারী।

"রাজ্ঞোঽভিষেকপাত্রং যদ্ ভৃঙ্গার ইতি তন্মতম্।
তদষ্টধা তস্য মানমাকৃতিশ্চাপি চাষ্টধা।
সৌবর্ণং রাজতং ভৌমং তাম্রং স্ফাটিকমেব চ।
চান্দনং লৌহজং শার্ঙ্গমেতদষ্টবিধং মতম্ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

যে জলপাত্র দ্বারা রাজগণের অভিষেক হয়, তাহাকে ভৃঙ্গার কহে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, ভৌম, তাম্র, স্ফাটিক, চান্দন, লৌহজ ও শার্ঙ্গ এই আটপ্রকার। [রাজ্যাভিষেক দেখ।]

ভৃঙ্গারক (পুং) ভৃঙ্গার-স্বার্থে কন্। ভৃঙ্গার।

ভৃঙ্গারি (স্ত্রী) ভৃঙ্গং ভৃঙ্গবদ্বর্ণং ঋচ্ছতীতি ঋ-ইন্। কেবিকা পুষ্প। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গারিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গ-ঋ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্ ভৃঙ্গার-কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ঝিল্লিকা কীট, চলিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা। 'ঝিল্লিকা ঝিল্লিকা বর্বকরী ভৃঙ্গারিকা চ সা।' (হেম)

ভৃঙ্গারী (স্ত্রী) ভৃঙ্গার—গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। ঝিল্লীকীট। রস্থানে ল করিয়া ভৃঙ্গালী পদও হয়।

ভৃঙ্গার্ক (পুং) ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৹)

ভৃঙ্গাহ্ব(পুং) ভৃঙ্গমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে ইতি আ-হ্বে-ক। ১ জীবক। ২ ভৃঙ্গরাজ। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গাহ্বা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাহ্ব-স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রমরচ্ছল্লী। (রাজনি৹)

ভৃঙ্গি (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ-বাহুলকাৎ গিক্ নুট্ চ। ভৃঙ্গী,শিবের দ্বারপালভেদ।

"প্রাপ্তা গণাধিপত্যং স্বং নাম্না ভৃঙ্গিরিতি স্মৃতঃ।"(বামনপু৹৪৫অ৹)

ভৃঙ্গিন্ (পুং) ভৃঙ্গঃ, ভৃঙ্গবদ্বর্ণো হস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ বটবৃক্ষ। (রাজনি৹) ২ শিবের দ্বারপালবিশেষ, পর্য্যায় ভৃঙ্গরিটি,

ভৃঙ্গরীট, শল, নাড়ীদেহ, অস্থিবিগ্রহ, ভৃঙ্গরিটি। (ভূরিপ্র°)

কালিকাপুরাণে শিবানুচর ভৃঙ্গীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ইন্দ্রাদিদেবগণ তারকাসুরবধের নিমিত্ত মহাদেবের নিকট উমার গর্ভে হরের ঔরসে এক পুত্র প্রার্থনা করেন, মহাদেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়া দেবগণের প্রার্থিত পুত্রের জন্য উমার সহিত মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩২ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল। এই সময় বসুধা নিরন্তর কম্পিতা এবং দেবগণ সকলেই অতিশয় আকুল হইলেন। পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ব্রহ্মন্! মহাদেবের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, কারণ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সেই পুত্র নিশ্চয়ই আমাকে অতিক্রম করিবে, অতএব তারকাসুর অপেক্ষাও আমার এই পুত্রের উপর অধিক ভয় হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মা তখন ইন্দ্র ও দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া উমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন, আপনার মহাসুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদনদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়, দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব আপনি মহামৈথুন ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন, আমার এই মহামৈথুনপ্রবৃত্তি আপনাদিগের হিতের জন্য, ইহা ত্যাগ করিয়া রতিমাত্র অবলম্বন করিলে, উমাগর্ভে পুত্র হইবে না, তাই আমার এইরূপ উদ্যম। যাহা হউক, আপনাদের প্রার্থনানুসারে আমি মহামৈথুন ত্যাগ করিলাম। কিন্তু আপনারা এক কার্য্য করুন, আমার এই মহামৈথুনপ্রসূত তেজ ধারণ করিতে সমর্থ এইরূপ একজন দেবতাকে আদেশ করুন। তখন দেবগণ অগ্নিকে তেজ ধারণ করিতে বলিলে অগ্নি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহাদেব মৈথুনসম্বন্ধীয় স্বকীয় তেজ অগ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন।

অগ্নিতে পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজের মধ্যে পরমাণুদ্বয় পরিমিত তেজ গিরিসানুতে পতিত হইল,ঐ তেজ পতিত হইবামাত্রই দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটী ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী ও অপরটীর মর্দ্দিতঅঞ্জনসদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া 'মহাকাল' নামকরণ করিলেন। শঙ্কর তাহাদের উভয়কে প্রমথাদিগণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন, এবং অপর্ণাও তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন। পরে মহাদেব এই দুজনকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। (কালিকাপু° ৪৫ অ°)

বামন পুরাণে লিখিত আছে,—অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক এই যুদ্ধে মুহ্যমান হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করেন। আশুতোষ স্তবে প্রীত হইয়া তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি পাপবিমুক্ত হইয়া আমার পার্শ্বচর গণপতি ভৃঙ্গী হইবে। মহাদেবের এই বরে অন্ধক ভৃঙ্গিরূপে জন্মগ্রহণ করে। (বামনপুরাণে ৪৪, ৪৫ এবং ৬৭ অধ্যায়) [ভৌতিকতত্ত্ব দেখ।]

ভৃঙ্গিরিটি (পুং) ভৃঙ্গরিটি, শিবদ্বারপালভেদ।

ভৃঙ্গী (স্ত্রী) ভৃঙ্গি-ক্রিয়াং ঙীয্। ১ অতিবিষা, চলিত আতইচ। ২ বটীবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ ভঙ্গা, চলিত ভাং বা সিদ্ধি। ৪ তন্নামক মক্ষিকা, চলিত কুমুরিয়া পোকা। ৫ ইন্দ্রগোপকীট।

ভৃঙ্গীফল (পুং) ভৃঙ্গ্যাঃ অতিবিষয়োঃ ফলমিব ফলং যস্য। আম্রাতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ। (রাজনি°)

ভৃঙ্গীগৃহ (ক্লী) ভৃঙ্গ্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ভীমরুলের চাক। কুমিরিয়া পোকার চাক। (বৈদ্যকনি°)

ভৃঙ্গীমলয় (পুং) ভারতের প্রাচীন জনপদ ও সেই স্থানবাসী জাতিবিশেষ।

ভৃঙ্গীশ (পুং) ভৃঙ্গিণো ভৃঙ্গের্ব্বা ঈশঃ। মহাদেব। (শব্দরত্না°)

ভৃঙ্গেরিটি (পুং) ভৃঙ্গে ভৃঙ্গবিষয়ে রিটতি অভিলষতীতি ভৃঙ্গেরিট্-কর্ত্তরি ই। অলুক্‌স°। ভৃঙ্গী। (ত্রিকা°)

ভৃঙ্গেষ্টা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণামিষ্টা। ১ ঘৃতকুমারী। ২ ভার্গী। ৩ তরুণী। ৪ কাকজম্বু। (রাজনি°)

ভৃজ, ভর্জ্জন, ভাজা, পাকভেদ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভর্জ্জতে। লোট ভর্জ্জতাং। লুঙ্ অভর্জ্জিষ্ট।

ভৃজায়ন (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

ভৃজ্জন (পুং) ভৃজ্যতে তণ্ডুলাদয়োঽস্মিন্নিতি ভ্রস্জ্ (ভু স্থ-ধৃ-ভ্রস্‌জিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮°) ইতি ক্যন্। অম্বরীষ, ভর্জ্জনপাত্র, চলিত ভাজনা-খোলা। (উজ্জ্বল)

ভৃণীয়, ক্রোধ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভৃণীয়তে। লুঙ্ অভৃণীয়িষ্ট।

ভৃণ্টিকা (স্ত্রী) ভিরিণ্টিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্বেতগুঞ্জা।

ভৃণ্ডি (স্ত্রী) বীচি, তরঙ্গ। (হারাবলী)

ভৃত (ত্রি) ভৃ-ক্ত। ১ পুষ্ট, বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত। ২ দাসভেদ। "উত্তমস্ত্বায়ুধীয়ো যো মধ্যমস্তু কৃষীবলঃ। অধমো ভারবাহী স্যাদিত্যেবং ত্রিবিধো ভৃতঃ॥"(মিতাক্ষরা) ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভরণ। ৪ ভরণীয়।

ভৃতক (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃ কর্ম্মণি ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্,

যদ্বা ভৃতেন বেতনেন উপজীবতীতি কন্। বেতনোপজীবী কর্ম্মকর্ত্তা, যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—ভৃতিভুজ্, কর্ম্মকর, বৈতনিক। (অমর)

"ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।" (মনু ৩।১৫৬)

ভৃতি (স্ত্রী) ভ্রিয়তেঽনেয়েতি ভৃ-ক্তিন্। ১ বেতন। ২ মূল্য। ৩ ভরণ। ৪ পোষণ। (মেদিনী)

"কালমানং ত্রিধা জ্ঞেয়ং চান্দ্রং সৌরঞ্চ সাবনম্।
ভৃতিদানে সদা সৌরং চান্দ্রং কৌসীদবৃদ্ধিষু॥" (শুক্রনীতি)

সৌর, চান্দ্র ও সাবন এই তিন প্রকার সময় নিরূপিত আছে, তাহার মধ্যে বেতনবিষয়ে সৌর মাসই বিহিত হইয়াছে। সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্য রাশি পর্য্যন্ত গমন-কালই সৌর মাস।

ভৃতিকা (স্ত্রী) বেতন। (দিব্যাবদান ৩০৩।৩০)

ভৃতিভুজ্ (পুং) ভৃত্যা ভুঙ্‌ক্তে, উপজীবতীত্যর্থঃ, ভুজ্ কর্ত্তরি ক্বিপ্। ভৃতক, বেতনোপজীবী, ভৃত্য।

ভৃত্য (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃ-(ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম্। পা ৩।১।১১২) ইতি ক্যপ্ (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুক্। দাস। পর্য্যায়—পরিকর্ম্মা, পরিচর, সহায়, পরিচারক, প্রেষ্য, উপস্থাতা, সেবক, অভিষর, অনুগ।

"ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্যপরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্‌যদা কথিতানি চ॥
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে তুলাঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকঃ পরীক্ষ্যতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥"
(গরুড়পু° ১১২ অ°)

বেতনগ্রাহী কর্ম্মকারকমাত্রই ভৃত্য। ভৃত্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া ভৃত্য রাখিতে হয়। যেরূপ সুবর্ণ তুলা, ঘর্ষণ, ছেদন ও তাপন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তদ্রূপ ভৃত্যও শাস্ত্রজ্ঞান, শীল, কুল ও কর্ম্ম এই চারি প্রকার গুণ দেখিয়া পরীক্ষা করা বিধেয়।

কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে কোন্ প্রকার কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে, গারুড়ে তাহার বিষয় এইরূপ আলোচিত হইয়াছে। কুল, শীল ও সকলগুণযুক্ত, সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং সুরূপ ব্যক্তি রাজ্যাধ্যক্ষ; মূল্য এবং রূপপরীক্ষা করিতে সমর্থ হইলে রত্নপরীক্ষক; যিনি বলাবলজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ, তাঁহাকে সেনাপতি, যিনি ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ এবং বলবান্, প্রিয়দর্শন ও প্রমাদশূন্য তিনি প্রতীহার। যিনি মেধাবী, বাক্‌পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রদ্রষ্টা এবং সাধুপ্রকৃতি তিনি লেখক; যিনি বুদ্ধিমান্, পরচিত্তোপলক্ষক, ক্রূর এবং যথোক্তবাদী তিনিই দূত; সকল শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং শৌর্য্য ও বীর্য্যশালী তিনি ধনাধ্যক্ষ; যিনি সত্যবাদী, আচারপূত ও শাস্ত্রদর্শী, তিনি সূপকার; যিনি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রিয়দর্শন এবং উত্তম-স্বভাব তিনিই বৈদ্য; যিনি বেদবেদান্তাদি সকল শাস্ত্রপারদর্শী, জপ ও হোমপরায়ণ এবং সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদদানে মঙ্গলবিধায়ক হন, তিনিই রাজপুরোহিত।

পূর্ব্বোক্তরূপ রূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা কর্ম্ম প্রদান করিবেন। নিয়মিতরূপে উহাদিগকে বেতন দেওয়া আবশ্যক। যিনি যেরূপ উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ বেতন দিবেন। কখন বেতনের শঠতা করিবেন না। (গরুড়পু° ১১২অ°)

"ভৃত্যং পরীক্ষয়েন্নিত্যং বিশ্বাস্যং বিশ্বসেৎ সদা।
নৈব জাতির্ন চ কুলং কেবলং লক্ষয়েদপি॥
কর্ম্মশীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতিকুলে ন হি।
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে॥" ইত্যাদি।
(শুক্রনীতি ২ অ°)

শুক্রনীতিতে ভৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যত্নের সহিত ভৃত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। ভৃত্যের কেবলমাত্র জাতি বা কুল পরীক্ষণীয় নহে; তাহার কর্ম্ম ও স্বভাব পরীক্ষা করা বিধেয়। বিবাহাদি কার্য্যেই কেবল জাতিকুল দেখিতে হয়। ভৃত্য জাতি বা কুল দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কার্য্যকুশলতা ও স্বভাব দ্বারাই আদরণীয় হইয়া থাকে। ভৃত্য সুশীল ও নিরলস হইয়া প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। আপনার কার্য্য যেরূপ যত্ন করিয়া করিতে হয়, প্রভুর কার্য্য তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ যত্ন করিয়া করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভৃত্য সর্ব্বদা পরিতুষ্ট, মৃদুভাষী, কার্য্যদক্ষ, শুচি এবং পরের উপকারে কুশল ও অপকারপরাঙ্মুখ হইবে; সৎকার্য্যে অদীর্ঘসূত্রী এবং অসৎকার্য্যে দীর্ঘসূত্রী হইবে, অর্থাৎ প্রভু যদি কোন সৎকার্য্যের আদেশ করেন, ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে এবং যদি কোন অসৎকার্য্যের আদেশ করেন, তাহা হইলে উহা যত বিলম্ব করিয়া করা সম্ভব হয়, তাহা করা আবশ্যক।

অসদ্‌ভৃত্য-লক্ষণ—শঠ, কাতর, লুব্ধ, সমক্ষে প্রিয়বাদী, মত্ত, ব্যসনযুক্ত, আর্ত্ত, যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করে, পরিদেবী (পাশাদি ক্রীড়াকারী), নাস্তিক, দাম্ভিক, অসত্যবাদী, অসূয়াকারী, অপমানকারক, অসদ্‌বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়ক, শত্রুর সেবক ও অধার্ম্মিক এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভৃত্য নিন্দনীয়। ইহাদিগকে নিন্দিত ভৃত্য কহে।

ভৃত্য রাত্রির পশ্চিম যামে উঠিয়া গৃহকার্য্যাদির বিষয়

চিন্তা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুষ্ঠান করিবে। দেড় মুহূর্ত্ত অর্থাৎ প্রায় তিন দণ্ড সময়ের মধ্যে নিজের কার্য্য সমাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবে। তথায় যাইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিবে। ভৃত্য সর্ব্বদা অনুদ্ধত-বেশে এবং প্রভুর নিকট প্রাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনি যত্নের সহিত সেই কার্য্য শেষ করিয়া তবে অন্য কার্য্য করিবেন। কোনও ব্যক্তির উপর অসূয়া ভৃত্যের বিশেষ অনিষ্টকারক। প্রভুর রহস্য বিষয় কখন প্রকাশ করিবে না। প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা বিনাশ কখন মনেও চিন্তা করিতে নাই। ভৃত্য যদি অপ্রধান থাকে, এবং উত্তমরূপে প্রভুর সেবা করে, তাহা হইলে সময়ে ঐ ভৃত্য প্রধান হয়, এবং যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি যদি স্বীয়কার্য্যে অবহেলা করেন, তাহাহইলে তিনিও সময়ে অপ্রধান হন।

"অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্যাৎ কালে চাত্যন্তসেবনাৎ।
প্রধানো হপ্যপ্রধানঃ স্যাৎ সেবালস্যাদিনা যতঃ ॥
নিত্যং সংসেবনরতো ভৃত্যো রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ।
স্বস্বাধিকারকার্য্যং যৎ প্রাক্ কুর্য্যাৎ সুমনা যতঃ ॥"(শুক্র° ২অ°)

অগ্নিপুরাণে ভৃত্যের কর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ভৃত্য শিষ্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, কখনও তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। অনুকূল প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে, হিতবাক্য অপ্রিয় হইলেও নির্জ্জনে কহিবে। কখনও বিত্তহরণ বা কদাচ প্রভুর অবমাননা করিবে না। প্রভুর ন্যায় বেশভূষাধারণ ভৃত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রভুর গুহ্য বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের আদেশ করিলে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ নিজে সেইকার্য্য সম্পাদন করিবে। স্বামিদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন সর্ব্বদা ধারণ করিবে। আদিষ্ট না হইলে দ্বারে প্রবেশ করিবে না। প্রভুর সমক্ষে কখন অযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে না। জৃম্ভা, নিষ্ঠীবন, হাস্য, কোপ, ভ্রুকুটী উদ্গার প্রভৃতি প্রভুসমীপে বর্জ্জনীয়। শঠতা, নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চাপল্য প্রভৃতি দোষ রাজসেবা-কালে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ভৃত্য প্রভুর সর্ব্বদা মনঃপ্রীতি-কর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার বিরক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অনুরাগ সহকারে কার্য্য করা বিধেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ে কথা কহিবে না। কেবল আপৎকালে প্রভুর হিতের জন্য ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান বিশেষ দোষাবহ নহে। কোন গুহ্যবিষয়ে আদেশ করিলে তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভয় করিবে না। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভৃত্যই সদ্-ভৃত্য। ইহার বিপরীত আচরণকারী কুভৃত্য।(অগ্নিপু° ২২১ অঃ)

ভৃত্যা (স্ত্রী) ভ্রিয়তে হনয়া ভরণমিতি বা ভৃ (সংজ্ঞায়াং সম জনিসদ্ নিপতমনবিদযুঞ্‌ শীঙ ভৃঞিণঃ। পা ৩।৩।৯৯) ইতি ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বেতন, ভরণক্রিয়া।

ভৃত্যতা (স্ত্রী) ভৃত্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভৃত্যের ভাব বা ধর্ম্ম, ভৃত্যের কার্য্য, ভৃত্যত্ব।

ভৃত্রিম (ত্রি) ভরণাজ্জাতঃ ভৃ-ত্রিমপ্। ভরণ হইতে জাত।

ভৃমি (পুং) ভ্রমতি ভ্রাম্যতি বেতি ভ্রম্ ভ্রমেঃ (সংপ্রসারণঞ্চ। উণ্ ৪।১২০) ইতি ইন্ কিৎ, সম্প্রসারণঞ্চ। ১ বায়ুবিশেষ, ঘূর্ণা বাতাস। ২ জলাদি ভ্রমণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৩ কর্ম্ম-নির্ব্বাহক "আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষি" (ঋক্ ১।৩১।১৬) 'ভৃমির্ভ্রামকঃ কর্ম্মনির্ব্বাহক ইত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৪ ভ্রমণশীল। "ইমা উবাং ভৃময়ো মন্যমানা" (ঋক্ ৩।৬২।১)

'ভৃময়ঃ ভ্রমণশীলাঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) ৫বীণাবিশেষ। "ভৃমিং ধমন্তো অপগা অবৃণ্বত" (ঋক্ ২।৩৪।১)

'ভৃম্যাখ্যঃ বীণাবিশেষস্তং ধমন্তো বাদয়ন্তো' (সায়ণ)

ভৃম্যশ্ব (পুং) ভৃময় ইব অশ্বাঃ যস্য। ঋষিভেদ। তস্য পুত্রঃ অণ্, ভার্ম্যশ্ব, তদপত্য। (নিঘণ্টু ৯।৪)

ভৃশ, অধঃপতন। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভৃশ্যতি। লোট্ ভৃশ্যতু। লুঙ্ অভর্শীৎ, ইদিৎ অভৃশৎ। লিট্ বভর্শ।

ভৃশ (ক্লী) ভৃশ্যতি প্রাচুর্য্যেণ বর্ত্ততে ইতি ভৃশ্-ক। ১ অতিশয়, অত্যন্ত (ত্রি) ২ অতিশয়যুক্ত।

"ভৃশমারাধনে যত্তঃ স্বারাধ্যস্য মরুত্বতঃ।" (ভারবি ১১।৪৬)

ভৃশক, শকবংশীয় নৃপতিভেদ। উঃ পঃ প্রদেশের বিজনোর জেলায় তন্নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ভৃশক্ষব (পুং) নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ্ণ ঘ্রাণো-পযোগাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি বিঘটিত হইলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।*

ভৃশপত্রিকা (স্ত্রী) মহানীলী। (রাজনি°)

ভৃশৎ (পুং স্ত্রী) পাষাণ। (শব্দরত্না°)

ভৃশম্ (অব্য°) ভৃশ—বাহুলকাৎ কমু, মান্তমব্যয়ম্। ১ মুহু, বারংবার। ২ শোভন। (শব্দরত্না°)

ভৃশাদি (পুং) ভৃশ-আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা,—ভৃশ, শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, সুমনস্, দুর্ম্মনস্, অভিমনস্, উন্মনস্, রহস্, রোহৎ, বেহৎ, তৃপৎ, শশ্বৎ, ভ্রমৎ, বেহৎ, শুচিস্, শুচিবর্চ্চস্, অন্তরবর্চ্চস্, ওজস্, সুরজস্, অর-

* "তীক্ষ্ণঘ্রাণোপযোগার্কর‍শ্মিসূত্রতৃণাদিভিঃ।
বাতকোপিভিরন্যৈর্ব্বা নাসিকাতরুণাস্থনি।
বিঘট্টিতে হনিলঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধঃ শৃঙ্গাটকং ব্রজেৎ।
নিবৃত্তঃ কুরুতেহত্যর্থং ক্ষবথুং স ভৃশক্ষবঃ॥"(বাভট উ° ১৯অ°)

জস্। চ্বির অর্থে ভৃশাদিগণের উত্তর ক্যঙ্ হয়। ক্যঙ্ প্রত্যয় হইলে পরে উহা ধাতু হয়, ভৃশ-ক্যঙ, ভৃশায়, লট্ ভৃশায়তে। ইত্যাদি। (পাণিনি)

ভৃষ্ট (ত্রি) ভ্রস্জ-ক্ত। জলোপসেক ব্যতীত বালুকা বা অগ্নি সংযোগ দ্বারা পক্ব, চলিত ভাজা।

ভৃষ্টকার (পুং) ভুঞ্জাবালা। যাহারা ছোলা, কলাই প্রভৃতি ভাজিয়া বিক্রয় করে।

ভৃষ্টকুলত্থ (পুং) ভর্জ্জিতকুলত্থক, চলিত ভাজা কুরতি কলায়। জরাবস্থায় অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকিলে ইহা সেবন করিলে ঘাম দূর হয়। (সারকৌ॰)

ভৃষ্টচণক (পুং) ভর্জ্জিত চণক, ভাজা ছোলা। মহারাষ্ট্রে—ফুটাভুংজা, কলিঙ্গ—হুরুকড়ল। ইহার গুণ—রুচিকর, বাতনাশক, রক্তের দোষজনক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, কফ ও শৈত্যনাশক। (রাজনি॰)

ভৃষ্টতণ্ডুল (পুং) ভর্জ্জিত তণ্ডুল, সিদ্ধচাউল বা চাউলভাজা।
"সুগন্ধিঃ কফহা রুক্ষঃ পিত্তলো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ।" (রাজনি॰)

ভৃষ্টতণ্ডুলান্ন (ক্লী) ভর্জ্জিত তণ্ডুলের অন্ন, সিদ্ধ চাউলের ভাত। চালভাজা, মুড়ি। ইহা লঘু ও অগ্নিপ্রদীপক।
"ভৃষ্টতণ্ডুলজং চান্নং লঘুবহ্নিপ্রদীপনম্।" (রাজনি॰)

ভৃষ্টমৎস্য (পুং) ভর্জ্জিত মৎস্য, ভাজা মাছ।

ভৃষ্টমাংস (ক্লী) ঘৃতাদি দ্বারা ভর্জ্জিত মাংস, ভাজা মাংস, ইহার গুণ বিদাহী এবং রক্ত ও বাতাদি দোষজনক। (ভাবপ্র॰)

ভৃষ্টমৃৎ (স্ত্রী) অগ্নিভর্জ্জন দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকা, চলিত পোড়ামাটী। স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায় এই মাটী অতিশয় ভাল বাসে।

ভৃষ্টযব (পুং) ভৃষ্টশ্চাসৌ যবশ্চেতি। ভর্জ্জনবিশিষ্ট যব, যব ভাজা, পর্য্যায় ধানা, বাট্টক। ভাজা যব, সাতু। ২ চিপিটক, চিড়ে। (পর্য্যায়মু॰)

ভৃষ্টান্ন (ক্লী) ভৃষ্টং অন্নং। ভৃষ্টতণ্ডুল, চলিত মুড়ি, পর্য্যায়—কুহর, ন্যাট্যা। (শব্দচ॰)

ভৃষ্টি (স্ত্রী) ভ্রস্জ-ভাবে ক্তিন্। ১ ভর্জ্জন। ২ শূন্যবাটিকা। (মেদিনী)

ভৃষ্টিমৎ (ত্রি) ভৃষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্। অগ্রিযুক্ত বজ্র, বজ্র অষ্টাশ্রিযুক্ত।
"বৃত্রস্য যদ্ ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র।" (ঋক্ ১।৫২।১৫)
'ভৃষ্টিমতা ভ্রংশয়তি শত্রূনিতি ভৃষ্টিরশ্রিঃ তদ্বতা বধেন হননসাধনেন বজ্রেণ, বজ্রো বা এষ যজ্ঞপঃ সোঽষ্টাশ্রিঃ কর্ত্তব্যঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ ঋষিভেদ।

ভৃ ১ ভর্জ্জন। ২ ভৎর্সন। ৩ ভরণ। ক্র্যাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ ভৃণাতি। লোট্ ভৃণাতু। লিট্ বভার, বভরতুঃ, লুট্ ভরিতা, ভরীতা। লুঙ্ অভারীৎ সন্ বভূর্ষ্যতি। যঙ্ বেভ্রীয়তে। যঙ্ লুক্ বর্ভর্ত্তি। ণিচ্ ভারয়তি। লুঙ্ অবীভরৎ।

ভেঁউচান (দেশজ) মুখবিকৃতিকরণ। স্বীয় মুখে ভিন্ন প্রকৃতির সদৃশীকরণ।

ভেঁপু (দেশজ) বালকদিগের বাজাইবার ছোট বাঁশী। বাঙ্গালায় রথযাত্রাদিনে তালপত্রনির্ম্মিত ভেঁপু বাজান বালকদিগের উৎসবমধ্যে গণ্য।

ভেক (পুং) বিভেতি ইতি ভী-(ইন্ ভীকাপাশল্যতীতি। উণ্ ৩।৪৩) ইতি কন্। জন্তু বিশেষ, চলিত ব্যাঙ। পর্য্যায় মণ্ডূক, বর্ষাভূ, শালুর, প্লব, দর্দ্দুর বৃষ্টিভূ, সালুর, প্লবঙ্গম, ব্যাঙ্গ, প্লবগ, শল্ল, নন্দন, গূঢ়বর্চ্চা, অজিহ্ব, জিহ্বমোহন, নন্দক, কৃতালয়, রেক, মণ্ড, হরি, লুলুক, শালূক, কটুরব। ইহার মাংসগুণ সত্ত্বলকর, শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি॰) ২ কৃষ্ণাভ্র। (রসচিন্তা॰) ৩ মেঘ।
"সংবৃণুতে হত্রীমুদধিনিদাঘনন্তো ন ভেকমপি।"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৫১)

ভেক, স্বনাম-প্রসিদ্ধ উভচর জীববিশেষ (Frog)। বাঙ্গালায় ব্যাঙ্ নামে অভিহিত। ভেকতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা প্রাণিবিদ্‌গণ ইহাদিগকে জল ও স্থলচর সরীসৃপের Amphibious reptiles মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পুচ্ছহীন Anourous ও সপুচ্ছ *urodèles* ভেদে বিভাগ করিয়া তাঁহারা ভেকজাতিকে প্রথমোক্ত শ্রেণিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, আমেরিকা ও য়ুরোপের নানা স্থানে ভেকজাতির বাস দেখা যায়। তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম পাওয়া দুষ্কর। ফরাসীভাষায়—Grenouille, জর্ম্মাণ—Frosch, ইতালীয়—Ranocchia, স্পেনীয়—Rana, ইংরাজী—Frog ও লাটিন—Batrachia salicuta নামে ভেকগণ পরিচিত, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভেকবংশের আকৃতিগত প্রভেদ আছে।

আকৃতিগত বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্থানে অস্থিসমাবেশের বিপর্য্যয় লক্ষ করিয়া প্রাণিবিদ্‌গণ ভেকজাতির মধ্যে তিনটী স্বতন্ত্র থাক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত তিন থাকের শ্রোণীফলকাস্থিসমূহের ossa ilii ও os innominata দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও সঙ্কোচাবস্থা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১ Rana বা জলবিহারী ভেকগণ অস্মদ্দেশীয় সোণা ব্যাঙের (Rana palutris) সদৃশ। ইহাদের মুখ ছুঁচাল, চক্ষুদ্বয় করোটির পার্শ্বদেশে উচ্চভাবে সংস্থিত, শ্রোণীসন্ধান হইতে

পশ্চাৎ পদতল পর্য্যন্ত ৪টী সন্ধিস্থান আছে,সম্মুখের পদদ্বয় মনুষ্য-হস্তের ন্যায় গ্রন্থিত্রয়-সমন্বিত, সম্মুখের পদে ৪টী ও পশ্চাৎ পদে ৫টা অঙ্গুলী আছে। পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিগুলি হংসের ন্যায় চর্ম্ম-পটহ দ্বারা জোড়া। ২ Tree Frogs বা Hyla bicolor দেখিতে কতকাংশে আমাদের দেশের—আসাপা-বেঙ্গের ন্যায়। ইহারা বৃক্ষাদি ও দেউলপ্রাচীর প্রভৃতিতে উঠিতে সমর্থ। বাঙ্গালার আসাপাগুলি শ্বেতকায় ও ক্ষুদ্রাকার, দেখিলে ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার Hyla bicolor গুলির Oxyrhynohus bicolor শ্রোণীফলকাস্থি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহারা স্বভাবতঃই কৃশকায়, সম্মুখ ও পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংসপিণ্ডবিলম্বিত। ৩ কোলাব্যাঙশ্রেণির মধ্যে যাহাদের শ্রোণীফলকাস্থি ক্ষুদ্র (Bufo vulgaris) তাহারা Bufo এবং যাহাদের ঐ অস্থি ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রশস্ত তাহারা (Pipa monstrata) Pipa সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সাধারণ ভেকজাতির নিম্ন-চোয়ালে দন্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার Ceratophyrs granosa শাখার দন্তস্থালিস্থ হনু-অস্থিগুলি এরূপ ভাবে সমুন্নত যে তাহাই সকল সময়ে দন্তের কার্য্য করিয়া থাকে। Bufonidæ শ্রেণির আদৌ দন্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু Hyladactylus শাখার নাসা-ফলকাস্থিতে এবং Sclerophrys শ্রেণির ভেকদিগের উচ্চ ও নিম্নহনূতে দন্ত-রাজি বিরাজিত দেখা যায়। গলাধঃকরণকালে তাহারা ঐ দন্ত দ্বারা ক্ষুদ্রতর মৎস্য, জলজ কীটাণু প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতে পারে। অনেক সময় তাহারা জিহ্বাগ্র দ্বারা পিপীলিকা প্রভৃতি ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। উহার চর্ব্বণ আবশ্যক হয় না। Pipa শ্রেণির এবং বৃহদাকার কোলাব্যাঙদিগের মুখবিবর এরূপ বিস্তৃত যে, তাহারা অনায়াসে কাশেরুক জন্তু গিলিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের ওষ্ঠাগ্র কোমল মাংসল নহে, দন্তাবলী-সংরক্ষিণী হনুদ্বয়ের অগ্রবর্ত্তী স্থান মৎস্য-সর্পাদির ন্যায় উপাস্থি দ্বারা গঠিত ও সূক্ষ্ম চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কারণ তাহারা অনায়াসে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থোপরিস্থিত কীটাদি গ্রহণে সমর্থ হয়।

জিহ্বাই তাহাদের খাদ্যাদি আহরণের প্রধান প্রসাধক। অন্যান্য জন্তর ন্যায় ইহাদের জিহ্বামূলে অস্থি নাই। নিম্নহনুদ্বয়ের সংযোগস্থানের গহ্বর হইতে ঐ জিহ্বা সমুত্থিত হইয়াছে। যখন ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন ইহাদের জিহ্বা বায়ুনলীর ছিদ্রমুখে বিন্যস্ত থাকে,কিন্তু যখন ভেকগণ শিকার-গ্রহণের প্রত্যাশায় জিহ্বা প্রসারিত করে, তখন বোধ হয় যেন তাহারা বলপূর্ব্বক উহাকে মুখবিবর হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। শিকার গ্রহণপূর্ব্বক মুখে উঠাইবার কালে তাহারা জিহ্বাকে এরূপভাবে ঘুরাইয়া আনে যে,উহার নিম্নতল উপরে উঠে এবং উপরি তল নিম্নদিকে যায়; আবার সেই জিহ্বা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিকারগ্রহণ-কালে তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত জিহ্বার প্রসারণ ও সঙ্কোচন কার্য্য সমাধা করে যে, চক্ষুর পলক না পড়িতেই কার্য্য শেষ হইয়া যায়। ইহাদের জিহ্বাগ্রে একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ থাকে। জিহ্বা প্রসারণমাত্রেই কীটাদি তাহাতে জড়াইয়া যায় এবং তাহাই তাহারা গলাধঃকরণ কালে উদরস্থ করে।

মাংসপেশীসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে বোধ হয় যে উহা তাহাদের লম্ফন, সন্তরণ ও গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী। পশ্চাৎ পাদমূল, জঙ্ঘা ও ঔদরিক পেশীসমূহ লম্ফন ও সন্তরণে সহায়তা করে এবং সম্মুখ পদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পশ্চাদ্ভাগের পদে ভর করিয়া তাহারা নিজ শরীরকে উত্তোলিত করে এবং পতনকালে সম্মুখের পদ অগ্রে মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া পরে পশ্চাদ্পদ সহ সমগ্র দেহ ভূমিতে রাখে। ১০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও,তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ভেকদিগকে সম্মুখ ভাগে প্রায় ১০।১২ হাত লাফাইতে দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের জলাভূমি ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ভেকের প্রাদুর্ভাব হয়। পল্লী বা নগরস্থ দুর্বৃত্ত বালকগণ ইষ্টকপ্রহার দ্বারা স্বভাবতঃ ভেকদিগকে উত্যক্ত করিয়া, ভেকদিগের জলে সন্তরণ, লম্ফ প্রদান ইত্যাদি কৌতুকাবহ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরে আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। বাস্তবিকই বর্ষার মেঘাবৃত নীরব নিশীথে বৃহদাকার কোলাব্যাঙসমূহের ঘন ঘন ক ক শব্দ এবং জলমধ্যে সবেগে উল্লম্ফন পথিকের পক্ষে একটী ভয়াবহ ব্যাপার। সেই নিস্তব্ধ স্তিমিত মেঘগর্জ্জন সঙ্গে ভেকদিগের শব্দসমুচ্চয় সংমিলিত হইয়া যেন সেই স্থানে ভীতির অস্পষ্টনিনাদ বিঘোষিত করিতেছে। ক্রোড়স্থ শিশু বিশেষ আবদার জুড়িলে মাতা এই বেঙ্গের ডাক শুনাইয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকেন।

দিবাভাগে চারিদিকে কর্ম্মজগতের ক্রিয়ারম্ভ হইলে ভেকের গভীরশব্দ তত সুস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় না বটে; কিন্তু তাহাদের জলক্রীড়া ও লম্ফনাদি সাধারণের দর্শনযোগ্য বিষয়। তাহাদের উত্তোলনকারী মাংসপেশী ও অস্থিশক্তির আধিক্য এবং নিম্ন দেহভাগের পুষ্টগঠনের উৎকর্ষতা অনুসারে তাহারা লাফাইতে সমর্থ হয়। ভেকদেহের আকৃতির পরি-মাণানুসারে তাহারা শূন্যমার্গে ২০ গুণ এবং সম্মুখে এক

লাফে তাহারা ৫০ গুণেরও অধিক পরিমিত স্থান লাফাইতে পারে।

তাহারা শ্বাসনালীপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুস্ ফুসে লইয়া যায়। শীত ঋতুতে যখন তাহারা গর্ত্তমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে লুকাইয়া থাকে, তখন বায়ুই তাহাদের বিশেষ আহার্য্যরূপে গণ্য হয়। তাহাদের পাকস্থলী অন্যান্য মাংসাশী জন্তুর মত। উদরস্থ পদার্থসমূহের পরিপাকক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য একটা স্বতন্ত্র অন্ত্র আছে। বেঙাচিগণ যখন পুষ্করিণীতে থাকিয়া শৈবালাদি উদ্ভিজ্জের দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, তখন ঐ শিরা দীর্ঘাকার থাকে। পরে প্রকৃষ্ট ভেকাকার ধারণপূর্ব্বক যখন তাহারা কীটাদি গলাধঃকরণ করিতে অভ্যাস করে, তখন হইতে ঐ শিরা প্রায় ৫ ভাগের চারভাগ কমিয়া যায়। যকৃতাংশ তিনটী গোলাকার পিণ্ডে বিভক্ত। উহার মধ্যে একস্থানে পিত্তকোষ অবস্থিত। প্লীহা গোলাকার ও ক্ষুদ্র। জননেন্দ্রিয়ও যকৃতের মধ্যদেশে স্থাপিত।

ভেকগণ অনেক দিন বাঁচে। ডিম্ব হইতে বাহির হইলে বেঙাচি নামে অভিহিত হয়। বেঙাচীর ল্যাজ খসিয়া গেলে দেহের পুনর্গঠন হয়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্রাকার ভেকগণ ইতস্ততঃ লাফাইয়া বেড়াইতে থাকে। তৎপরে অতিধীরে দেহের পুষ্টির সহিত তাহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কেহ না মারিলে তাহারা শীঘ্র মরে না। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা বহুদিন অনশনে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ভেকজাতির গঠন-পরিবর্ত্তনের তারতম্যানুসারে রক্তপরিচালন-ক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বেঙাচি অবস্থায় মৎস্যাদির ন্যায় তাহাদেরও হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তচালনা হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহারা পূর্ণ ভেকরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে। তৎকালে তাহারা ফুস্‌ফুস যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে এবং বেঙাচি অবস্থায় তাহাদের যে সকল রক্তবহা নালী ও গহ্বর ছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে ক্ষয় পাইয়া আইসে। তাহাদের শরীরে তিনটী প্রধানতম শিরা বিদ্যমান দেখা যায়,—১টী দ্বারা মস্তিষ্কে, ২য় টীতে দেহের নিম্নভাগে এবং ৩য়টী দ্বারা কোষাকার হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই শিরাত্রয় হইতে অন্যান্য শিরাসমুচ্চয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়।

পশুর্কা বা পঞ্জরাস্থির অভাব থাকিলেও তাঁহাদের শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ হানি হয় না। এমন কি, তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র বায়ুসেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে জলাশয়সমীপে একত্র হইয়া তাহারা পরস্পরে সঙ্গত হয়। গর্ভিণী ভেকের ঔদরিক স্ফীতিপ্রযুক্ত তাহার শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। যে সময় পর্য্যন্ত না তাহার ফুস্‌ফুসযন্ত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসগ্রহণক্ষম হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের গ্রীবার দুই পার্শ্বে রঙ্গীন রেখা দেখা যায়। গর্ভিণী এককালে ১৩ হইতে ১৪ শত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বে সবুজবর্ণের অণ্ডলাল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা শীঘ্র জমাট বাঁধে না। ডিম্বমধ্যস্থ লালা ক্রমে ভ্রূণরূপে পরিণত এবং উদরভাগের ক্ষতচিহ্ন নাভিতে পর্য্যবসিত হয়। কখন কখন একটী ডিম্বে দুইটী জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কখনও বা দ্বিমুণ্ড, ষড়্‌বাহু ও দুই পুচ্ছবিশিষ্ট ভয়ানক জীবের উৎপত্তি হইতেও দেখা গিয়াছে। বেঙাচির পুচ্ছ থাকিলেও তাহাতে অপরাপর ক্রিয়ার ব্যাঘাত থাকে না। তাহারা দন্ত দ্বারা শৈবালাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারে। ঐ সময়ে তাহাদের শ্বাসক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের শ্বাসশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। স্থানীয় বায়বীয় তাপের আধিক্যহেতু তাহাদেরও শ্বাস-ক্রিয়ার আতিশয্য দৃষ্ট হয়। M. Delaroche দেখিয়াছেন যে ৪২° হইতে ৪৭° ডিক্রী (F) উত্তাপে রক্ষিত ভেকাপেক্ষা ৮০° F বায়বীয় উত্তাপে রক্ষিত ভেক ৪ গুণ অধিক পরিমাণ অম্লজান গ্রহণ করে। জলশুদ্ধ কাচপাত্রে আবদ্ধ রাখিয়া ও গভীর স্রোতস্বিনী গর্ভে জাল দ্বারা কএকমাস ডুবাইয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভেকগণ অধিক দিন বাঁচে। তাহাদের এই বায়ুগ্রহণশক্তি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। কোন প্রস্তরপিণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ভেক প্রবিষ্ট হইয়া কোন অভাবনীয় কারণে নির্গত হইতে না পারিলে, সেই স্থানেই বায়ুভক্ষণ দ্বারা অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইলে জলবায়ুর গুণে সেই প্রবেশপথ প্রস্তরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখন উহার মধ্যে বায়ু বা আহার্য্য প্রবেশের কোনরূপ রন্ধ্র থাকে না। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে প্রস্তরছিদ্রের অবরোধ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ঐ ভেক কএক শতাব্দ কাল তন্মধ্যে নিহিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে তখনও জীবিত ও পুষ্টদেহ। প্রস্তর ভাঙ্গিবার সময় এরূপ জীবিত ভেকদেহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ বক্ল্যাণ্ড ঐ বাক্যের সপ্রমাণ জন্য ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কএকটী প্রস্তরের গোলাকার কোষ প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটীতে একএকটী কোলা বেঙ পুরিয়া উহার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ঐ ছিদ্রগুলি প্রথমে তিনি কাচ ও তদুপরে প্রস্তরখণ্ড দিয়া সিমেণ্ট

লেপনে আবদ্ধ করেন। অবশেষে ঐ প্রস্তর-গোলাগুলি তিনি ১৩ মাস কাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে পুঁতিয়া রাখেন। উহাতে কএকটীর আকৃতি পুষ্টি ও কএকটীর দেহের হ্রাস হইয়াছিল।*

জল ও বায়ুর শোষণ অর্থাৎ সন্তরণকালে জলগ্রহণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া তাহারা যে ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা অনুধাবন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহারা যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার কতকাংশ পরিপাক করিয়া ফেলে এবং অপরাংশ গাত্রচর্ম্মের ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। শরীরগত জলীয় পদার্থ চর্ম্মমুখে নিঃসৃত হয় বলিয়া তাহারা অত্যধিক উত্তাপেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ১০৪° (F) উত্তপ্ত জলে তাহারা দুই মিনিট কাল পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু ঐ পরিমাণ উত্তপ্ত বায়ুতে তাহারা অনায়াসে ৪ বা ৫ ঘণ্টা কাল জীবিত থাকে। যে পরিমাণে তাহারা শরীরাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া গাত্রচর্ম্ম শীতল রাখিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বাহ্যতাপ সহ্য করিয়া জীবনরক্ষায় সমর্থ হয়।

জীবজগতে থাকিয়া এই ক্ষুদ্রাকার জীব অল্পবিস্তর সকল বিষয়েই ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়াছে। বৃক্ষকোটর বা প্রস্তরপিণ্ডের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন একমাত্র ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যোগিগণ যেরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ সমাধানপূর্ব্বক যুগযুগান্তর বর্ত্তমান থাকিতে সমর্থ হন, এই ভেকজাতিও সেইরূপ কোন অপূর্ব্ব কৌশলে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করে।

ঈশ্বরের অলৌকিক সৃষ্টিমধ্যে এই জীব অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মস্তিষ্ক, স্নায়বিক দেহ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অবস্থায় ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। তবে শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাদের দর্শনশক্তির প্রাধর্য্য অধিক দৃষ্ট হয়। যেরূপ সূক্ষ্মভাবে শিকার লক্ষ্য করিয়া তাহারা লাফাইয়া পড়ে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দর্শনের পর তাহাদের স্পর্শশক্তিই উল্লেখযোগ্য। একমাত্র তাপসহিষ্ণুতা তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

ভেকদিগের শরীরে একরূপ বিষ বর্ত্তমান আছে। এ বিশ্বাস ভারত ও য়ুরোপবাসী সকলেই বিদ্যমান। বাঙ্গালায় উহা গরল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ রস কাহারও গায় লাগিলে সেই স্থান বিষাক্ত হইয়া গরলের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। ঐ বিষ সমগ্র গাত্রচর্ম্ম, মস্তক, স্কন্ধ ও পদচতুষ্টয়ে এবং শরীরাংশের কোষবিশেষে বিদ্যমান দেখা যায়। ভেক চাপিয়া ধরিলে ঐ রস সবেগে নির্গত হয়।

মহাবংশের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সম্রাজ্ঞী অশোকপত্নী ভেকবিষে মগধস্থ মহাবোধি বৃক্ষ দহন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতে ইহাদের বিষপ্রভাব ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক আছে।

য়ুরোপবাসী সুসভ্য জাতিমাত্রই এবং ব্রহ্মবাসী, চীনবাসী ও ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ভেকমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণভারতে য়ুরোপাগত খৃষ্টানরমণীগণ প্রতি শুক্রবারে ভেকমাংস ব্যবহার করে। চীনদেশে ভেকমাংসের অধিক আদর দেখা যায়। ক্ষুদ্র হ্রদ বা জলাশয়তীরে ও ধান্যক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ভেকের বাস দেখা যায়। চীনবাসিগণ ভেকবহুল স্থানে যাইয়া ভেকশিকার করে। তাহারা একটী বড়শীতে ফড়িং অথবা ক্ষুদ্র একটী ভেক গাঁথিয়া পুষ্করিণ্যাদিতে শোলমাছ ধরার ন্যায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন একটী বৃহদাকার কোলাব্যাঙ্ উহাকে দেখিতে পাইলে শিকারের লোভে সেই স্থানে লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রভাবে উহা গলাধঃকরণ করে। সূত্রের টান দেখিয়া সেই ভেকজীবী সেই ভেককে টানিয়া আনিয়া তাহাকে আপন ঝুড়ী মধ্যে পুরিয়া রাখে এবং বাজারে আসিয়া বিক্রয় করে।

চীনবাসিগণ যেরূপ নির্দ্দয়তার সহিত ভেকহত্যা করে, তাহা দেখিলেই হৃদয়তন্ত্রী ব্যথিত হয়। তাহারা ভেকবোঝাই একটী ঝুড়ী বা টব লইয়া বাজারে আইসে এবং ক্রেতার অভিরুচি মত তাহাকে কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। প্রথম তাহারা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ভেকের মুণ্ডচ্ছেদ করে ও পরে একবারে সমগ্র দেহের ছাল খুলিয়া লয়; এইরূপে সজীব জন্তুকে সর্ব্ব সমক্ষে ছাড়াইয়া তাহারা ওজন করিয়া বিক্রয় করে।

ফরাসীদিগের মধ্যে ভেকমাংস একটী উপাদেয় ও মূল্যবান্ খাদ্য। খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য তাহারা ভেকদিগকে বিশেষযত্নের সহিত পালন করে।

আমাদের দেশে ভেকের উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী

---

* প্রবাদ, প্রস্তর গর্ভনিহিত এই ভেকগুলি প্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের (Antediluvian toads), ডাঃ বক্‌লণ্ডের প্রমাণে সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞানবিবরণীতে (Memoirs of the Academy of Sciences) প্রকাশ যে, একটী প্রাচীন এলম্ বৃক্ষের গর্ভমধ্যে এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ন্যাণ্টজ্ নগরের একটি পুরাতন ওক্ বৃক্ষের গর্ভমধ্যে একটি ভেক নিবদ্ধ ছিল। তাহার প্রবেশপথ আদৌ দেখা যায় নাই। বৃক্ষের আকৃতি ও অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় যে অন্ততঃ এক শতাব্দ কাল ঐ ভেক বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হইয়া পরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

Eng. Cyclo. Nat. Hist. Vol .I. p. 159.

প্রবাদ আছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে চক্ষুর্জ্যোতি হ্রাস হইলে তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া গৃহিণীগণ 'খর্পর-সরা'র কাজল চক্ষে দেয়, সেই সময়ে কখন তাহারা ভেকের মাথা অল্পমাত্র চিরিয়া সেই রস রোগীর কপালে দেয়। বিশ্বাস এই যে, ভেকবিষে রোগীর চোখের জাল-পড়া সারিয়া যায়। অনেক সময়ে এরূপ প্রয়োগে উপকার দর্শে বটে, কিন্তু সময়ে তাহার ফলোদয় হয় না। রোগবিশেষে ভেক-মাংসের ঝোল খাওয়াইবার বিধি আছে। পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ ভেকশরীরে তাড়িতশক্তির সঞ্চালন-ক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন। বাইবেলগ্রন্থেও ফেরো রাজার ভেকবিপত্তির কথা আছে।

ভেকজমুক্তা, ভেকের মস্তকে জাত মুক্তারূপ প্রস্তরবিশেষ। ভাবপ্রকাশমতে ঐ মণি ভুজঙ্গমণির তুল্য পদার্থ। উহা দর্দ্দুর নামে খ্যাত। [মুক্তা শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভেকট (পুং) ভেক ইব টলতি ভেক-টল-ড। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাকুট বা ভেট্‌কীমাছ।

ভেকটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ভেকুটমাছ। স্বনামপ্রসিদ্ধ এই মৎস্য (Coius Vacti) সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। ইহা দেখিতে অনেকটা ভ্যাদোস মাছের মত, কিন্তু উহাপেক্ষা অনেক বৃহদাকার হইয়া থাকে। ইহার মুখবিবর উপাস্থি দ্বারা বিলম্বিত। এই মৎস্য খাইতে সুমিষ্ট। য়ুরোপীয়গণ ইহা ভোজনে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। আদার রস দিয়া ইহার ব্যঞ্জনাদি পাক করিলে উত্তম হয়।

ভেকনি (পুং) মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাঙ্গন মাছ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর এবং গুরু। (রাজব°) ইহার পাঠান্তর ভেকলি এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেকপর্ণী (স্ত্রী) ভেকাকৃতি-পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। মণ্ডূকপর্ণী।

ভেকভুজ্ (পুং) ভেকং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। সর্প।

ভেকমূত্র (ক্লী) ভেকস্য মূত্রং। ভেকের মূত্র, ব্যাঙের মূত।

ভেকরাজ (পুং) ভেকানাং রাজা, টচ্ সমাসং। ১ মহাভেক। ২ ভৃঙ্গরাজ। (বৈদ্যকনি°)

ভেকাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনভেদ। নিজ বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া পাদদ্বয় স্কন্ধোপরি স্থাপন করিবে, তাহার উপর হস্তদ্বয় রাখিলে এই আসন হয়। এইরূপ আসন করিয়া ইষ্টদেব ধ্যান করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। *

* "ভেকনামাসনং যোগং নিজবক্ষসি স্বং মুখং।
নিধায় পাদযুগলং স্কন্ধে বাহো পদোপরি॥
ধ্যায়েদিষ্টপদং শ্রীমান্ আসনস্থঃ সুখাচ্চ তৎ।
যদি সর্ব্বাঙ্গমুত্তোল্য গগনে খেচরাসনম্॥" (রুদ্রযামল)

ভেকী (স্ত্রী) ভেক-(জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ। পা ৪।১।৬৩) ইতি ঙীষ্। ভেকপ্রিয়া, স্ত্রীব্যাঙ, পর্য্যায়—শিলী, গণ্ডূপদী, বর্ষভী। (অমর) ২ মণ্ডূকপর্ণীবৃক্ষ।

'ভেকী মণ্ডূকপর্ণী চ মণ্ডূকী মূলপর্ণ্যপি।' (রত্নমালা)

ভেকুরি (স্ত্রী) অপ্‌সরোরূপ নক্ষত্র। "সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চ-ন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্‌সরসো ভেকুরয়ো নাম" (শুক্লযজুঃ ১৮।৪০) 'তস্য চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রাণি নাম অপ্‌সরসঃ কীদৃশ্যঃ ভেকুরয়ঃ ভাং কান্তিং কুর্ব্বন্তীতি ভেকুরয়ঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ' (বেদদীপ°)

ভেকুরা (দেশজ) ১ নির্ব্বোধ, বোকা। ২ অতিশয় সরল-প্রকৃতি।

ভেঙ্গচান (দেশজ) মুখভেঙ্গান, মুখাবয়বাদির বিকৃতীকরণ। ২ সদৃশীকরণ।

ভেজ (দেশজ) প্রেরণ, পাঠান।

ভেজান (দেশজ) বন্ধকরণ, যেমন দোর ভেজান।

ভেজাল (দেশজ) কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের মিশ্রণ।

ভেট (দেশজ) ১ পরস্পরের সন্দর্শন। ২ দুই বন্ধুতে বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ। ৩ প্রভুর সাক্ষাতে প্রদত্ত সওগাদ বা উপঢৌকন

ভেটকী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [ভেকটী দেখ।]

ভেটমহারাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা।

ভেটা (দেশজ) সাক্ষাৎ করন। পরস্পরের সন্দর্শন।

ভেটিয়ারখানা (পারসী) সরাই। হোটেল। সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ স্থান। গৃহস্থের বাসগৃহ বিশৃঙ্খলতানিবন্ধ হইলে ভেটেরাখানা শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

ভেটিয়াল (দেশজ) ভাঁটা বা নিম্নগামী স্রোতোবাহী।

ভেটী (দেশজ) বিবাহের সময় পল্লিস্থ ব্যক্তিবর্গ বরকর্ত্তার নিকট হইতে সাধারণের প্রীতি-ভোজের জন্য যে টাকা আদায় করেন।

ভেটীয়ারা (দেশজ) খাদ্যবিক্রয়ী।

ভেটীমাড়চা (দেশজ) প্রজাগণ কন্যা ও পুত্রের বিবাহাদি কার্য্যে যে টাকা ও দ্রব্যাদি দেয়, তাহাকে ভেটীমাড়চা কহে।

ভেড়, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা (সহ্যা° ৩১।২৯), ২ জনৈক আভিধানিক।

ভেড় (পুং) ভী-বাহুলকাৎ ড়, অন্যেতং ন গুণত্বঞ্চ। মেষ, চলিত ভেড়া। [মেষ দেখ।]

ভেড়াগিরি, রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত একটী পর্ব্বত। ভেরভ্রণ্ডু নামে প্রসিদ্ধ। (রাজতরঙ্গিণী ১।৩৫)

ভেড়া (দেশজ) ১ মেষ। ২ নির্ব্বোধ মনুষ্যের প্রতি শ্লেষোক্তি।

ভেড়ামি (দেশজ) ভেড়ার ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতা।

ভেড়ী (স্ত্রী) ভেড়-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্ত্রীমেষ, ভেড়-ভার্য্যা, অবী। ইহার দুগ্ধগুণ—লবণ, স্বাদু, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, অশ্মরী-নাশক, অহৃদ্য, তর্পণ, কেশের হিতকর, শুক্র, পিত্ত ও কফ-বর্দ্ধক। কাস ও বায়ুরোগে হিতকর। (ভাবপ্র॰)

২ নিম্নভূমির চারি দিক্‌স্থ বাঁধ। এই বাঁধসমীপস্থ জলখাতপ্রাপ্ত মৎস্য ভেড়ীর মাছ নামে খ্যাত।

ভেড়ীবন্ধী (দেশজ) বাঁধ দ্বারা নিম্নভূমির জলাবরোধ।

ভেড়ীবালা (দেশজ) ১ মেষ ব্যবসায়ী। ২ তৎসাহচর্য্যহেতু নিরীহ স্বভাবাপন্ন।

ভেড়ুয়া, (হিন্দি) ১ নাচওয়ালী বেশ্যাগণের সহগামী বাদ্য-কর। ২ রমণদূত, কোটনা।

ভেতরগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রায়বরেলী নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে কাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অন্নদা দেবীর উৎসব-পর্ব্বে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভেড্রু (পুং স্ত্রী) ভেড়-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মেষ।

ভেতব্য (ত্রি) ভী-তব্য। ভয়ার্হ, ভয়ের যোগ্য।

ভেতুয়া (হিন্দী) ভক্তপ্রিয়। ২ অন্নদাস, অন্নের জন্য লালায়িত।

ভেতো (দেশজ) ১ ভাতভক্ত। ভাত খাইয়া যাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ২ ভীরু,সাহস হীন।

ভেতোচেঙ্গুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ভেত্তৃ (ত্রি) ভিনত্তীতি ভিদ্-তৃচ্। ভেদকর্ত্তা।

"কুদ্দালপাণির্বিজ্ঞেয়ঃ সেতুভেত্তা সমীপতঃ।" (ব্যবহারত॰)

ভেদ (পুং) ভিদ্-ঘঞ্। শত্রুবশীকরণোপায় চতুষ্টয়ের অন্তর্গত তৃতীয় উপায়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। যে কোন উপায়ে শত্রুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ দলভুক্ত করার নাম ভেদ। পর্য্যায়—উপজাপ, পৃথক্‌করণ, অন্য হইতে বিশ্লেষ।

"পরস্পরস্থ যে দুষ্টাঃ ক্রুদ্ধা ভীতাবমানিতাঃ।
তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ॥"(মৎস্যপু॰২২২)

যাহারা পরস্পর বিদ্বিষ্ট, ক্রুদ্ধ, ভীত ও অবমানিত, তাহা-দিগের প্রতিই ভেদ প্রয়োগ করিবে, যে হেতু তাহারা ভেদ-সাধ্য। যে দোষে লোকে ভয় পায়, তাহাদিগকে সেই দোষ দেখাইয়া ভেদ করা বিধেয়। প্রবল শত্রুর প্রতি ভেদ জন্মাইতে না পারিলে তাহাদিগকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য বিশেষ যত্নের সহিত শত্রুর ভেদ জন্মান আবশ্যক। ২ ন্যায়মতোক্ত অন্যোন্যাভাব। যথা ঘটাৎ পটস্য ভেদঃ, ঘট হইতে পটের যে ভেদ, তাহা অন্যোন্যাভাব, তাদাত্ম্যরূপে অভাব। [অভাব দেখ]

ভেদ (দেশজ) ১ অত্যধিক মলত্যাগ। ২ তরল মলনির্গম।

ভেদক (ত্রি) ভিদ্-ণ্বুল্। বিদারক।

"সংক্রমধ্বজযষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ।
প্রতিকুর্য্যাচ্চ তৎ সর্ব্বং পঞ্চ দদ্যাচ্ছতানি চ॥" (মনু ৯।২৮৫)

২ বিরেচক ঔষধাদি। ৩ ভেদকারক। ৪ বিশেষণ।

"স্ত্রীদারাদ্যৈর্যদ্বিশেষ্যং যাদৃশৈঃ প্রস্তুতং পদৈঃ।
গুণদ্রব্যক্রিয়াশব্দাস্তথা স্যুস্তস্য ভেদকাঃ॥" (অমর)

ভেদকর (পুং) ভেদং করোতীতি কৃ-ট, ভেদস্য করঃ। ভেদকারক, যিনি ভেদ করেন, ভেদক।

ভেদকারিন্ (ত্রি) ভেদং করোতি কৃ-ণিনি। ভেদক, ভেদকৃৎ।

ভেদধিক্কারন্যক্কারনিরূপণ, বেদান্তমতাবলম্বি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ। নরসিংহদেব এই গ্রন্থে রামানুজমত খণ্ডন করিয়াছেন।

ভেদন (ক্লী) ভিদ্যতে হনেনেতি ভিদ-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ হিঙ্গু। (রাজনি॰) (ত্রি) ৩ ভেদকারক।

"তদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥" (ভাগ॰ ৩।২৬।২)

৪ বিরেচনকারক। (পুং) ৫ অম্লবেতস। ভিনত্তি ভূমিমিতি ল্যু। ৬ শূকর। (রাজনি॰)

ভেদন, (বসইকেলা) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গোঁড় সামন্তরাজ্য। এখন সম্বলপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার গোঁড়-সর্দ্দারেরা ৬০ বর্গমাইল স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিত। প্রবাদ, সম্বলপুরের প্রথম চৌহান-রাজ বলরাম দেব প্রায় তিন শতাব্দ পূর্ব্বে এই সম্পত্তি শিশা-রায় গোঁড়কে প্রদান করেন। উক্ত শিশা রায় হইতেই এখানকার সর্দ্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখান-কার সর্দ্দার মনোহর সিংহ বিদ্রোহী সুরেন্দ্র সায় সহিত যোগদান করায় রণক্ষেত্রে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার না-বালক পুত্র বৈজনাথ সিংহ রাজা হন। বালকরাজের রাজত্ব-কালে রাজপরিবার মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বহস্তে ইহার শাসন-ভার গ্রহণ করেন। এই সামন্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাসন-কার্য্যের জন্য ১৫ শত টাকা ব্যয় করা হয়। এখানে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, লড়া, কুলতা, গোঁড় ও খিমাল জাতির বাস আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা॰ ২১°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৩°৪৭´৩০″ পূঃ। এখানে ধান্য, কলাই, তৈলকর বীজ ও ইক্ষুচিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভেদবাদিন্ (ত্রি) ভেদং বদতি বদ-ণিনি। ১ ভিন্ন মতাব-লম্বী। ২ যাঁহারা এক ব্রহ্মে ভিন্নরূপত্ব বা ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকেন। এই ভেদবুদ্ধি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত মতের সৃষ্টি হইয়াছে। [দ্বৈত, অদ্বৈত ও ব্রহ্মশব্দ দেখ।]

একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রেই ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, চার্ব্বাক প্রভৃতি দর্শনকারগণ ভেদবাদের আলোচনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। [বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শব্দ দেখ।]

ন্যায়শাস্ত্রমতে,—বস্তুবিশেষের মধ্যে পরস্পরের বিভিন্নতাদ্যোতক যে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই ভেদবুদ্ধি। একে অন্যের প্রকৃতির অস্তিত্বাভাব অবলোকন করিয়া স্বভাবতঃই মনে যে বৈষম্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ের পার্থক্য নিরাকরণ জন্য নৈয়ায়িকগণ যে বিশেষ বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই আলোচনাপর ব্যক্তিমাত্র।

পুরাণবর্ণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি উপাস্য দেবতাবিশেষে ভেদজ্ঞান-কল্পনাকারীই ভেদবাদী। দেবতায় ভেদবুদ্ধিকারী বিশেষ নিন্দনীয়।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥" (পদ্মপু০)

রামানুজ, কবীর ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক হইলেও পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা প্রকৃত ভেদবাদী না হইয়া প্রকারান্তরে ভেদবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। সংক্ষেপশঙ্করজয়পাঠে জানা যায় যে, 'ভাস্কর ভেদাভেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শাক্ত, নীলকণ্ঠ ভেদবাদী, প্রভাকরগুরু ও মণ্ডনমিশ্র ভট্টমতানুযায়ী ছিলেন। (সংক্ষেপশ০ ৫।৫০)

সকল ধর্ম্মমতেই উপাসনাভেদে ভেদভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। পৌত্তলিকতা, আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ তাহার কারণ। মূর্ত্তিগত উপাসনা ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' রূপ পরব্রহ্মের আরাধনায় ভেদভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি মূর্ত্তিগত উপাসনার প্রকৃষ্ট বিরোধী, সুতরাং তাহারাই প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী। বুদ্ধদেব জগতে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া যান। তিনি বিম্বিসার নৃপতির শক্তিপূজায় ছাগবলি শুনিয়া কাতর হন। তিনি হিংসাপ্রবণ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা পান। তাই তন্মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের ভেদবাদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

ভেদবাদিন্, ভাগবতপুরাণ-টীকাপ্রণেতা।

ভেদনীয় (ত্রি) ভিদ্-অনীয়র্। ভেদনযোগ্য, ভেদনার্হ।

"বিভিদ্ভির্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশাংস্ততস্ততঃ॥" (রামা২।৮০।১০)

ভেদসহ (ত্রি) ভিন্নকরণে সমর্থ।

ভেদিত (ত্রি) ভিদ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ভিন্ন, দারিত। (অমর) (পুং) ২ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ। সকল শাস্ত্রে ইহা নিন্দিত।

"আদ্যয়ং হৃদয়ে শীর্ষে বষট্ বৌষট্ চ মধ্যমে।
স এব ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

ভেদিত্ব (ক্লী) ভেদিনো ভাবঃ ত্ব। ভেদকের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভেদিন্ (ত্রি) ভেত্তুং শীলমস্যেতি ভিদ্-ণিনি। ১ ভেদকর্ত্তা, ভেদবিশিষ্ট। (পুং) ২ অম্লবেতস। (রাজনি০)

ভেদিনী (স্ত্রী) ১ ভেদকারিণী। ২ তন্ত্রোক্ত শক্তিবিশেষ। এই শক্তির সাহায্যে যোগাভ্যাসরত মানব ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারে। শক্তিসাধনা শেষ হইলে যোগী শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়। (রুদ্রযামল ৩০।৩১ অঃ)

ভেদিনীবটী, প্লীহা-যকৃতাধিকারে প্রয়োগযোগ্য ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গোক্ষুর, সিজের আটা ও পিপুল একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

ভেদির (ক্লী) ভিদুর, বজ্র।

ভেদুর (ক্লী) ভিদুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভিদুর, বজ্র। (দ্বিরূপকোষ)

ভেদ্য (ত্রি) ভিদ্-ণ্যৎ। শস্ত্রাদি দ্বারা বিদার্য্য। সুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রে ১৪ অধ্যায়ে ভেদ্য রোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ব্রণপীড়া দেখ।]

ভেয় (ক্লী) ভয়ভীত। ইতস্ততঃ পলায়িত।

"অরেহিঁ দুর্হদাদ্ ভেয়ং ভগ্নপৃষ্ঠা দিবোরগাৎ। (ভারত ১২প০)

ভেয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভের (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী (ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্রেতি। উণ্ পা ২।২৮) ইতি রন্। ১পটহ। ২ ভেরী। ৩ দুন্দুভি। (উজ্জ্বল)

ভেরব, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩১।৩৬)

ভেরা, পঞ্জাব প্রদেশের শাহাপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ১১৮১ বর্গ মাইল। এখানকার বিজ্‌ঝি গ্রামের সন্নিকটে একটা সুবৃহৎ ভগ্ন স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহাতে পঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন গ্রীক সমৃদ্ধির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এস্থানে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও শাহপুর তহশীলের বিচার সদর। অক্ষা০ ৩২° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭২° ৫৭´ পূঃ।

ঝেলাম নদীর বামকূলে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিন দিন বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। এই নগরের প্রাচীনাংশ এখনও নদীকূলে দৃষ্ট হয়। মোগলসম্রাট্ বাবরের আক্রমণকালে এখানকার নগরবাসিগণ ২ লক্ষ টাকা নজর দিয়া মোগলাক্রমণ হইতে আত্মসম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। পরে উহা নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা ধ্বংসে

পরিণত হয়। জোবনাথ নগরের ধ্বংসাবশেষ ডাঃ কনিংহাম কর্তৃক মাকিদন-বীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক গ্রীকরাজ সোফাইটিসের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান-পীরের সমাধি-মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে বর্ত্তমান নগর নির্ম্মিত হয়। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ইহা একটী রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্ররূপে গণ্য ছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানরাজ আহ্মদশাহের সেনানী নুর উদ্দীন্ কর্ত্তৃক এই স্থান লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভঙ্গী সর্দ্দারদিগের যত্নে এখানে পুনরায় লোকসমাগম হইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন হইতে আরম্ভ হয়। ইংরাজাধিকারে ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত আমেরিক-যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তৃতরূপে তুলার কারবার চলিয়াছিল। এখনও এখানে ঘি, দেশী ও বিলাতী কার্পাস বস্ত্র, নামদা, কম্বল, রেশমী ও পশমী বস্ত্র, তরবারি, ছুরি, লৌহ ও তাম্রপাত্রাদি এবং চাউল, চিনি ও গুড় প্রভৃতির বাণিজ্য দেখা যায়।

ভেরাঘাট, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নর্ম্মদানদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয়। স্থানীয় মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত পর্ব্বতভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদানদীর ও 'বানর ঝম্ফ' নামক গিরিসঙ্কটের সৌন্দর্য্য চন্দ্রালোকে এতই মনোরম যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে পর্য্যাটকগণ এই মর্ম্মর ধবল অদ্রিমালার শোভা সন্দর্শনে এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রবাদ, দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতারোহণে আসিয়া নর্ম্মদার অবরুদ্ধ গতি প্রসারিত করিবার জন্ত স্বীয় বজ্রাস্ত্র দ্বারা এই পার্ব্বত্যসঙ্কট ভেদ করিয়া দেন। এখনও স্থানীয় অধিবাসিগণ ঐ পর্ব্বতোপরি হস্তিপদচিহ্ন দেখাইয়া থাকেন এবং সাধারণে তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী একটী অদ্রিতে হিন্দুর দেবমন্দির স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মন্দিরে উঠিবার জন্ত একধারে সোপনাবলী গ্রথিত আছে। মুসলমানেরা এখানকার শিব প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেয়। শুনা যায়, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মোগলসৈন্ত সংগ্রামপুরে অবস্থানকালে এইস্থান শ্রীহীন করিয়া যায়। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটী ধর্ম্মমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলপথের মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এইস্থান ৩ মাইল।

ভেরি (স্ত্রী) বিভ্যতি শত্রবোঽস্যা ইতি ভী (বঙক্র্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) ইতি ক্রিন্ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃহড্ঢক্কা। পর্য্যায়—আনক, দুন্দুভি, (অমর) ভেরী, আনকদুন্দুভি, আনকদুন্দভী। (ভরত)

ভেরী (স্ত্রী) ভেরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। বৃহড্ঢক্কা।

"ভেরীশব্দমকৃত্বা তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েৎ।
বধিরো জায়তে ভূমে! জন্মৈকঞ্চ ন সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°)

ভেরী, মধ্য ভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। তাঁহারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের একখানি ইকরারনামা ও সনন্দের অনুবলে এই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। সামন্তরাজের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তাঁহার ২৫জন অশ্বারোহী ও ১২৫পদাতি সেনা আছে।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। বেত্বা (বেত্রবতী) নদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভেরীস্বনমহাস্বনা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।
(ভারত শল্যপ° ৪৭ অ)

ভেরেন, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২০ বর্গ মাইল।

ভেলানী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হায়দরাবাদ জেলার নৌসহর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহার পার্শ্বদেশে হলানি নামক নগর অবস্থিত।

ভেরুণ্ড (ক্লী) ১ গর্ভধারণ। (ত্রি) ২ ভয়ানক। (শব্দরত্না°)

ভেরুণ্ডা (স্ত্রী) ভেরুণ্ড-টাপ্। ১ দেবতাবিশেষ। ২ যক্ষিণীভেদ।

"ত্রিকোণনিলয়া নিত্যা পরমামৃতরঞ্জিতা।
মহাবিদ্যেশ্বরী শ্বেতা ভেরুণ্ডা কুলসুন্দরী॥"(কালীকুলসর্ব্বস্ব)

ভেরেণ্ডা (দেশজ) এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরাণ্ডা গাছ।

ভেল (ত্রি) ভী (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন রস্য লত্বং। ১ ভীরু। ২ মূর্খ। (মেদিনী) ৩ চঞ্চল। ৪ মুনিভেদ। (পুং) ৫ ভেলক।

ভেলক (পুং ক্লী) ভেল-স্বার্থে কন্। নদ্যাদি-তরণসাধন বস্তু, চলিত ভেলা, পর্য্যায়—প্লব, কোল,উড়ুপ,তরণ, তারণ,তারকণ্ব, তরীষ। (জটাধর)

ভেলুপুরা (স্ত্রী)বারাণসীধামের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

ভেষ, ভয়। ভ্বাদি° উভয় সক° সেট্। লট্ ভেষতি-তে। লোট্ ভেষতু-তাং। লুঙ্ অভেষীৎ, অভেষিষ্ট।

ভেষজ (ক্লী) ভিষজো বৈদ্যস্যেদমিত্যণ্; নিপাতনাদেত্বং, বা ভেষং রোগং জয়তীতি জি-ড। ঔষধ। ঔষধসেবন কালাদির বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—প্রাতঃকালই ঔষধ সেবনের উত্তম কাল, বিশেষতঃ ক্বাথ ঔষধ প্রাতঃকালেই

সেবনীয়। চরকাদিতে ঔষধসেবনের ৫টী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—সূর্য্যোদয়কাল, দিবাভোজনের পূর্ব্ব ও পর, সায়ংকালীন আহারের পর, মুহুর্মুহু এবং রাত্রিকাল।

প্রথমকাল—পিত্ত ও কফের প্রাবল্যে এবং বিরেচন বমন ও কর্ষণের নিমিত্ত প্রাতঃসময়ে অন্নভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনীয়। দ্বিতীয়কাল - অপান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করা প্রশস্ত। অরুচিরোগে নানাবিধ মনোহর ও রুচিকারক দ্রব্যমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত ঔষধপ্রয়োগ হিতকর। সমান বায়ুর প্রকোপে ও মন্দাগ্নিতে ভোজনের মধ্যে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধ বিশেষ উপকারজনক। ব্যান বায়ুর প্রকোপে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন বিধেয়। হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্প উপস্থিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে।

তৃতীয়কাল—স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংকালে ভোজনের প্রতি গ্রাসের মধ্যে ঔষধ ব্যবহার হিতকর, প্রাণবায়ু দূষিত হইলে হিতকর ভোজনের পর ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

চতুর্থকাল—তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা ও শ্বাসরোগ এবং গরদোষে অন্নের সহিত মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

পঞ্চমকাল—লেখনক্রিয়া, বৃংহণ, এবং পচনে রাত্রিতে অন্নভোজন না করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্ন আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করাইলে ঔষধের বীর্য্য প্রবল হয়, সুতরাং শীঘ্রই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতা, স্ত্রী ও কোমলশরীরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করাইবে না, যে হেতু তাহা হইলে শরীরের গ্লানিবোধ ও বলহ্রাস হয়। অন্নের সহিত ঔষধ সেবন করিলে তাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, ঔষধ সেবন করিয়া তাহা পরিপাক না হইতে ভোজন করিলে এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধির উপশম হয় না, বরং অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে। ঔষধ পরিপাক হইলে বায়ুর অনুলোম, শরীরের সুস্থতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, মনের প্রফুল্লতা, শরীরের লঘুত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা এবং উদ্গার শুদ্ধি হয়। ঔষধ পরিপাক না হইলে ক্লান্তি, দাহ, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, গ্লানিবোধ এবং বলহ্রাস হয়। ভক্ষণ-বিধি—দেবতা, গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ভক্তির সহিত ঔষধ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে গুরুজন এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, যে প্রকার ঋষিগণের পক্ষে রসায়ন, দেবগণের পক্ষে অমৃত এবং নাগগণের পক্ষে সুধা উপকারী, এই ঔষধ তোমার পক্ষে তদ্রূপ উপকারী হউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তোমাকে রোগ হইতে মুক্ত করুন। পরে রোগীকে প্রশান্তভাবে উপবেশন করিয়া আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে ঔষধ সেবন করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃণ্ময় পাত্রে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র° দ্বিতীয় ভা°) সুশ্রুতে লিখিত আছে—ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইলে ভূমি ও উপযুক্ত কালাদির বিষয় দেখিতে হয়। [ভূমি শব্দ দেখ]]

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতায় ভেষজ-সংগ্রহের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—

"ধন্বসাধারণে দেশে সমে সন্মৃত্তিকে শুচৌ।
শ্মশানচৈত্যায়তনশ্বভ্রবল্মীকবর্জ্জিতে॥
মৃদৌ প্রদক্ষিণজলে কুশরোহিষসংস্তৃতে।
অফালকৃষ্টেঽনাক্রান্তে পাদপৈর্বলবত্তরৈঃ॥
শস্যতে ভেষজং জাতং যুক্তং বর্ণরসাদিভিঃ।
জন্তুজগ্ধং দবাদগ্ধমবিদগ্ধং চ বৈ কৃতৈঃ॥
ভূতৈশ্ছায়াতপাং বাতৈর্যথাকালং চ সেবিতং।
অবগাঢ়মহামূলমুদীচাং দিশমাশ্রিতম্॥" (অষ্টাঙ্গহৃ ৫।৬।১-৪)

ওষধিস্থানবিশেষে ও যথাকালে সংগৃহীত হইলে ভিষগ্ পরিমাণ নির্দ্দেশে তাহা বিভিন্ন ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবেন অথবা রোগের তারতম্যানুসারে রোগীকে সেবন করাইবেন।

ঔষধসংগ্রহের কাল—ঔষধসংগ্রহ করিবার সময় উপযুক্ত কালের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রাবৃট্‌কালে মূল, বর্ষাকালে পত্র, শরৎকালে ত্বক্, হেমন্তকালে ক্ষীর, বসন্ত কালে সার এবং গ্রীষ্মকালে ফলগ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সৌম্য অর্থাৎ শীতল বা স্নিগ্ধ ঔষধ সকল সৌম্য কালে, বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত কালকে সৌম্যকাল কহে। রুক্ষ বা তীব্র ঔষধ সকল আগ্নেয় ঋতুতে আহরণ করা বিধেয়। কারণ জাগতিক পদার্থ সকল সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। সৌম্য ঋতুতে ভূমির সৌম্যগুণ অধিক বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই সময়ে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে উৎপন্ন হয়, সেই সৌম্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিশেষ উপকারক, এইরূপ আগ্নেয় ঔষধ সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

গোপালক, তাপস, ব্যাধ, বনচারী বা মূলাহারিগণের নিকট দ্রব্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পত্র ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের সকল অংশই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই সকল সংগ্রহের কালাকাল বিধান নাই। মধু, ঘৃত, গুড়, পিপুল ও বিড়ঙ্গ এইগুলি পুরাতন হইলেই প্রশস্ত, এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্যই নূতন হওয়া আবশ্যক। সরস ঔষধমাত্রই বীর্য্যবান্, এই জন্য সরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসর মধ্যে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লইতে হইবে। ঔষধগৃহ পবিত্র ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।

ভেষজ সকল কষায়, মন্থ, কল্ক, চূর্ণ, ক্বাথ, ও অবলেহ প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার। (সুশ্রুত সূত্র° ৫,৬ অ°)
[ইহাদের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

জ্যোতিষমতে ভেষজকরণ ও সেবন উভয়ই উত্তম দিন দেখিয়া করিতে হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—স্থাস্থকলগ্নে, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভচন্দ্রে ও শুভতিথি-যোগে পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা, বিশাখা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে, জন্মনক্ষত্র ও বিষ্টিভদ্রাদি রহিত দিনে ভেষজকরণ এবং কৃত্তিকা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, রেবতী, স্বাতী, পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, চিত্রা, মূলা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, অনুরাধা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে ও শুভবারে ভেষজ ভক্ষণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসা°)

২ জল। ৩ সুখ। (নিঘণ্টু) (পুং) ৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°)

ভেষজচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৪০।৭৪)

ভেষজাগার (ক্লী) ভেষজস্য অগারং। ঔষধ প্রস্তুতের গৃহ।

ভেষজাঙ্গ (ক্লী) ভেষজস্য ঔষধস্য অঙ্গমবয়ব ইব। অনুপান।

ভেষজ্য (ত্রি) স্বাস্থ্যপ্রদ, আরোগ্যযোগ্য।

ভৈক্ষ (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহ ইতি ভিক্ষা (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। (পা ৪।২।৭৮) ইত্যণ্। ১ ভিক্ষাসমূহ।

"ভিক্ষাশনমনুত্থাগাৎ প্রাক্ কেনাপ্যনিমন্ত্রিতম্।
অযাচিতন্ত তদ্ভৈক্ষং ভোক্তব্যং মনুরব্রবীৎ॥"
(প্রায়শ্চিত্তত্ত্বধৃত উশনঃসংহিতা)

ভিক্ষৈব স্বার্থে অণ্। ২ ভিক্ষা। (ত্রি) ৩ ভিক্ষাভব। ৪ ভিক্ষালব্ধ। ৫ ভিক্ষাবৃত্তিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যান।

ভৈক্ষচর্য্যা (স্ত্রী) চর ভাবে ক্যপ্ টাপ্, ভৈক্ষস্য চর্য্যা। ভিক্ষা-চরণ। (মনু ২।১২৭)

ভৈক্ষজীবিকা (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ জীবিকা। ভিক্ষা দ্বারা জীবনোপায়। পর্য্যায়—পৈণ্ডিন্য। (ত্রিকা°)

ভৈক্ষভুজ্ (ত্রি) ভৈক্ষং ভুঙ্‌ক্তে যঃ ভুজ্—ক্বিপ্। ভিক্ষাশী, ভিক্ষান্নভোজনকারী।

"গুরুণা সমনুজ্ঞাতো ভুঞ্জিতান্নমকুৎসয়ন্।
হবিষ্যভৈক্ষ্যভুক্ চাপি স্থানাসনবিহারবান্॥" (ভারত১৪।৪।৬।৩)

ভৈক্ষব (ক্লী) ভিক্ষুকাণাং সমূহঃ খণ্ডিকাদিত্বাৎ অঞ্। ভিক্ষুসমূহ।

ভৈক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ বৃত্তিঃ জীবিকা। ১ ভিক্ষা দ্বারা জীবনোপায়। (ত্রি) ২ যাহাদিগের ভিক্ষা উপজীবিকা।

ভৈক্ষাকুল (ক্লী) অতিথিশালা। যেস্থানে বহুলোককে অন্নদান করা হয়।

ভৈক্ষান্ন (ক্লী) ভৈক্ষং যদন্নং। ভিক্ষালব্ধ অন্ন।

ভৈক্ষাশিন্ (ত্রি) ভৈক্ষং অশ্নাতি অশ-ণিনি। ভিক্ষাভোজী।

ভৈক্ষাহার (ত্রি) ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যোপজীবী। (মনু ১১।২৫)

ভৈক্ষুক (ক্লী) ভিক্ষুকমণ্ডলী।

ভৈক্ষ্য (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ষ্যঞ্। ১ ভিক্ষাসমূহ। ২ চতুরাশ্রমের করণীয় বৃত্তিবিশেষ।

ভৈদিক (ত্রি) ভেদং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। নিত্য-ভেদনার্হ।

ভৈম (ত্রি) ভীমস্য নৃপস্যেদং অণ্। ভীমনৃপসম্বন্ধী।

ভৈমী (স্ত্রী) ভীমেনোপাসিতা ভীমস্য ইয়ং বেতি ভীম-অণ্ ঙীপ্। ভীম একাদশী, এই একাদশী বাল, আতুর ও বৃদ্ধ ভিন্ন সকলেরই করিতে হয়। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন ষট্‌তিলাচার করিলে সকল পাতক মুক্তি হয়। তিলস্নান, তিলোদ্বর্ত্তন, তিলহোম, তিলোদক-পান, তিলদান ও তিলভোজন, ইহাই ষট্‌-তিলাচার। এই ষট্ তিলাচরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না।

"মৃগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজাপতে।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্বাদশ্যাং ষট্‌তিলাচারং কৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥"

(একাদশীতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচন) [ভৈমৈকাদশী দেখ।]

ভীমস্য রাজ্ঞঃ অপত্যং অণ্ ঙীষ্। ২ ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী।

ভৈমগব (পুং) গোত্রভেদ। "হরিতকুৎসপিঙ্গল-শঙ্খ-দর্ভ-ভৈমগবানামাঙ্গিরসাম্বরীষযৌবনাশ্বেতি" (আশ্ব° শ্রৌ১২।১২।৩)

ভৈমরথ (পুং) ভীমরথমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ। ভীমরথাধিকার দ্বারা কৃত গ্রন্থ।

ভৈমসেন্য (পুং) ভীমসেনস্যাপত্যং কুরুত্বাৎ অণি প্রাপ্তে বাত্তি-কোক্ত্যা ঞ্য। ভীমসেনের অপত্য। বাহ্বলকাৎ ইঞ্। ভৈমসেনি, ভীমসেনের অপত্য।

ভৈমায়ন (পুং স্ত্রী) ভীমসেনস্যাপত্যং যুবা, ইঞন্তাৎ ফক্। ভীমের যুবা অপত্য।

ভৈমি (পুং) ভীমের অপত্য।

ভৈমী (স্ত্রী) ১ ভীমসম্বন্ধিনী। ২ ভাম একাদশীব্রত। ৩ ভীম-সেন প্রণীত ব্যাকরণ।

ভৈম্যেকাদশী (স্ত্রী) একাদশীব্রত বিশেষ। [ভৈমৈকাদশী দেখ]

ভৈয়াভট্ট, ধর্ম্মরত্নপ্রণেতা, ভট্টারক ভট্টের পুত্র।

ভৈরব (ত্রি) ভীরোরিদং ত্রাসকৃৎ, ভীরু-অণ্। ১ ভয়ানক।

"সব্যেন চ কটাদেশে গৃহ্য বাসসি পাণ্ডবঃ।
তদ্রক্ষো দ্বিগুণং চক্রে রুবন্তং ভৈরবং বরম্॥" (ভারত১।১৬৪।২৭)

(পুং) ভীর্ভয়ঙ্করো রবো যস্ত। ইতি ভীরব, ততঃ স্বার্থে অণ্। ২ শঙ্কর। (মেদিনী) ৩ ভয়ানক রস। (অমরটীকা ভরত) ৪ নদবিশেষ। (শব্দরত্না॰) ৫ রাগভেদ, ভৈরব রাগ, এই রাগ ৬ রাগের মধ্যে একটী। ইহার ধ্যান—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্ত্রিশূলধর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ॥" (সঙ্গীতরত্না॰)

রাগবিবোধ মতে স্বরগ্রাম—

ধ নি সা ঋ গ ম প ঃ ঃ

মতান্তরে—

ধ নি সা ঋ গ ম ০ ঃ ঃ

গায়কেরা ইহাকে ভয়রোঁ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মার মতে ইহার পত্নীগণ—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী। ভরতমতে—বাঙ্গলী, ভৈরবী, মধ্যমা, সিন্ধুবী, মধুমাধবী ও বিরারী; হনুমন্মতে—বরাটী, মধ্যমাদি, ভৈরবী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী। ভৈরবরাগের পুত্রগণ—দেওশাক, নট, বিভাস, শ্যাম, ঢোল, অজয়পাল। পুত্রবধূ—যোগিঞা, রেখব, অশিরী, রেওয়া, বহনা ও ভেটিয়াল। ইহার সখা কালাংড়া, সখী, সুহা।

এই রাগ হনুমন্মতে ষড়্‌রাগের মধ্যে প্রথম রাগ, এবং মহাদেবের মুখ হইতে নির্গত। ইহার জাতি উড়ব। ধৈবত, নিষাদ, ষড়্‌জ, গান্ধার ও মধ্যম এই পঞ্চস্বর মিলিত হইলে তাহাকে উড়ব কহে। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। শরদ্ ঋতুতে প্রাতঃকালই ইহার গানসময়। আকার মহাদেবের ন্যায়, অর্থাৎ সুন্দর সন্ন্যাসী, ভস্মমৃক্ষিত বদন, মস্তকে জটাভার, জটা হইতে গঙ্গাজল পতিত হইতেছে, হস্তে কঙ্কণ ভূষণ, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিনয়ন, সর্প দ্বারা স্কন্ধ ও বাহুবেষ্টিত, ভালদেশে তিলক, স্বীয় স্কন্ধদেশে হস্তিচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন, গলদেশে মুণ্ডমালা, হস্তে ত্রিশূল, বৃষভ পার্শ্বদেশে অবস্থিত, ইহাই ভৈরবরাগের প্রকৃত মূর্ত্তি।

ইহার রাগিণী পাঁচটী,—ভৈরবী, বৈরাটী, মধুমাধবী, সিন্ধবী ও বাঙ্গালী। আটটী পুত্র—হর্ষ, তিলক, পুরীয়, মাধব, সুহ, বলনেহ, মধু ও পঞ্চম।

কল্লিনাথ মতে ভৈরব চতুর্থ রাগ। ইহার রাগিণী ছয়টী—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটী ও রগতংসা। কাহারও মতে রগতংসা স্থলে বড়হংসী। এই মতেও পূর্ব্বোক্ত আটটী পুত্র।

সোমেশ্বর মতেও ৬ রাগিণী—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রেবা, গুণকলী, বঙ্গালী ও বহুলী, এই মতে রাগিণীর সহিত ইহার গানসময় গ্রীষ্ম ঋতু।

ভরতমতে ইহার রাগিণী পাঁচ—মধুমাধবী, ললিতা, বরারী, বাহাকলী ও ভৈরবী। পুত্র ৮টী যথা—দেবশাখ, ললিত, হর্ষ, বিলাবল, মাধব, বঙ্গাল, বিভাস ও পঞ্চম। ভৈরব রাগের ৮টী স্ত্রী—সুহা, বেলাবলী, সোরঠী, কুম্ভারী, আন্দাহী, বহুলগুর্জরী, পটমঞ্জরী, মিরবী। মতান্তরে ভার্য্যা—ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরারী, মধ্যমা, মধুমাধবী ও সিন্ধবী। ইহার পুত্র—কোশক, অজয়পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ ও ঢোল। ইহার পুত্রবধূ—অষ্টী, রেবা, বহুলা, সোহিনী, রম্ভেলী, সুহা। কাহারও মতে সুহা স্থলে শোভা। (নারদপুরাণ)

মির্জ্জাখাঁর মতে ইহা ঋষভ ও পঞ্চমবর্জ্জিত।

৬ শিবাবতার তদ্‌গণভেদ। ভৈরবগণের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—পুরাকালে অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদাঘাত করিলে মহাদেবের মস্তক হইতে চারিভাগ বিভক্ত শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল। এই শোণিতধারা হইতেই ভৈরবগণের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বদিকের শোণিতধারা হইতে হুতাশনসদৃশ, চন্দ্রহারশোভিত গলগণ্ড, বিদ্যারাজ নামে এক ভৈরব আবির্ভূত হয়। দক্ষিণধারা হইতে কামরাজ নামে প্রেতমণ্ডিত অঞ্জন সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ এক ভৈরব সমুত্থিত হয়। পশ্চিম ধারা হইতে পত্রভূষিত ভৈরব, ইহার বর্ণ অতসীকুসুম সদৃশ, নাম নাগরাজ এবং উত্তর ধারা হইতে শূলধারী ভৈরব সমুদ্ভূত হইয়াছিল, অঞ্জন সদৃশ ইহার বর্ণ, নাম স্বচ্ছন্দরাজ। মহাদেবের ক্ষতজ সমগ্র রুধির হইতে ফলভূষিত ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার নাম লম্বিতরাজ।

(বামনপু॰ ৬৭ অ॰)

শারদীয় দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে ৮টী পূজনীয় ভৈরবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম মহাভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, কালভৈরব, ক্রোধভৈরব, কপালভৈরব ও রুদ্রভৈরব। *

তন্ত্রসার মতে অষ্ট ভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

---

* "আদৌ মহাভৈরবঞ্চ সংহারভৈরবং তথা।
অসিতাঙ্গভৈরবঞ্চ রুরুং ভৈরবমেব চ॥
ততঃ কালং ভৈরবঞ্চ ক্রোধভৈরবমেব চ।
তাম্রচূড়ং চন্দ্রচূড়ং অন্তে চ ভৈরবদ্বয়ম্॥
এতান্ সম্পূজ্য মধ্যে চ নবশক্তীশ্চ পূজয়েৎ॥ (ব্রহ্মবৈ॰প্রকৃতিখ॰ ৬১অ॰)
তাম্রচূড়চন্দ্রচূড়য়োঃ স্থানে কপালভৈরবরুদ্রভৈরবৌ জ্ঞেয়ৌ॥"
(ব্রহ্মবৈ॰ গণপতিখ॰ ৪১ অ॰)

"অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥" (তন্ত্রসার)

নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল ইহারা শিবগণাধিপতি ভৈরব। (কালিকাপু০ ৪৪ অ০) করবীরপুররাজ চন্দ্রশেখর-পত্নী তারাবতীর গর্ভে জাত পুত্র, পূর্ব্বে ইনি ভৃঙ্গী ছিলেন, পরে বানরমুখ হইয়া ভৈরব এই নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। (কালিকাপুরাণে ৪৪-৪৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।)

"ভৈরবের ধ্যান—
"ভৈরবঃ পাণ্ডুনাথশ্চ বক্তুগৌরশ্চতুর্ভুজঃ।
গদাং পদ্মঞ্চ শক্তিঞ্চ চক্রঞ্চাপি করেণ চ ॥
বিভ্রদ্দেব্যাঃ পুরোভাগে পূজ্যোঽয়ং বিষ্ণুরূপধৃক্ ॥"
(কালিকাপু০৬০অ০)

ভৈরবের গায়ত্রী—
"মহাভৈরববিদ্মহে কেলিরূপায় ধীমহি।
তন্নঃ কামো ভৈরবস্ত দেবী নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥"
(কালিকাপু০ ৭৭ অ০)

[বটুকাদি ভৈরবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যে স্থলে কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা, তথায় তদধিষ্ঠাতা এক একটী ভৈরব বিদ্যমান।

"শৃণু চার্ব্বঙ্গি শুভগে! কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্।
মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ ॥" ইত্যাদি।
(তোড়লতন্ত্র ১প০)

দক্ষিণকালিকা দেবীর ভৈরব মহাকাল। [ইহার বিষয় পীঠ শব্দ ও মহাবিদ্যা দেখ] ৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।১৬)

শঙ্করাচার্য্য বটুকনাথ ও ভৈরব উপাসনাবিধি প্রচার করিয়া ছিলেন।

ভৈরব, ব্রহ্মপুরাণবর্ণিত যক্ষভেদ।

ভৈরব, ১ ফেৎকারিণীতন্ত্রপ্রণেতা। কাঠকবহ্নিপ্রয়োগ বা সাবিত্রচয়নপ্রয়োগ ও কৌকিলী সৌত্রামণিপ্রয়োগ নামক গ্রন্থদ্বয়রচয়িতা। ৩ গোপ্রদানবিধি নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

ভৈরবগঙ্গা, কালিকাপুরাণ বর্ণিত ভৈরব-সরোবরতীর্থ।
(কালিকাপু০ ৭৯ অঃ)

ভৈরবঝম্প, হিমালয় পর্ব্বতের কেদারনাথতীর্থের সমীপ-বর্ত্তী একটী পর্ব্বতচূড়া। তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া শিবের উদ্দেশে ঝাঁপ খাইয়া থাকে।

ভৈরবত্রিপাঠিন্, ক্রমদীপিকাটিপ্পনীপ্রণেতা।

ভৈরবদত্ত, ১ ব্রহ্মচন্দ্রিকা, ভৈরবদত্তার্কি ও যজ্ঞোপবীত-পদ্ধতিনামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ১ উড্ডুদায়প্রদীপপ্রণেতা, হরি-রাম শর্ম্মার পুত্র।

ভৈরবদীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। তিলকভৈরব নামে পরিচিত। ইনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আরুণকেতুকপ্রয়োগ এবং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রতাৎপর্য্যবিবরণ প্রণয়ন করেন।

ভৈরবদেব, তীরভুক্তির জনৈক নরপতি। পুরুষোত্তম দেবের পিতা। তৎপত্নী জয়াদেবী দ্বৈতনির্ণয়প্রণেতা বাচ-স্পতি মিশ্রের প্রতিপালিকা ছিলেন।

ভৈরবদৈবজ্ঞ, মুহূর্ত্তভৈরবপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গঙ্গাধরের পিতা। ইনি স্বয়ং পারাশরপদ্ধতি ও প্রশ্নভৈরব রচনা করেন।

ভৈরবভট্ট, হোমপদ্ধতিপ্রণেতা।

ভৈরবমিশ্র, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ভবদেবমিশ্রের পুত্র। ইনি কারকটীকা, গদাপরিভাষেন্দুশেখরটীকা, চন্দ্রকলা লঘু-শব্দেন্দুশেখরটীকা, চন্দ্রকলা কারকচন্দ্রকলানির্ণয়, পরিভাষাবৃত্তি বৃহতীপরীক্ষা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তটীকা, ভৈরবীয় পঞ্চসন্ধি, শব্দ-রত্নটীকা ও ভৈরবমিশ্রীয় নামে কএকখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

ভৈরবরস (পুং) উপদংশ-রোগনাশক রসৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত পারদ ১০০ রতি ও চিনি ৩০০ রতি একত্র এক লৌহপাত্রে নিম্বের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, পরে উহা এক শত রতি খদিরের সহিত মাড়িয়া কজ্জলবৎ করিবে। উহাতে ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা গোধূমচূর্ণের সহিত রাখিয়া দিতে হয়। গাত্রে যখন উপদংশীয় বিষজন্য সমস্ত ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইবে, তৎকালে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। প্রথম তিন দিন প্রত্যহ তিনটী করিয়া বটী সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে সেবন বিধেয়। ১৪ দিনে এই ঔষধ সকল সেবন করিতে হইবে। সমুদায় ঔষধ খাওয়া শেষ হইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পথ্য চিনি ও অল্পঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন। জল পান বা জল স্পর্শ একেবারে বর্জ্জনীয়। অসহ তৃষ্ণা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। মল-ত্যাগের পর উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ করিয়া তৎক্ষণাৎ উষ্ণ বস্ত্রে ঐ জল মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একেবারে নিষিদ্ধ। বর্ষা বা শীত ঋতু এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল, এই ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি মুখ-শোষ হয়, তাহা হইলে তন্নাশক ঔষধ সেবন করিবে। পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকর। সর্ব্বদা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া সকল হইবে। লবণ, অম্ল এবং স্ত্রীলোকের

মুখদর্শনও বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। এইরূপে সপ্তাহদ্বয় যাপন করিয়া পরে উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার করা বিধেয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম পালন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ, বলবৃদ্ধি ও অস্থিসকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

স্বয়ং ভৈরবদেব এই ঔষধের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভৈরবরস নামে খ্যাত। (ভৈষজ্যরত্না°)

ভৈরবরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দুরাজা।

ভৈরবশাহ, ভৈরবশাহনবরত্নপ্রণেতা, প্রতাপের পুত্র।

ভৈরবসিংহ, জনৈক প্রাচীন রাজা। নরসিংহের পুত্র, ইনি অনর্ঘরাঘবটীকাপ্রণেতা রুচিপতির প্রতিপালক ছিলেন।

ভৈরবস্থান, হিমালয়স্থ শৈবতীর্থভেদ।

ভৈরবাচার্য্য, শ্রীহর্ষচরিতোক্ত আচার্য্যভেদ। (শ্রীহর্ষচ°)

ভৈরবানন্দ, চণ্ডীডামরটীকারচয়িতা।

ভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরব-ঙীপ্। মহাবিদ্যা মূর্ত্তিভেদ, চামুণ্ডা।

'চামুণ্ডা চর্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটি মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী ॥' (হেম)

তন্ত্রসারে ভৈরবীর বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ভৈরবী যথা—ত্রিপুরভৈরবী, সম্পৎপ্রদা ভৈরবী, কৌলেশ-ভৈরবী, সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী, ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষট্‌কূটা ভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, রুদ্রভৈরবী, ত্রিপুরবালা ভৈরবী, নবকূটা ভৈরবী ও অন্নপূর্ণাভৈরবী।

"বিয়দ্‌ভৃগুহুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিয়ত্তদ্বাদিকেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ ॥
আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥" (তন্ত্রসার)

ভৈরবীমন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিপুরভৈরবী আদি করিয়া যথাক্রমে মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় লিখিত হইল।

'হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ' এই বীজ মন্ত্রে ত্রিপুরভৈরবীর পূজা করিতে হয়। পূজাক্রম যথা—প্রথমে সামান্য পূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, পীঠমনুন্যাসাদি করিয়া মূল পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥"

নবোদিত সহস্র ভানু কিরণ সদৃশ রক্তবর্ণ ক্ষৌমবসন পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং স্তনদ্বয় রক্তালিপ্ত, পদ্মাভ করচতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা এবং কপালে শশিকলা বিদ্যমান, রক্তপদ্মের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট, তিনটী চক্ষু, মস্তকে রত্নকিরীট এবং মুখে ঈষদ্ হাস্য বিরাজিত।—এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদানের পর বলিচতুষ্টয় অর্পণ করিতে হয়। দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে এই দেবীর পুরশ্চরণ হয়। ১২ হাজার পলাশ পুষ্প দ্বারা হোম করিতে হয়।

সম্পদ্‌প্রদা ভৈরবী।—সম্পদ্‌প্রদাভৈরবীর পূজাদিও ত্রিপুরভৈরবীর ন্যায়। কেবল প্রভেদ এই যে, বীজমন্ত্র 'হসরৈং হসকলরীং হসরৌং' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

ধ্যান—

"আতাম্রার্কসহস্রাভ্যাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাম্।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্ ॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাম্।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্ ॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্ ॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পদ্‌প্রদাং স্মরেৎ ॥"

এই ধ্যান দ্বারা পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং তদ্দশাংশ হোম। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, একলক্ষজপ ও তদ্দশাংশ হোমে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়।

কৌলেশভৈরবী—কৌলেশভৈরবীর পূজাদিও সম্পদ্-প্রদাভৈরবীর ন্যায়, কেবল 'সহরৈং সহকলরীং সহ রৌং' এই বীজমন্ত্রে পূজা বিধেয়।

সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী—ইহারও কৌলেশভৈরবীর ন্যায় পূজাদি করিতে হইবে। কেবল 'সহেং সহকলরীং সহোং' এই বীজমন্ত্র মাত্র ভিন্ন।

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর—'হসৈং হসকলরীং হসৌং' এই বীজমন্ত্রে সম্পদ্-প্রদা ভৈরবীর পূজার ন্যায় পূজা করিতে হইবে।

চৈতন্যভৈরবী—'সৈহং সকলহ্রীঁ সেহরৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

ইহার ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
মুকুটাগ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্॥
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম্।
বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্॥"

এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, হোম তদ্দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার।

কামেশ্বরী ভৈরবী—'সৈহং সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে হেসৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও পূজাদি চৈতন্যভৈরবীর ন্যায়।

ষট্‌কূটা ভৈরবী—'ডরল কসহৈং, ডরল কস হেং' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর 'ডরলকসহীং ডরলকসহৌঃ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহার ধ্যান—

"বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্॥
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥"

নিত্যা ভৈরবী—'হস কল রডৈং, হস কলরডীং,হস কলরডৌং' এই বীজমন্ত্রে ষট্‌কূটাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়।

রুদ্রভৈরবী—'হস খফ্রেং হসকলরীং হসৌঃ' ইহা বীজমন্ত্র; এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং সর্ব্ববৈরিনিকৃন্তনীম্॥
বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্।
ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গং তথা খেটকমেব চ॥
পিনাকঞ্চ শরান্ দেবী পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥"

এক লক্ষ জপ ইহার পুরশ্চরণ, তদ্দশাংশ হোম।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী—'হসৈং হস কলহ্রীঁ হসৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
চন্দ্ররেখাং জটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্॥
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারয়ন্তীং শিবাশ্রয়াম্॥"

চৈতন্যভৈরবীর পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়॥

ত্রিপুরবালাভৈরবী।—'ঐং ক্লীং সৌঃ' এই মন্ত্রে ত্রিপুরাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ।

নবকূটা ভৈরবী—'ঐং ক্লীং সৌঃ হসকলরীং হসৌঃ হসরং হসকলরীং হসরৌং' এই বীজই নবকূটার-মন্ত্র, এবং 'হসৈং হসকলহ্রীং হসৌং' এই নবাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদোষ রহিত, 'হ্রূঁ হ রৈং ত্রীঁ হ কলরং হ্রীং হ্রীং হরৌ' এই তিন তিনটী বীজে নবকূটা মন্ত্র হয়। ভৈরবী পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। লক্ষজপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ।

"বদ বদ বাগ্‌বাদিনি হেসরীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহাক্ষোভং কুরু ক্লীং হেসৌঃ" ইহা দীপনী মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রথমে ৬ বার জপ করিয়া পরে পূজাদি করিতে হয়।

অন্নপূর্ণা ভৈরবী—'ওঁ হ্রীং শ্রীংক্লীং ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা' এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর আরাধনা করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে 'ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা' এই উনবিংশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও পূজা করিলে ধনধান্যাদি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনীম্।
প্রসন্নবদনাং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্টানন্দময়ীং পরাং॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥"

এই ধ্যানে যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, পরে ঘৃতাক্ত অন্নে তদ্দশাংশ হোম করিতে হয়।
(তন্ত্রসার)

তীর্থস্থলে শিব ও শিবাণীর যাঁহারা অনুচর অনুচরী থাকেন, তাঁহারা ভৈরব নামে খ্যাত হন। ২ রাগিণী বিশেষ। এই রাগিণী ভৈরব রাগের পত্নী। কোন কোন মতে মালবরাগের পত্নী।

"ধানসী মালবী চৈব রামকীরী চ সিন্ধুড়া।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ॥" (সঙ্গীতদামো০)

হনুমন্মতে এই রাগিণী সম্পূর্ণা জাতি, ইহার সপ্তস্বর-বিন্যাসক্রম—মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার। ইহার গৃহ মধ্যমস্বর, শরৎ ঋতুর প্রভাত কালে এই রাগিণী গান করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"সরোবরস্থা স্ফটিকস্থ মন্দিরে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চ্চয়ন্তী।
তালপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধগীতি গৌরী তনুর্নারদভৈরবীয়ম্ ॥"
(সঙ্গীতদামো॰)

রাগমালা মতে, ইহার স্বরূপ অল্প বয়স্কা, সুরূপা, সুনেত্রা, বিস্তারবদনা, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ অতি সুকোমল, বর্ণ জবাকুসুমসদৃশ, পরিধান শ্বেতবসন, গলদেশে চম্পকমালা সুশোভিত, প্রফুল্ল পদ্মযুক্ত, পর্ব্বতগুহায় শিবপূজাপরায়ণ এবং সর্ব্বদা মঞ্জীর বাজাইয়া গান করিতেছেন। কল্লিনাথ, সোমেশ্বর ও ভরত মতেও ইহার স্বরূপ এইরূপ। (সঙ্গীতদামো॰)

এই রাগিণী টৌরী ও বরারী মিশ্রণে উৎপন্ন। স্বরগ্রাম—

স ঋ গ ম প ধ নি
ম প ধ নি সা ঋ গ

ইহার মধ্যম বাদী ও ধৈবত সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্না॰)

ভৈরবী, কালিকাপুরাণ বর্ণিত পুণ্যতোয়া নদীভেদ।
(কালিকাপু॰ ৭৮ অ॰)

ভৈরবীকবচ, তন্ত্রসারোক্ত দেবীমন্ত্রযুক্ত ধারণীয় কবচৌষধভেদ।

ভৈরবীচক্র (ক্লী) ভৈরব্যাঃ পূজনার্থং চক্রং। দেবীপূজার জন্ত কুলাচারীদিগের চক্রাকার ব্যাপার সমূহ। নিষ্ঠাবান্ কুলাচারিগণ দেবীপূজাকালে শিবশক্তির সমাযোগ সম্পাদনার্থ যে সান্ধ্য সমাধি অবলম্বন করেন, তাহা ভৈরবীচক্র নামে উক্ত হইয়াছে। কুলবার, কুলনক্ষত্র এবং কুল-তিথিতে এই চক্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভৈরবীচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকে। কিন্তু ভৈরবীচক্র নিবর্ত্তিত হইলে আবার সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভৈরবীভূমি, জ্যোতিষোক্ত ভুবন-সন্নিবেশের প্রক্রিয়া বিশেষ। নৃপতিগণ ইহা দ্বারা চতুর্ব্বিধ সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারেন।

"তোয়বাত্তাগ্নিনৈর্ঋত্যে শিলীন্ত্রয়োদ্দিশি ক্রমাৎ।
ভ্রমোমৃগাদিকে ষট্কে প্রাপ্তেষা ভূতভৈরবী ॥
জয়দা দক্ষিণে ভাগে মৃত্যুদা বামভাগগা।
ভৈরবী ভঙ্গদা যুদ্ধে পৃষ্ঠস্থা সন্ধিকারকা ॥"
(নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়)

* "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রকুর্য্যাচ্চ দিনে দিনে।
কুলবারে কুলর্ক্ষে চ তিথৌ চন্দনকে তথা ॥
ভৈরব্যাঃ কল্পিতং চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে।
সুরাণাং শোধনং কুর্য্যাদ্ যথাবৎ পরমেশ্বরি ॥
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
শ্রীবাথ পুরুষঃ শণ্ডশ্চণ্ডালো বা দ্বিজোত্তমঃ।
চক্রমধ্যে ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বেদেবসমাঃ স্মৃতাঃ ॥" (উৎপত্তি তন্ত্র)

ভৈরবীশৈল, হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ।

ভৈরবীয় (ত্রি) ১ ভৈরব সম্বন্ধীয়। ২ ভয়ানক।

ভৈরবেন্দ্র (পুং) ১ জনৈক রাজা। [ভৈরবদেব দেখ।] ২ শিশুবোধিনী সপ্তপদার্থী টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মীরমণ।

ভৈরবেশ (পুং) শিব।

ভৈরিক (পুং) ভেরিবাদ্যকারী।

ভৈলী, বারাণসীর দক্ষিণস্থ একটী পরগণা। বর্ত্তমান চুণার নগর ও দুর্গ ইহার অন্তর্ভুক্ত। [চণার দেখ।]

ভৈষজ (ক্লী) ভেষজমেব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা অণ্। লাবক পক্ষী। (জটাধর) ২ ভেষজ, ঔষধ। ভিষজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ ভৈষজ্য তস্ত ছাত্রাঃ কণ্বাদিত্বাৎ অণ্ যলোপঃ। ৩ ভিষজের গোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই অর্থে বহুবচন।

ভৈষজ্য (ক্লী) ভেষজমেবেতি ভেষজ (অনন্তাবসথেতিহ ভেষজাঞ্ঞ্যঃ। পা ৫।৪।২৩) ইতি ঞ্যঃ। ঔষধ।

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে ॥"
(চরক সূত্রস্থান)

ভিষজো ঽপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। ২ ভিষজের গোত্রাপত্য।

ভৈষজ্যরত্নাবলী, বৈদ্যক গ্রন্থভেদ। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বিশারদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শতাধিক বৎসর হইল এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

"নত্বা সদ্ভিষজাং মুদে গুণবতীং গোবিন্দদাসোঽধুনা
নানা গ্রন্থমহোদধের্ব্বিতনুতে ভৈষজ্যরত্নাবলীম্।
যদি প্রিয়তমা নস্তাদ্‌বৃদ্ধানাং ভিষজামিয়ম্।
তথাপি নব্যা নব্যানামানুকূল্যং বিধাস্যতি ॥"

যদিও ইহা বৃদ্ধদিগের অতিশয় প্রিয় না হয়, তথাচ নব্যদিগের যে ইহাতে বিশেষ আনুকূল্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে এতদ্দেশপ্রচলিত সারকৌমুদী, রসেন্দ্রচিন্তামণি, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ঔষধ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ঔষধ শিক্ষা করিতে হইলে ভৈষজ্যরত্নাবলীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অধিকার ক্রমে ঔষধ প্রস্তুত ও সেবনের নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভৈষজ্যরত্নাবলীই একমাত্র সাধারণ বৈদ্যের উপায় স্বরূপ। এই সংগ্রহ দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে।

ভৈষজ্যরাজ (পুং) বোধিসত্বভেদ।

ভৈষ্ণজ (পুং) ভিষ্ণজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ তস্ত ছাত্রাঃ অণ্ যলোপঃ। ভিষ্ণগ্‌গোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

ভৈষজ্যসমুদ্গত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

ভৈষ্ণজ্য (পুং স্ত্রী) ভিষ্ণজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্‌। তদ্গোত্রাপত্য।

ভৈষ্মকী (স্ত্রী) ভীষ্মকস্ত স্ত্র্যপত্যং, ইঞ্‌ ঙীপ্‌। ভীষ্মক নৃপ-কন্যা রুক্মিণী। (হরিব° ১২০ অ°)

ভোঁচকানি (দেশজ) উপবাস জন্য কণ্ঠস্থ শ্বাসনালী শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া যে অবরুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থা ভোঁচকানি লাগিলে সেই ব্যক্তি কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

ভোঁতা (দেশজ) ধাররহিত্য (অস্ত্রাদির)।

ভোঁদড়, নকুলজাতীয় জন্তুবিশেষ (Ichneumon grundens.)। ইহাদের চারি পদ ধারাল নখরযুক্ত এবং সর্ব্বগাত্র ও পুচ্ছভাগ লোমবহুল। দন্তাবলী এরূপ সুতীক্ষ্ণ যে তদ্দারা অনায়াসে পক্ষী প্রভৃতির মাথার খুলি চিরিয়া খায়। বাঙ্গালায় ইহারা 'ভাম' নামে প্রসিদ্ধ। জল মধ্যে মেছো কুমীর ও গোসাপ প্রভৃতির ইহারা ভয়ানক শত্রু। ধীবরগণ প্রত্যেকেই প্রায় ভোঁদড় পুষে। তাহাদের নিকট ইহারা ধেড়ে নামে খ্যাত। ইহারা সন্তরণকার্য্যে বিলক্ষণ পটু। জল মধ্যে ডুবিয়া ইহারা নদীগর্ভস্থ মৎস্যাদি জালের মধ্যে তাড়াইয়া আনে। স্রোতোবেগে আসায় ঐ মৎস্য প্রভৃতি জালবদ্ধ হইয়া যায়। ভোঁদড়েরা এরূপ সুকৌশলে জল মধ্যে মৎস্য ধরে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহারা জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পদস্থিত সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা বৃহদাকার মৎস্যের চক্ষু বিঁধিয়া তাহাদিগকে পাড়ের দিকে টানিয়া আনে। ধীবরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলে ও বিক্রয় করে। সাধারণের বিশ্বাস,—ধেড়ে, ভোঁদড় ও ভাম এক জাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

[নকুল শব্দ দেখ।]

ভোঁস্‌লে, মহারাষ্ট্র রাজন্যগণের বংশোপাধিবিশেষ। জগৎ-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী, সামন্ত প্রধান রঘুনাথ রাও এবং বর্ত্তমান তাঞ্জোর অধিপতিগণ এই ভোঁসলেবংশ-সমুদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে শিবাজীর অভ্যুত্থান হইতেই এই ভোঁসলেবংশের খ্যাতি ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিখ্যাত আহ্মদনগর-রাজবংশের অধঃপতনের পর এই ভোঁসলেবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

এই বংশের আদিপুরুষ ভোঁসাজী হইতেই ভোঁসলে-বংশকাহিনী গঠিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজদায়াদ হইতে ভোঁসাজির জন্ম হয়। তিনি কোন অভাবনীয় কারণে দাক্ষিণাত্য বাসী হন। তাঁহারই বংশধরগণ কালে মহারাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালোজী ভোঁসলে নামা উক্ত বংশাবতংস জনৈক প্রথিতনামা ব্যক্তিকে আমরা ইতিহাসগগন আলোকিত করিতে দেখিতে পাই। ইনি ভোঁসাজীর বংশধর বাবজীর পুত্র। বাবজী ফলতনের দেশমুখ জগপালরাও নায়ক নিম্বলকরের ভগিনী দীপাবাঈর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লাখজী যাদবরাওর যত্নে তিনি ২৫ বর্ষ বয়সে মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের অধীনে শিলেদার পদে নিযুক্ত হন। এই সামান্য পদ হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অশ্বারোহী সেনাদল বৃদ্ধি করিয়া রাজসরকারে বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। এ সময়ে তিনি কএকখানি গ্রামের পাটেলদারী প্রাপ্ত হন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সৈন্য আহ্মদনগর আক্রমণ করিলে বাহাদুর নিজাম (২য়) মহাবিভ্রাটে পতিত হন। তিনি নিরুপায় বুঝিয়া মালোজীর অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মালোজী ভোঁসলেকে রাজোপাধি এবং পুণা ও সুপা জায়গীর দান-পূর্ব্বক বিশেষ সম্মানিত করেন। তদনন্তর মালোজী শিবনের ও চাকন প্রদেশের দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হয়েন। বেরুল ও ইলোরা নগরে তাঁহার বাস নিরূপিত ছিল।

এইরূপে আহ্মদনগর-রাজসরকারে ক্রমশঃই তাঁহার প্রতিপত্তি প্রসারিত হইতে থাকে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে একদিন হোলীপর্ব্বোৎসবে স্বীয় পুত্র শাহজীকে সঙ্গে লইয়া তিনি আপন প্রতিপালক মহারাষ্ট্র-পুঙ্গব লাখজী যাদব রাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণ পঞ্চমবর্ষীয় বালক শাহজীকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে ও আদরে আপনার তিনবর্ষ বয়স্কা কন্যা জিজির পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। বালক ও বালিকা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌতূহলপরবশ হইয়া যাদবরাও স্বীয় কন্যাকে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, বালিকে! তুমি উহাকে স্বামিত্বে পাইতে ইচ্ছা কর কি? এই কথা শুনিবামাত্র সেখানকার সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মালোজী এই বিবাহ-প্রস্তাব গাম্ভীর্য্যের সহিত অনুমোদন করিয়া লাখজীকে স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। মানিশ্রেষ্ঠ যাদবরাও এবং তৎপত্নী এই প্রস্তাবে মালোজীর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মালোজী আপনার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ও অবিচলিত রহিলেন।

এই ঘটনার পর তিনি স্বীয় বাসগ্রামে উপনীত হন। এখানে ভবানীদেবীর কৃপায় তিনি অনেক গুপ্তধন লাভ করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বিঠোজীর পরামর্শানুসারে তিনি ঐ অর্থ দ্বারা বহুশত দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সাধারণে সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার ধনাগমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কিন্তু তাঁহার কোন রাজমর্য্যাদা না থাকায় যাদবরাও তাঁহাকে কন্যাদানে অভিমত প্রকাশ করিলেন না, পক্ষান্তরে তিনিও যাদবরাওর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

আহ্মদনগরের ন্যায় পতনশীল রাজ্যে অর্থ ও শক্তি কি না করিতে পারে? তিনি অর্থ এবং ভুজবল দ্বারা সহজেই রাজাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বকাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তিনি পাঁচ হাজারী অশ্বসেনানায়ক ও রাজা উপাধি লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত দুর্গাধিকার ও জায়গীর লাভ তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। তখন যাদবরাওর আর ওজরাপত্তির কোন কারণ থাকিল না। এদিকে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সুলতানের কথা এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহসম্মতি জানাইলেন। উক্ত বর্ষে মহাসমারোহের সহিত শাহজীর সহিত জিজিবাঈর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। স্বয়ং সুলতান বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া দম্পতিদ্বয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই শাহজীই ভারত-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-ছত্রপতি শিবাজীর পিতা। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জুন্নরের নিকটবর্ত্তী শিবনের দুর্গে শাহজীপত্নী জিজিবাঈ শিবাজী-রত্ন প্রসব করেন। শিবাজীর পর তৎপুত্র শম্ভাজী এবং পৌত্র শাহু পুণা ও সাতারার রাজচ্ছত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। [মহারাষ্ট্র, শিবাজী, শাহজী প্রভৃতি শব্দ দেখ]

শিবাজীর অভ্যুদয়ে মহারাষ্ট্র রাজশক্তি যেরূপ প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডতেজ ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার তিরোধান সঙ্গেই সেই পূর্ব্ব রশ্মিমালার ক্ষয় হইতে থাকে। শিবাজী ভোঁসলে-বংশের যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতন সঙ্গে সেই ভোঁসলে-বংশের প্রভাব অস্তমিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে পার্শ্বজী নামা জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার বেরার প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই ব্যক্তি হইতে বেরার রাজ্যে ভোঁসলে-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রকৃত পক্ষে পার্শ্বজী ভোঁসলেবংশসম্ভূত ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সাতারার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি একজন অশ্বারোহী সেনানীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভোঁসলেবংশগৌরব শিবাজী-বংশের অধঃপতনে অস্তমিত হইলে, তিনি সেই বংশের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার মানসে এই স্থানে ভোঁসলেবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা শাহুর রাজ্যকালে পার্শ্বজী উচ্চ সম্মান লাভ করেন। শাহুর কার্য্যে তাঁহার উন্নতিপথ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাজা শাহু কর্ত্তৃক বেরার প্রদেশের যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজকর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হন। পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বন্য বিভাগও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে সমর্পিত হয়।

পার্শ্বজীর ভ্রাতা রঘুজী ভোঁসলে রাজা শাহুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ-শ্যালিকা বিবাহ করায় উভয়ের মধ্যে একটী প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পার্শ্বজীর মৃত্যুর পর রঘুজীই বেরার প্রদেশের রাজস্বসংগ্রাহক হন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী সেনাসাহেব-সুবা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহারাষ্ট্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশ সমগ্র গোণ্ডবানাপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ২য় পিতৃসিংহাসনে আসীন হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র পার্শ্বজী সিংহাসনের অধিকারী হন, কিন্তু তাহার চরিত্র কলুষিত থাকায় বেঙ্কাজির পুত্র মুধাজী বিশেষ প্রতিবাদ করিয়া আপ্পা সাহেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং রাজকার্য্যের পরিচালনা-ভার হস্তগত করিয়া লইলেন। তাঁহার আদেশে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুর নগরে পার্শ্বজী গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। এক্ষণে একমাত্র আপ্পা সাহেবই রাজ্যাধিকারী রহিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই নাগপুরের রাজসিংহাসন প্রদত্ত হইল।

আপ্পা সাহেব বাহিরে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরাজের শত্রুতা করিতে ছাড়েন নাই। সীতাবলদী ও নাগপুরের যুদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই দুই যুদ্ধে তিনি ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে এবং সন্ধি-সর্ত্তানুসারে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের পরাধীন থাকিতে বাধ্য হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বদান্যতায় রাজ্যলাভ করিয়াও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ-রাজ ২য় রঘুজীর পৌত্র রঘুজীকে নাগপুররাজ্য প্রদান করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপ্পা সাহেব ইংরাজপ্রদত্ত জায়গীর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখরাজ্যে পলায়ন করেন। যোধপুর নগরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুজী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ইংরাজরাজ প্রথমে সেই নাবালক রাজার হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া সৈন্যব্যয়বহনের জন্য বেরার রাজ্যের অন্তর্গত কএকটী প্রদেশ স্বহস্তে রাখিয়া দেন। তৎপরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশগুলি পুনরায় রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজরাজ তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় সেনাদল রক্ষার জন্য বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন। [বেরার দেখ।]

ভোই, বোম্বাই-প্রদেশবাসী ধীবর-জাতিবিশেষ। নদ্যাদি হইতে মৎস্যসংগ্রহ ও ডুলী, পাল্কী প্রভৃতি বহন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাধারণতঃ মালভোই, মরাঠাভোই, কাচিভোই ও পরদেশী ভোই নামক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান বা আহারাদি নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভোকরে, চবান, দোঙ্গে, গুলবস্ত, ঘাটমাল, ঝাটে, কাসীদ, কাঠবতে, খটমালে, মণ্ডলকর, মিশ্মল, সিন্দে, শিঙ্গার ও তিলে উপাধিধারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপাধিধারী ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ স্বগোত্রে ও স্বশ্রেণীতে পুত্র কন্যার বিবাহাদি দেয় না।

ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশভূষা ও ভাষা মরাঠাদিগের ন্যায়। বলিষ্ঠ বলিয়াই তাহারা বিশেষ কর্ম্মঠ। স্বভাবতঃ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সৎপ্রকৃতিক। ইহারা আতিথেয়ী হইলেও মদ্যপায়ী, কিন্তু কখনও ইহারা আপনাপন অর্জ্জনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে না। দশবর্ষাধিক বালক ও বালিকা গৃহকর্ম্মে ও পিতৃকার্য্যে মনোযোগ দেয়।

একাদশী প্রভৃতি হিন্দুর পর্ব্বদিনে এবং দশেরার সময় ইহারা কার্য্য বন্ধ রাখে। ইহারা আপনাদিগকে মরাঠা কুণবীদিগের নিম্নতর বলিয়া গণ্য করে। ধর্ম্মে ইহাদের বিশেষ আস্থা আছে। বহিরোবা, তুলজাভবানী ও খণ্ডোবা প্রভৃতি দেবতাকে ইহারা কুলদেবতা-জ্ঞানে বিশেষ সমাদরের সহিত পূজা করে এবং প্রত্যহ স্ব স্ব গৃহে তদুদ্দেশে ভোগ রাঁধিয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী এবং মহাদেব, মারুতী ও বিঠোবার পূজায় ইহারা বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আলন্দী, মাধি, পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুরে কখন কখন ইহারা তীর্থযাত্রায় গমন করে।

সিম্‌গা, সম্বৎসরপর্ব্ব, অক্ষয়তৃতীয়া, নাগপঞ্চমী, দশেরা ও দিবালী পর্ব্বদিবসে ইহারা যথানিয়মে উৎসব করিয়া থাকে। প্রতি সোমবার, আষাঢ় একাদশী ও কার্ত্তিকএকাদশী এবং শিবরাত্রপর্ব্বে ইহারা উপবাস করে।

বিবাহ ওশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে। কাণফাটা গোঁসাই বা জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ইহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। উপদেবতা, ডাইনে ও ভবিষ্যৎ বাক্যে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূত-প্রতিষেধের জন্য ইহারা দেব্রুষীনামক রোঝাদিগকে নিযুক্ত করে।

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহে ইহাদের আপত্তি নাই। জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, বিবাহ ও মৃত্যু এই চারিটী সংস্কার ইহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মত পালন করিয়া থাকে। জাতবালকের পঞ্চম দিবসে ষট্‌বাই দেবীর পূজা যথাবিধানে সম্পাদিত হয়। একাদশ দিন প্রসূতির অশৌচ থাকে, তৎপরে দ্বাদশ দিনে গৃহপ্রাঙ্গণে ৫ খানি পাথর পুতিয়া পুনরায় ষষ্ঠীপূজা হয়। তদন্তে বালকের নামকরণ হয়। পঞ্চম বর্ষে বালকের চূড়াকরণ এবং তদুপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়।

বিবাহের সময় কন্যা গৃহমধ্যে ঘটস্থাপনান্তর গমের একখানি আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরে একটী সুপারী রাখিয়া গণেশের পূজা করে। বরের পিতা আসিয়া পুত্রবধূকে গাত্রবস্ত্রাদি উপহার এবং সীমন্তে সিন্দুর দিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করে। তৎপরে বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হয়। ১ হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত এই হরিদ্রা মাখান উৎসব হইয়া থাকে। তদন্তে কন্যাগৃহে প্রস্তুত একটী আসনের উপর বর ও বরকর্ত্তাকে উপবেশন করায়। কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ উপস্থিত হইয়া উহার চারি দিকস্থ কলসীতে সূত্র জড়াইতে থাকে। অতঃপর কন্যা ও বরপক্ষীয় দুইটী দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধিয়া পঞ্চ পল্লব ও কুঠারহস্তে নিকটবর্ত্তী মারুতি-মন্দিরে গমন করিয়া নবদম্পতির মঙ্গলকামনায় পূজা দিয়া থাকে।

বর পত্নী সহ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় পুরোহিত আসিয়া প্রকৃত বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। এখানে হোমের পর, পাণিগ্রহণ, কন্যাদক্ষিণা, চিক্‌সা ও ঝালকার্য্য সমাধানের পর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

ইহারা মৃতদেহ প্রোথিত করে। প্রথমে গরম জলে ধৌত করিয়া মৃত দেহকে খট্টোপরি শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদনে শয়ান রাখে। সধবা স্ত্রীলোক মরিলে, তাহাকে সবুজ বস্ত্র পরিধান করায় এবং কপালে সিন্দুর, মাথায় ফুল ও চক্ষে কজ্জল দিয়া সাজাইয়া দাহ স্থানে লইয়া যায়। বিধবা রমণীদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে না। বিধবাদিগকে পুরুষের মত নদীতীরে সমাধিস্থ করা হয়।

ইহারা ১০ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, দশম দিনে ক্ষৌরকর্ম্মের পর অশৌচধারী প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিণ্ড দেয়। প্রবাদ, কাকে ঐ পিণ্ড গ্রহণ না করিলে মৃত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বিচরণ করিবে, তজ্জন্য তাহারা কুশের কাক প্রস্তুত করিয়া সেই পিণ্ড ছোঁয়াইয়া লয়। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। প্রতি বৎসর মহালয়া পক্ষে তাহারা প্রেতাত্মার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে।

ভোইকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়বিভাগের ঝালবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোকরীদিগর, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার সাবৃড়ে তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরগাত্রে ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। স্থানীয় ধর্ম্মশালা অহল্যাবাই হোলকরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভোকসা, উঃ পঃ প্রদেশের পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। ভৌতিক ক্রিয়াদ্বারা রোগ-নিরাকরণই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা। জাতীয়তা সম্বন্ধে তাহারা অনেকাংশে নিকটবর্ত্তী থারুদিগের ন্যায়। পূর্ব্বে তরাই ও পিলিভিৎ জেলার বাভর হইতে পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ চাঁদপুর নগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানে তাহাদের বাস আছে।

তাহারা সাধারণতঃ তিনটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত। রামগঙ্গা ও সারদার মধ্যবর্ত্তী জনবাসিগণ পুরবী, রামগঙ্গার পশ্চিম ও গঙ্গার মধ্যবাসীরা পচ্ছমি এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থানবাসীদিগকে লইয়া একটী স্বতন্ত্র থাক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন-শ্রেণীর লোকেরা পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কেহ কাহারও সহিত আহার ব্যবহার বা আদান প্রদান করে না।

ইহারা স্বভাবতঃই খর্ব্বাকার, দৃঢ়কায় ও পারিপাট্যবিহীন। গাত্রবর্ণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রায় কৃষকদিগেরই অনুরূপ। চক্ষু ক্ষুদ্র, নিম্নোষ্ঠ পুরু, গণ্ডাস্থি প্রশস্ত, হনু বিলম্বিত এবং অধরোষ্ঠ গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন। এরূপ মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই ভোক্সা বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের রমণীগণও অনেকটা পুরুষদিগের মত।

ইহারা আপনাদিগকে পরমারবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট হইতে এইরূপ একটী বংশাখ্যায়িকা পাওয়া যায়,—"ধারানগরাধিপ জগদ্দেব স্বীয় ভ্রাতা উদয়াদিত্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। উক্ত উদয়াদিত্য স্বীয় দলবলে পরিবৃত হইয়া সারদা-নদীতীরবর্ত্তী বনবাস নগরে আসিয়া বাস করেন। তিনি ঐ দলের সর্দ্দার বা নায়করূপে মনোনীত হন। ইহার অনতিকাল পরেই কুমায়ুন রাজ্যে শত্রুসৈন্যের সমাগম হয়। কুমায়ুনপতি আত্মরক্ষার জন্য সর্দ্দার উদয়াদিত্যের শরণাপন্ন হইলেন। ক্রমে উদয়াদিত্যের পরমার সেনা আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আক্রমণকারী রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। রাজা পরমার সৈন্যের সাহায্যে কৃতার্থমন্য হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান অর্পণ করিলেন। তদনুসারে তাহারা পূর্ব্বতন বাসভূমি বনবাস পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের এই বংশকাহিনী সর্ব্বমুখে সমান নহে। স্থান-বিশেষে বিভিন্ন কিংবদন্তীও আছে। কেহ বলে, তাহারা দিল্লী হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, আবার কেহ বলে যে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে এতদ্দেশে বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। মহড়া বা দেরাদুণী শাখার ভোক্সাগণ বলে যে, তাহারা তেহরীরাজ সুখদেবের আমন্ত্রণে গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া দেরাদুণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজার মৃগয়াকার্য্যে তাহারা বন-পথের পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিত। পাঁচ পুরুষ হইল, তাহারা এখানকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ২০টী গোত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যদুবংশী, পঁবার, পর্তুজা, রাজবংশী, তুঁয়ার, বড়গুজর, তবারী, বর্হানিয়া, জলবার, অধোই, ছুগুগিয়া, রাঠোর, নগৌরিয়া, জলাল, উপাধ্যায়, চৌহান ও ছুনবারিয়া নামক ১৭টী শাখা প্রধান; এবং টিমার, রাঠোর, ধাঙ্গড়া ও গোলি থাকই অপ্রধান। নিম্নের তিনটী থাক হইতে এই জাতির রাজপুত ও ব্রাহ্মণ-সাঙ্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা অভিমতরূপ ভিন্নগোত্রে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু কীল-পুরী ও শব্‌নাবাসিগণ থারুদিগের সহিত আদানপ্রদান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক সহচরবংশ ভোকসা-দিগের ভাট নামে কথিত। ইহারা বনবাসেই অবস্থান করে। সময়ে সময়ে যজমানদিগের নিকটে আসিয়া থাকে। উক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ সহচর ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

দেরাদুণবাসী মহড়াগণ ভিন্নগোত্র হইলেও মাতৃগোত্রে দুই পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। বহু বিবাহে ইহাদের কোন নিষেধ নাই। কাহারও কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে কন্যার পিতাই জাতীয় সভা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। ঐ প্রণয়ী নীচবর্ণের হইলে কন্যাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং স্ববর্ণের হইলে অর্থদণ্ড দিবার পর স্বজাতি মধ্যে বিবাহের অনুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ কন্যা কোন উচ্চশ্রেণীর সহিত প্রণয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই ১০ টাকা দণ্ড দিতে হয়।

দ্বাদশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। বালিকারা বয়স্থা হইলেই বিবাহিত হয়। বিধবা-গণ 'করাও' প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। তাহার দ্বিতীয় বিবাহজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্ব বিবাহ-জাত পুত্রগণ স্বীয় পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ইহারা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ স্বামিকুল ছাড়িয়া অপরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

দেরাদুনের পূর্ব্বাংশবাসী মহড়াগণ হিন্দু-ক্রিয়াপদ্ধতির অনুকরণকারী। গৌড়-ব্রাহ্মণগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কর্ম্মে তাহা-দের পৌরোহিত্য করে। তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও শূকর, মুরগী প্রভৃতি নিন্দিত মাংস ভোজন ও মদ্যপানে রত।

জাতকর্ম্মে তাহারা বিশেষ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না। ছয়দিনে প্রসূতি সূতিকাগারে থাকিয়া বিবাই-দেবীর পূজা করে। ঐ দিন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে এবং গৃহাদি পরিষ্কার করিতে হয়। পরদিন প্রসূতি কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গঙ্গাজল আনিয়া অপর জলের সহিত মিশাইয়া স্নান করে। একমাস পরে জাতবালকের মুণ্ডনক্রিয়া ও জ্ঞাতি-ভোজ সম্পন্ন হয়। বিধবাবিবাহকারী অপুত্রক হইলে সে স্বীয় পত্নীর পূর্ব্বজাত সন্তানকে দত্তক লইতে পারে।

তাহাদের বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। বিশেষ এই যে, তাহারা বিবাহদিনে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী "মাড়োঁ" বা মণ্ডপ বাঁধে এবং তন্নিম্নে নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। অতঃপর গৃহমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় এবং নবদম্পতিকে উহার চারিদিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। কখন কখন গঙ্গাতীরে যাইয়া সেই মৃতদেহের ভস্ম বা অস্থি পুতিয়া আইসে। শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম্মে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। মৃতের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ দিন পর্য্যন্ত তাহারা প্রত্যহই একটী গোরুকে একখানি পিষ্টক খাওয়াইয়া পরে আপনারা ভোজন করে। ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণকে চাউল, দাইল ও তৈজসাদি পাত্র উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হয়। প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া।

পূরবীগণ পশ্চিমবাসী মহড়া ভোক্‌সা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহারা সত্যবাদী, মদ্যপায়ী ও উপধর্ম্মসেবী। তাহারা স্বভাবতঃই কদর্য্য স্থানে অপরিষ্কৃত গৃহে বাস করিতে ভাল বাসে। এই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইয়া বাস করিতে হয়। তাহারা ক্ষেত্রাদিতে চাসবাসের সুবিধার জন্য জল সরবরাহ করিতে পারে না; এমন কি, আপনাদের উপযোগী পানীয় জল-সংগ্রহের জন্য তাহারা কূপখননের কোনরূপ উপায় শিক্ষা করে নাই। সামান্য চাসবাস ব্যতীত পশুশিকার ও জলাশয়াদি হইতে মৎস্যাহরণ তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাহাদের খাদ্যাদি এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদি অনেকাংশে পশ্চিমবাসী-দিগের মত।

তাহারা বিবাহাদি কার্য্যেও গৌড়ব্রাহ্মণদিগকে নিয়োজিত করে। অনেকেই গুরু নানকপ্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে। যে ব্যক্তি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিও পিতৃধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। নানকমঠ, দেধুরা ও শ্রীনগর তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান।

দেবদেবীর মধ্যে তাহারা প্রধানতঃ ভবানী ও কালিকা দেবীকেই বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বার লাখি (লাখদাতা) ও কালু সৈয়দ (কালুরাজ) নামক সাধু পুরুষদ্বয়ের প্রতিও তাহাদের সবিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। দেহুরা গাজির্খাঁ জেলার নাগহানামক স্থানে ও শিবালিক পর্ব্বতের পাউলিছুণ নামক স্থানে সর্বার-লাখির আস্তানা আছে। তদ্দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেরাই ঐ সাধুতীর্থে পূজা দিয়া থাকে।

ইন্দ্রজাল বা ভৌতিক বিদ্যায় তাহারা বিশেষ পটু। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা পশুরূপ ধারণ করিয়া শত্রুর বিনাশ-সাধন করিতে পারে। বৃক্ষ চালন, মারণ ও স্তম্ভনাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া রাজা সুদর্শনশাহ তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মনোযোগী হন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ছল করিয়া একদিন তাহাদিগকে এই বলিয়া আমন্ত্রণ করেন যে, তোমরা সগ্রন্থ আসিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিব। তদনুসারে তাহারা আপনাপন গ্রন্থাদি লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগের হস্ত-পদ-বন্ধনপূর্ব্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। রাজাজ্ঞায় বস্ত্র ও গ্রন্থাদি সমেত নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের বিদ্যাগৌরব হ্রাস হইয়া পড়ে।

ভোক্তব্য (ত্রি) ভুজ-কর্ত্তরি তব্য। ভোজনীয়, ভোজনার্হ।
"অলাবূ বর্ত্তুলাকারা বার্ত্তাকী দুগ্ধবর্ণিকা।
প্রাণান্তেঽপি ন ভোক্তব্যা দুগ্ধবর্ণা কলম্বিকা ॥" (কর্ম্মলোচন)

২ কর্ম্মজন্য অনুভবনীয়।
"প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উন্মত্তবশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা ॥"(দেবীভাগ° ১১।৭।২৮)
শুভ বা অশুভ প্রারব্ধ যেরূপই হউক না কেন, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

ভোক্তৃ (ত্রি) ভুজ্-কর্ত্তরি তৃচ্। ১ ভোজনকর্ত্তা।
"স্নাতঃ সুধৌতমৃদুসুন্দরশুক্লবাসা-
স্তৎকালধৌতচরণঃ সহপুত্রমিত্রৈঃ।
স্রগ্বী প্রসন্নহৃদয়ো রসপাকবেত্তাং
ভোক্তা বিশেচ্চ সততং হি সহাপ্তবৈদ্যৈঃ ॥" (পাকরাজে°)
স্নানের পর বিশুদ্ধ শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হস্ত ও পদ ধুইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিতে হয়। [ভোজন শব্দ দেখ।] ২ সুখ-দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, যিনি সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করেন।
ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মাই ভোক্তা, অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাদি ভোগ জীবাত্মারই হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে, উপচার-ক্রমে পুরুষ ভোক্তা, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই ভোক্ত্রী।
ভুঙ্‌ক্তে জীবরূপেণেতি, ভুনক্তি পালয়তীতি বা ভুজ্-তৃচ্। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৯)

ভোক্তৃত্ব (ক্লী) ভোক্তুর্ভাবঃ ত্ব। ভোক্তার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগ (পুং) ভুজ্যতে হসৌ ভুজ্-ঘঞ্। ১ সুখ। ২ দুঃখ। ৩ সুখদুঃখাদ্যনুভব। ৪ স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, আদি পদ দ্বারা হস্তী, অশ্ব, কর্ম্মকার প্রভৃতিরও বেতন বুঝায়। ৫ ভাটকমাত্র। চলিত ভাড়া। ৬ সর্প। ৭ তৎফণা। (অমর) ৮ ধন। "হিরণ্ময় সুতভোগং"(ঋক্ ৩।৩৪।৯) 'হিরণ্ময়ং সুবর্ণময়ং ভোগং ধনং' (সায়ণ) ৯ গৃহ। 'ভুজ্যতে হস্মিন্নিতি ভোগো গৃহং' (সায়ণ ৩।৩৪।৯) ১০ পালন। ১১ অভ্যবহার। (মেদিনী) ১২ ভোজন। ১৩ দেহ। ১৪ মান। (শব্দরত্না°) ১৫ পুণ্যপাপজননযোগ্য কাল।
"অতীতানাগতো ভোগো নাড্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ।" (তিথিতত্ত্ব)
সুখ দুঃখাদির অনুভবের নাম ভোগ। সাংখ্যদর্শনে ইহার লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে, "চিদবসানো ভোগঃ" (সাংখ্যসূ° ১।১০৪) প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা পরিণাম হয় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিম্বপাত হওয়াই ভোগ। প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে যখন সংসার হয়, তখনই উপচার-বশতঃ পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে। প্রমেয় বস্তু ও তদাকার মনোবৃত্তি দ্বারা পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান হয়। শাস্ত্রে ইহাকেই ভোগ কহে। প্রতিবিম্ব দ্বারা বিম্বের অণুমাত্রও বিকৃতি হয় না। যেমন একের কৃত অন্নে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে অকর্ত্তৃ-পুরুষেরও ভোগ হইয়া থাকে।
পুরুষের ভোগ হয়—পুরুষ ভোগকরে, একথা অবিবেক-বশতঃ উপচরিত হইয়া থাকে। পুরুষ কর্ম্ম করে, সুতরাং পুরুষই ফলাফল ভোগ করে, এই অনুভবও অবিবেকবশতঃ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পুরুষ অকর্ত্তৃ-স্বভাব, বুদ্ধিই কর্ত্তৃধর্ম্মবতী. তাহার অবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভোগ পুরুষের হয় না, একমাত্র প্রকৃতিই ভোক্ত্রী। (সাংখ্যদ°)
পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে,—ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপ-দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ অনুস্যূত আছে।
"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জলদ° ২।১৫)
মোহান্ধ বা অবিবেকী লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভোগের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কখন আর তাহার নিকট যায় না। অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণাম, তাপ ও সংস্কার দুঃখে গ্রথিত, তাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল সত্ত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সুখ নহে, সুখ নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যায়। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন একজন লোক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইল, তৎকালে তাহার যে মনোবিকার জন্মিল, সে তাহাকেই সুখ ভাবিল ; যতক্ষণ মনোবিকার ততক্ষণই সুখ, কিন্তু তাহার পর ক্ষণেই আবার যে দুঃখ, সেই দুঃখ। সেই কার্য্য করায় যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য এক প্রকারে পৃথক্ দুঃখ হইল। আরও দেখ, সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না, নষ্ট হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়াও আর একপ্রকার দুঃখ হইল। সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্প কালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিল ; তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হওয়ায় আর প্রকার দুঃখ হইল, ভোগ বৃদ্ধি করিলে রোগ হয়, ভোগের সঙ্গে রোগভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই পরিণাম দুঃখ। বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ ভোগকালে শত শত দুঃখ হইয়া থাকে। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে ইত্যাদি ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়; এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপ-মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া ভিতরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকে। অতএব সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, সুখ ভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার পুনর্ব্বার ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্যরূপ সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়। যতক্ষণ উহা না লাভ হয়, ততক্ষণ চিত্ত ব্যাকুল থাকে। অতএব সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভোগ আর কিছুই নহে, কেবল এক প্রকার মানস বিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম-রূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগমাত্রই দুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণ-পরিণাম বর্ত্তমান থাকায় যোগীর ও বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কখন তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ভোগ না হইলে উহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এইরূপভাবে কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে সংস্কার না হয়। সংস্কার বাসনা বা অদৃষ্ট জন্মিলে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। (পাতঞ্জলদ°)

১৬ পুর। 'নব যদস্য নবতিঞ্চ ভোগান্' (ঋক্ ৫।২৯।৬) 'ভোগান্ পুরাণি' (সায়ণ) ১৭ ভূম্যাদির ভোগ। ভূমি প্রভৃতি দখলে থাকার নাম ভোগ।

"প্রপিতামহেন যদ্ভুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তৎ।
তৌ বিনা যস্য পিত্রা চ তস্য ভাগস্ত্রিপৌরুষঃ॥
পিতা পিতামহো যস্য জীবেচ্চ প্রপিতামহঃ।
ত্রয়াণাং জীবতাং ভোগো বিজ্ঞেয়স্ত্বেকপূরুষঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

১৮ বিভবভেদ। ১৯ ব্যূহভেদ। ভোগব্যূহ আবার পাঁচ প্রকার।

"ভোগভেদাঃ সমাখ্যাতাস্তথা পরিপতন্তকঃ।
অসংহতাস্ত যড়্ব্যূহা ভোগব্যূহাশ্চ পঞ্চধা॥"(কামন্দকী ১৯।৫৪)

২০ রবি প্রভৃতির রাশিস্থিতি-কাল। রবি প্রভৃতি গ্রহ এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে যতদিন গমন না করে, তত দিনই সেই রাশির ভোগকাল।

ভোগ, দেবমন্দিরাদিতে দেবতার উপভোগার্থ প্রদত্ত আহার্য্যাদি। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত অন্নাদি ভোগনামে কথিত। সাধারণতঃ দেবদেবীর সম্মুখস্থিত স্থানে ভোগ ন্যস্ত থাকে। দেবতাগণ দিব্যচক্ষে ভোগ দর্শন করিলে পর, তাহা প্রসাদ নামে অভিহিত হয়। প্রসিদ্ধ পুরীধামস্থ জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য যেখানে অন্নব্যঞ্জনাদি রক্ষিত হয়, তাহা ভোগমণ্ডপ নামে খ্যাত। ভোগের সময় পাণ্ডারা নারায়ণের ভোগমূর্ত্তি চারিদিকে ঘুরিয়া লইয়া বেড়ায়। ঐ মূর্ত্তি পাণ্ডারা স্বতন্ত্র স্থানে রাখে। কখনও ক্ষেত্রপীঠে লইয়া যায় না।

তামিল দেশে নববর্ষ দিনে একটী উৎসব ও ইন্দ্রপূজা হয়। সাধারণে আনন্দ উপভোগ করে বলিয়া ঐ দিন ভোগী পণ্ডিবাই নামে খ্যাত।

ভোগক (ত্রি) ভোগ-সংজ্ঞায়াং কন্। ভোগ-কালীন।

ভোগগুহ (ক্লী) সম্ভোগার্থ বেশ্যাকে দেয় অর্থ।

ভোগগৃহ (ক্লী) ভোগার্থং গৃহং। বাসগৃহ।

'বাসাগারং ভোগগৃহং কন্যাপত্ন্যাটনিষ্কুটাঃ।' (হেম)

ভোগগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

ভোগত্ব (ক্লী) ভোগস্য ভাবঃ ত্ব। ভোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগদা (স্ত্রী) শক্তিগণভেদ। (ব্রহ্মপু° ১৮।২৬)

ভোগদাবাড়ী, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে শস্যাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

ভোগদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

শ্বপাকে ভোগদেবাখ্যঃ কৃপাণ্যা প্রাহরন্নৃপম্। (রাজতর°৮।৫২৯)

ভোগদেহ (পুং) ভোগহেতুকো ভোগসাধকো বা দেহঃ। স্বর্গ বা নরকভোগের জন্য সূক্ষ্ম দেহ। দেহ না হইলে ভোগ হয় না, এই জন্য পাপ বা পুণ্য ভোগের নিমিত্ত একটা দেহ হইয়া থাকে, তাহাকে ভোগদেহ কহে।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

মানব সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক বৎসর পরে সপিণ্ডী-করণ, এইজন্য এক বৎসর পরেই ভোগদেহ হইয়া থাকে। যদি কাহারও সম্বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহাতে তাহাদিগের বৎসর মধ্যে ভোগদেহ হইবে কি না, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে ঐ শ্লোকেই এই প্রশ্নের

উত্তর হইয়া যাইবে। সপিণ্ডীকরণের পর ভোগদেহ হইবে, এই কথা বলিলেই হইত, কারণ সপিণ্ডীকরণ প্রায়ই সংবৎসর পরে হইয়া থাকে, 'সংবৎসরাৎ পরং' এই পদ দিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। ইহাতে জানিতে হইবে যে, বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ হইলেও যতদিন না বৎসর গত হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না। এক বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ সপিণ্ডীকরণ হয় নাই, তাহারও ভোগদেহ হইবে না। যতদিন না সপিণ্ডীকরণ হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না, প্রেতদেহ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রপ্রণেতাগণের অভিপ্রায়।

জীব যে বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের ইহ ও পরলোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূল-শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট্‌কৌষিক শরীর নামে খ্যাত। ষাট্‌কৌষিক শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্মশরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য ও অক্লেদ্য। এইজন্য নরকাদি ভোগের সময় এই দেহ জলদগ্নিতে ভস্ম হয় না, জলে ডুবিয়া যায় না, এই দেহের কোনরূপই বিকৃতি হয় না। কেবল যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে।*

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে জীবপুরুষ, তিনিই ভোগদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ করেন। ইহশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ, অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার। এই সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে, এবং পরে তাহারই বলে উদ্বুদ্ধ হয়। স্থিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। মরণ-কালে স্থূলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্ম-শরীর-অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেইজন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন, নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর কহে।

"যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (স্মৃতি)

ভাবনাময় দেহের অন্যনাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে, তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে ষাট্‌কৌষিক ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বা মানবদেহ, কেহ বা তির্য্যগ্‌দেহ, আবার কেহ বা দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দিব্যাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্‌শরীর ও পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানবশরীর উৎপন্ন হয়। যতকাল না স্থূল শরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট।

চৈতন্যবিম্বিত সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিত প্রকারে ষাট্‌কৌষিক শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া থাকে, পরে যথাকালে জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড়-শরীর গ্রহণ করে। যাঁহারা ঋষি তপস্বী ও জ্ঞানী তাঁহারা দেবযান পথে ঊর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উৎপন্ন হন। যাঁহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ তাহারা পিতৃযাণপথে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনন্তর সুখভোগান্তে তাঁহারা পুনর্ব্বার পিতৃযাণপথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানব-শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (সাংখ্যদ০)

---

* "শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশ স্তেজস্তোয়মিতি স্ফুটম্॥
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরম্।
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ॥
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যো জীবপুরুষঃ কৃতঃ॥
বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহস্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে।
স দেহো ন ভবেৎ ভস্ম জলদগ্নৌ যমালয়ে॥
জলে ন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে।
ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ ন তীক্ষ্ণকণ্টকে তথা॥
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ।
প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষেঽপ্যত্যূর্দ্ধপতনেঽপি চ॥
ন চ দগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেব চ।
কথিতং দেহবৃত্তান্তকারণঞ্চ যথাগমম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতিখ০)

সাধারণতঃ এই কথা বলা যায় যে, যে দেহে সুখ, দুঃখ বা নরক ভোগ হয়, তাহাই ভোগদেহ। স্থূল দেহে সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেও ভোগদেহ বলা যাইতে পারে। [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

ভোগনাথ (পুং) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা জনৈক পণ্ডিত, ইঁহাদের পিতার নাম মায়ণ।

ভোগনিপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৮১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর, কাণপুর হইতে ২০॥০ ক্রোশ দূরে কাল্পী-রাজপথের উপর অবস্থিত। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর হইল, ভোগচাঁদনামক জনৈক কায়স্থসন্তান এই নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও তাঁহার বংশধরগণ এইস্থানের ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। স্থানীয় ভোগসাগর নামা বিস্তীর্ণ জলাশয় ঐ ভোগচাঁদেরই কীর্ত্তি।

ভোগপতি (পুং) ভোগের অধিপতি। যিনি যে দ্রব্যের অধিকারী, তিনিই তাহার ভোগপতি। ২ নগর বা প্রদেশাদির শাসনকর্ত্তা।

ভোগপাত্র (ক্লী) ভোগস্য পাত্রং। যে পাত্রে দেবতার উপভোগ্য নৈবেদ্যাদি রক্ষিত হয়।

ভোগপাল (পুং) ভোগং ভোগসাধনমশ্বাদিকং পালয়তীতি ভোগ-পালি-অণ্। ১ অশ্বরক্ষক। (ত্রি) ২ ভোগরক্ষক।

ভোগপিশাচিকা (স্ত্রী) ভোগে পিশাচিকা ইব তদ্বদতৃপ্তত্বাৎ। ক্ষুধা। (হারাবলী)

ভোগপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে।

ভোগপ্রস্থ (পুং) ১ উত্তরস্থিতদেশভেদ। (বৃহৎস০ ১৪ অ০) ২ তদ্দেশবাসী। (মার্ক০পু০ ৫৮।৪২)

ভোগভট্ট (পুং) যোধপুরের প্রতিহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ব্রাহ্মণকুমার হরিচন্দ্রের ঔরসে ভদ্রানাম্নী জনৈক ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ শার্ঙ্গধর পদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভোগভূমি (স্ত্রী) ভোগার্থৈব ভূমিঃ ন কর্ম্মার্থা। সুখস্থান, যে স্থানে কেবল ভোগই হইয়া থাকে, কর্ম্ম হয় না, ভারত বর্ষাতিরিক্ত বর্ষ।

"তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥"(বিষ্ণুপু০ ২।৩অ০)

ভোগভৃতক (পুং) যাহারা কেবল বেতনের জন্য কর্ম্ম করে।

ভোগমোক্ষপ্রদা (স্ত্রী) ১ সুখ ও মোক্ষপ্রদায়িনী। ২ গঙ্গা। ৩ ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার)

ভোগমণ্ডপ (ক্লী) ১ দেবাদির উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণোপযোগী স্থান। ২ ভোগরন্ধনশালা।

ভোগরায়, বালেশ্বর জেলার সন্নিকটস্থ সুবর্ণরেখা নদী-মোহনাবর্ত্তী একটী সুবৃহৎ বাঁধ। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ বন্যা নিবারণার্থ নদীতীরে এই বাঁধ প্রস্তুত করেন। তৎপরে ইংরাজগবর্মেণ্ট সাধারণের উপকারার্থ বন্যাস্রোত রোধ করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার পশ্চাদ্ভাগে আর একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

ভোগলাভ (পুং) সুখভোগাদি প্রাপ্তি।

ভোগবৎ (ত্রি) ভোগঃ ফণঃ কায়ো বা ভূম্না অস্ত্যস্যেতি, ভোগ মতুপ্, মস্য চ বত্বং। ১ সর্প। ২ নাট্য। ৩ গান। ৪ ভোগবিশিষ্ট।

ভোগবতী (স্ত্রী) ভোগবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীন্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩) ১ পাতাল-গঙ্গা। পাতালে গঙ্গাদেবী ভোগবতী নামে বিখ্যাতা। "ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

২ নাগপুরী। ৩ নাগপত্নী।

"ন চ ভোগবতীং মন্যে ন গন্ধর্ব্বীং ন মানুষীম্।"

(ভারত ১।১৭২।৩২) ৪ নদীভেদ। (ভারত ৩।৮৫।৭৫) ৫ গঙ্গা। (কাশীখ০ ২৯।১২৮) ৬ তীর্থভেদ।

'তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ।'(ভারত ৩।৮৫।৭৫)

৭ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ০ ৪৭অ০)

৮ সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের বালাঘাট পর্ব্বতসমুত্থিত নদীভেদ।

ভোগবর্দ্ধন (পুং) দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৭।৪৮)

ভোগবর্ম্মন্ (পুং) ১ মৌখরিরাজবংশের জনৈক রাজা। ২ রাজা শূরসেনের পুত্র। ইঁহার মাতা ভোগদেবী নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার ভগিনী ছিলেন।

ভোগবস্তু (ক্লী) উপভোগ্য দ্রব্যসমুচ্চয়।

ভোগসদ্মন্ (ক্লী) ভোগার্থং উপভোগার্থং সদ্ম। ১ বাসগৃহ, যে গৃহে ভোগ করা যায়। ২ অন্তঃপুর।

'গর্ভাগারং বাসগৃহং ভোগসদ্মাববাধকম্।' (শব্দরত্নাবলী)

ভোগসেন (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা।

'ভোগসেনো নিরস্তুগঃ ক্ষীণবালোঽভবৎ কৃতঃ।'
(রাজতরঙ্গিণী ৮।১৮২)

ভোগস্থান (ক্লী) ভোগার্থং স্থানং। ১ ভোগভূমি। ২ সুখদুঃখাদি ভোগাত্মক শরীর। ৩ রমণী-গেহ।

ভোগস্বামিন্ (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ভুজঙ্গিকা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

ভোগাই, আসাম প্রদেশের গারোপাহাড়-সমুদ্ভূত একটী

ক্ষুদ্র নদী। ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে মিলিত হইয়াছে।

ভোগাদিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা।

ভোগারমন্দর, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় উপত্যকা। অক্ষা° ৩৪°৩০´ হইতে ৩৪°৪৮´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°১৪´১৫´´ হইতে ৭৩°২৪´৩০´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭৭৪১৮ একার, তন্মধ্যে প্রায় ৭।৷° হাজার একার ভূমিতে চাস বাস হইয়া থাকে। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। চারিদিকে ঝাউবৃক্ষসমন্বিত অত্যুচ্চ (৮ হইতে ১৩ হাজার ফিট্) পার্ব্বতীয় বনমালাসমূহ বিরাজিত; তন্মধ্যে স্বচ্ছ প্রবাহা সিরণম নদী মন্থরগমনে প্রবাহিত। অধিবাসিগণ গো-মেষাদি লালন পালন করিয়া তাহাদের দ্বারাই এখানকার আহার্য্য সংগ্রহ করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে এই স্থান মনোরম, কিন্তু শীতের প্রাখর্য্য অত্যন্ত অধিক। গুজর ও স্বাতীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী।

ভোগায়তন (ক্লী) ভোগস্ত আয়তনম্। স্থূলদেহ। এই স্থূল দেহে সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, এই জন্ম উহাকে ভোগায়তন কহে। 'ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণং' (সাংখ্যসূ°)

ভোগার্হ (ক্লী) ভোগমর্হতি অর্হ-অণ্, উপপদস°। ১ ধান্ত। (ত্রি) ২ ভোগ্যবস্তু মাত্র।

ভোগার্হ্য (ক্লী) ভোগায় অর্হ্যতে ইতি অর্হ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। ধান্ত। (রাজনি°)

ভোগাবলী (স্ত্রী) ভোগানাং আবলী শ্রেণির্যস্তাং। স্তুতিপাঠকের স্তুতি।

"ভোগাবলীঃ কলগিরোঽবসরেষু পেটুঃ।" (মাঘ ৫।৬৭)

২ নাগপুরী। (হেম) ৩ স্তুতিপাঠক। ৪ ভোগশ্রেণী। ৫স্তুতি।

"সর্ব্বতো দেবশব্দাদিরেষা ভোগাবলী মতা।" (প্রতাপরুদ্র)

ভোগাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-অধিকরণে ঘঞ্, ভোগার্থো বা আবাসঃ। বাসগৃহ। (হারাবলী)

ভোগিক (পুং) ভোগে অশ্বভোগে নিযুক্ত ইতি ভোগ বাহুলকাৎ ঠন্। অশ্বরক্ষক। (শব্দমালা)

ভোগিকান্ত (পুং) ভোগিনাং কান্তঃ প্রিয়ঃ। বায়ু। (ত্রিকা°)

ভোগিগন্ধিকা (স্ত্রী) ভোগিনঃ সর্পস্যেব গন্ধো যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। ১ সর্পগন্ধা বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ লঘুমঙ্গুষ্ঠবৃক্ষ। (নৈঘণ্টু প্রকা°)

ভোগিন্ (পুং) ভোগোঽস্যাস্তীতি ভোগ-ইনি। ১ সর্প।

"একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ॥"(বিষ্ণুপু° ১।৩।২৩)

২ ভোগযুক্ত। ৩ গ্রামমাত্র। ৪ নৃপ। (মেদিনী) ৫ নাপিত। (বিশ্ব) ৬ বৈয়াবৃত্তিকর, ব্যাবৃত্তিকর। (হেম) ৭ অশ্লেষা নক্ষত্র।

ভোগিনী (স্ত্রী) ভোগিন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মহিষী ভিন্ন রাজভার্য্যা। ইহার পাঠান্তর 'ভট্টিনী'।

ভোগিভুজ্ (পুং) ভোগিনং সর্পং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। ময়ূর। (নৈঘণ্টু প্র°)

ভোগিবর্ম্মন্, কাশ্মীরদেশীয় জনৈক কবি।

ভোগিবল্লভ (ক্লী) ভোগিনাং বল্লভং প্রিয়ম্। চন্দন। (রাজনি°)

ভোগীন (পুং) ১ ইন্দ্রিয়সুখনিরত বা উদরসর্ব্বস্ব ব্যক্তি। ২ রাজা বা রাজপুত্র। ৩ গ্রামপতি। ৪ নাপিত। ৫ কোন বিশিষ্ট বিষয়ে ব্যয়ার্থ সঞ্চয়কারী।

ভোগীন্দ্র (পুং) ভোগিনামিন্দ্রঃ। ১ অনন্তদেব। (শব্দরত্না°) ২ পতঞ্জলির নামান্তর।

ভোগীশ (পুং) ভোগিনামীশঃ। অনন্তদেব।

ভোগেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভোগ্য (ক্লী) ভুজ্-ণ্যৎ। ১ ধন। ২ ধান্ত। (রাজনি°) ভোগমর্হতীতি ভোগ-যৎ। (ত্রি) ৩ ভোগার্হ, ভোগের যোগ্য।

"যথা রক্ষেচ্চ নিপুণং শস্যং কণ্টকিশাখয়া।
ফলায় লগুড়ঃ কার্য্যস্তদ্বদ্ ভোগ্যমিদং জগৎ॥"

(কামন্দকীয় ৫।৮১) ৪ আধিভেদ।

"বিশ্রম্ভহেতুদ্বাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ।
অধিক্রিয়ত ইত্যাধিঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ॥
কৃতকালোপনেয়শ্চ যাবদ্ দেয়োদ্যতস্তথা।
স পুনর্দ্বিবিধঃ প্রোপ্যো গোপ্যো ভোগ্যস্তথৈব চ॥" (নারদ)

ভোগ্যতিথি, তিথ্যাদির ভোগযোগ্য কাল।

ভোগ্যত্ব (ক্লী) ভোগস্য ভাবঃ ত্ব। ভোগ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগ্যা (স্ত্রী) ভোগ্য-টাপ্। ১ বেশ্যা। (রাজনি°) ২ ভোগের যোগ্য ভূমি।

ভোচন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছসামন্ত রাজ্যের একটী নগর।

ভোজ (পুং) ভোজস্যেদমিতি ভোজ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্, অণো লোপঃ। ১ স্বনামখ্যাত দেশ, চলিত ভোজপুর, পর্য্যায় ভোজকট। (শব্দরত্না°) ২ ধারানগরের রাজবিশেষ, ভোজরাজ। [ভোজরাজ দেখ।] ৩ বসুদেবের শান্তিদেবীর গর্ভজাত পুত্রভেদ। (হরিব° ৬৬ অ°)

৪ দ্রুহ্যু নৃপ পুত্রভেদ। (ভারত ১।৮৩অ°)

ভোজ (দেশজ) শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদির জন্য যে দিন জনসমূহ ভোজন করে, তাহাকে ভোজ কহে। শ্রাদ্ধের নিয়ম-ভঙ্গের খাওয়াও 'ভোজ' নামে খ্যাত।

ভোজ, প্রাচীন জনপদবিশেষ। তদ্দেশাধিবাসী। (মার্কং পুং ৫৭।৫৩) ৩ কচ্ছের অন্তর্গত স্থানভেদ। এখন ভুজ নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার অধিবাসীরা ভোজদে নামে খ্যাত।

ভোজ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকার জনৈক পণ্ডিত, ইনি বৃদ্ধভোজ নামে সাধারণে পরিচিত। ৩ হেমচন্দ্রধৃত জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ৪ দ্রব্যানুযোগ তর্কণটীকা নাম্নী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

ভোজ, ১ গুহিল বংশীয় জনৈক রাজা। বাপ্পার পৌত্র। ২ কনৌজের জনৈক নরপতি। ৩ রাজা সিল্‌হনের পুত্র। ইনি রাজ্যবিতাড়িত হইয়া দরদরাজ্যে গমন করেন এবং দরদদিগের সাহায্যে কাশ্মীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা পান। (রাজতরং ৮।২৭০৯) ৪ কোল্‌হাপুরের শিলাহার-বংশীয় দুই জন রাজা। ১ম ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে ও ২য় ১১৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৬ সহ্যাদ্রিখণ্ড বর্ণিত তিন জন রাজা। (সহ্যাং ৩১।২৯, ৪৩ ও ৩২।৪)

ভোজক (ত্রি) ভোজয়তি ভুজ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ভোজন-সম্পাদক। ভুজ্-ণ্বুল। ২ভোজনকর্ত্তা। ৩বিপ্রভেদ। [ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।]

ভোজক ব্রাহ্মণ, ভারতাগত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবিশেষ। মগ-নামেও খ্যাত। কিরূপে এই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল? তৎসম্বন্ধে কএকটী পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। ভবিষ্য-পুরাণে ১১৭ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

'সূর্য্যদেব অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামতি মহীপতি প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তদীয় রাজ্যমধ্যে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত প্রথমে একটী বিমানপ্রতিম পরম রমণীয় শিলাময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তৎপরে তন্মধ্যে একটী সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত হৈমপ্রতিমা সংস্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি যথা-বিধি মদীয় সুন্দর গৃহ ও হেমময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এই-রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সর্ব্বোত্তম গৃহ ও রমণীয় হৈম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এই মনোরম গৃহমধ্যে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমার শরণা-পন্ন হইলেন। আমি নরপতির অচলাভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া কহিলাম, রাজেন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত কোন্ বিষয়ের চিন্তা করিতেছ? তোমার চিন্তার কারণ কি? তাহা আমাকে বল। আমি তোমার সমস্তই সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,—তোমার কার্য্য যদি নিতান্ত দুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আমা দ্বারা তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইবে।

'হে খগ! আমি এইরূপ কহিলে নরপতি আমাকে কহি-লেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপমধ্যে আপনার প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত একটী গৃহ ও প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা আমি যে ইহা প্রতিষ্ঠা-পিত করিব, তাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপমধ্যে যদিও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্চ্চন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না এবং এই স্থানে একটী মাত্র ব্রাহ্মণও বিদ্যমান নাই। সুতরাং হে জগন্নাথ! আমি এই কারণেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছি; আপনি আমাকে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন।

'হে বৈনতেয়! আমি নরপতি-কথিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে রাজন্! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য, এই দ্বীপবাসী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা আমার অর্চ্চনা করিবার অধি-কারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্য আমি অচিরে মগনামধেয় অনুপম ব্রাহ্মণ সকল সৃষ্টি করিতেছি। হে খগ-সত্তম! আমি নরবরকে ঐ কথা কহিয়া তদীয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিছুকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহসা আটজন মহাবল ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা কুন্দেন্দু তুল্য সাতিশয় শুভ্রকান্তি, তাহাদিগের সকলেরই পরিধানে কাষায় বসন, হস্তে করণ্ড ও কমল শোভিত এবং তাহারা সকলেই সাঙ্গোপনিষদ্ চতুর্ব্বেদ পাঠে নিরত। হে খগ! তৎকালে আমার শরীরনির্গত সেই আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে আমার ললাটফলক হইতে দুইজন, পাদদ্বয় হইতে দুইজন, বক্ষ হইতে দুইজন, এবং চরণ হইতে দুইজন সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত হইয়া আমাকে পিতা বলিয়া সসম্মানে কহিল, হে তাত! হে জগৎপতে! আপনি কি জন্য আমাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমরা আপনার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা আপনার পুত্র এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগের পিতা।

সেই সকল ব্রাহ্মণ এইরূপ কথা কহিলে আমি তাহাদিগকে কহিলাম,—হে পুত্রগণ! এই যে প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপে আধিপত্য করিতেছেন, তোমরা সম্প্রতি তাঁহার বাক্য প্রতি-পালন কর। আমি আমার দেহসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে এই কহিয়া পরে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, রাজন্! এই সকল সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্চ্চনীয় এবং ইহারাই

আমার প্রতিমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার মূর্ত্তি ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্ঠা বা পূজা সমস্তই নির্ব্বাহ করিবে। তুমি ধন-ধান্য-গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্তু প্রদান করিবে, এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পুনরায় আর তাহা গ্রহণ করিও না। এই ভোজক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজা করিবার একমাত্র অধিকারী। সুতরাং তুমি আমার উদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তৎসমুদয়ে এই ভোজক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার থাকিবে না। হে পতগ! রাজা আমার কথানুসারে সমস্তই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'সূর্য্য কহিলেন, ভোজকগণ সর্ব্বদা সদাচারে নিরত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পালন করিবে। তাহারা প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দিবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার পূজা করিবে। আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্য উপাস্য দেবতা থাকিবে না। ভোজকগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদবাক্যের নিন্দা, অন্নাদি নিবেদন করিয়া একাকী ভোজন, শূদ্রগৃহে গমন করিয়া শূদ্রান্নগ্রহণ, বা তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। আমার নৈবেদ্যই তাহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইল। ইহারা অভোজ্য ভোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই ভোজন করাইবে, এই দুই কারণে ইহারা 'ভোজক' এবং মগধ্যানে নিরত বলিয়া 'মগধ' নামে বিখ্যাত হইবে। ইহারা যত্নপূর্ব্বক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যক্তি অব্যঙ্গহীন হইয়া আমার পূজানুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হইব না এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে।'

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্য স্থানে (১৩৯অঃ) মগব্রাহ্মণোৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

'গৌরমুখ বলিয়াছিলেন, দেবী নিক্ষুভা সূর্য্যশাপে মানসী তনু লাভ করিয়াছিলেন। মিহিরগোত্র ঋজিশ্বা নামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন, নিক্ষুভা ইঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যা জগতে হাবনীনামে খ্যাত ছিলেন। নিক্ষুভা পিতার আজ্ঞানুসারে বিধিপূর্ব্বক অগ্নিদেবের সহিত বিহার করিতে থাকেন। একদিন সূর্য্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হন। সূর্য্যদেব তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি অগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষুভাকে বনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোপাবিষ্ট হইলেন। তিনি নিক্ষুভার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—নিক্ষুভে! তুমি দেববিধির অননুবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, এ কারণ আমার ঔরসে তোমার আর পুত্র জন্মিবে না। এই গর্ভজাত পুত্র মগনামে খ্যাত এবং মগ-বংশকীর্ত্তিনিবন্ধন 'জরশস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্নি-জাতীয়, দ্বিজাতিগণ সোমজাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ। অগ্নিরূপী ভগবান্ সূর্য্যদেব এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

'অনন্তর মহর্ষি ঋজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ কন্যা নিক্ষুভার গর্ভে প্রজাসৃষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করেন। তাঁহার অভিশাপে সেই কন্যাগর্ভজাত সন্তান অপূজ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্যা পিতার শাপশ্রবণে তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু ঋজিশ্বা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তখন মুনিকন্যা নিরুপায় হইয়া সূর্য্যদেবকেই স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সূর্য্য হাবনীর কাতরবাক্যে করুণার্দ্র হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া ঋষিকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অয়ি সাধুশীলে! এই যে তোমার পিতা ঋজিশ্বাকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ইনি সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার ন্যায় অমোঘবাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্যথা করিতে পারি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্য্যানুরোধে তোমাকে আর একটী যোগ্যপুত্র প্রদান করিতেছি। আমার কৃপায় তোমার এই পুত্র বেদবিদ্যার পারদর্শী হইবে এবং ইহারই বংশপরম্পরা ভূতলে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মবাদী মহাত্মগণ আমারই অংশ বলিয়া জানিবে। তাহারা নিরন্তর আমাতেই অনুরক্ত হইয়া আমারই নামগানে নিরত থাকিবে। প্রতিদিন তপস্যায় নিরত হইয়া আমারই ধ্যান ও পূজা করিবে। এইরূপে আমার প্রতি ঐকান্তিক-ভক্তি-প্রযুক্ত আমি সেই সকল শ্মশ্রু ও অব্যঙ্গধারী বীরকালযাজী ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার অঙ্গে আশ্রয় প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পূর্ণক ও বামহস্তে বর্ম্ম ধারণ করিয়া পতিদান দ্বারা বদনমণ্ডল ঢাকিয়া নিয়ত শুচিভাবে মদগতচিত্তে বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও আমার পূজায় নিরত হইবে,—তাহারা স্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা ক্লান্ত হইলেও আমার প্রসাদে সূর্য্য-সন্নিধানেই বিহার করিতে

পারিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যেরূপ কহিলাম, তোমার পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগ-বংশে সমুৎপন্ন হইয়া যাবতীয় বেদবিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত হইবে। ভাস্কর নিক্ষুভা দেবীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন এবং সেই দেবীও সাতিশয় পুলকিত হইলেন। এইরূপে ভোজকগণ পরে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষুভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোকমধ্যে পূজিত হইয়াছেন।

ভবিষ্যপুরাণে আবার অন্যস্থলে ১৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'নারদ কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন! আমি তোমার নিকট মগব্রাহ্মণগণের অপূর্ব্ব চরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ ব্রাহ্মণগণ বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইঁহারা বিপরীতক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া মগ ও মগু এই দুই নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, তপোধন ঋষি এবং পবিত্রমূর্ত্তি সূর্য্য ইঁহারা সকলেই কূর্চ্চ ধারণ করেন বলিয়া এই মগগণও অতি দীর্ঘ কূর্চ্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়মস্থিত ঋষিগণ মৌনাবলম্বনে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহারাও মৌনী হইয়া ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে শাকদ্বীপবাসী প্রায় সকল ব্রাহ্মণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত আছেন। সুতরাং সিদ্ধি-অভিলাষী সমস্ত মগুরই মৌনাবলম্বনে ভোজন করা কর্ত্তব্য। মগুগণ বচকেই সূর্য্য এবং বচকেই কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহারই অর্চ্চনা করেন, এ কারণ তাঁহারা বচার্চ্চা নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ভোজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের যেমন ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ আছে, সেইরূপ ইঁহাদিগেরও বিদ্, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আঙ্গিরস নামে চারি বেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই বেদচতুষ্টয় পূর্ব্বকালে স্বয়ং প্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মগগণ বেদ অধ্যয়ন করেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে বেদজ্ঞ বলা যায়। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতিকর শেষ নামে এক মহানাগ আছে। এই মহানাগ সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকিরণসহ স্বীয় নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে। এই নির্ম্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ প্রত্যহ অস্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই অমাহকের বন্দনা করিতে থাকেন। যেমন পূজাকালে দ্বিজগণ পুষ্পমাল্য দান করেন, সেইরূপ মগগণও পূজাকালে অমাহক দান করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণমধ্যে সংস্কারাদি সমুদায় কার্য্যে দর্ভের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ইঁহাদিগের মধ্যেও আবশ্যকীয় যাগযজ্ঞাদিতে পবিত্র বর্ম্মার আবশ্যক হয়। শাকদ্বীপবাসী মগগণ এই বর্ম্মা দ্বারাই অধিক সময় পূজা করিয়া থাকেন। যিনি সূর্য্যপূজায় নিরত থাকিয়া শৌচাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সূর্য্যমন্ত্র জপ করেন, সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীতি হইয়া থাকেন। মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাই তাঁহাদিগের সাবিত্রী বলিয়া পরিকল্পিত। কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের সাবিত্রী সেরূপ নহে। আমরা ব্যাহৃতিপূর্ব্বক সাবিত্রী উচ্চারণ করি। শাকদ্বীপবাসীরা মৌনাবলম্বনে অমাহক দ্বারাই স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইঁহারা কদাপি মৃত বা রজস্বলা ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন না। সখস্তদিগের মৃতদেহ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে না এবং স্বীয় অভীষ্টদেব সূর্য্যকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যেমন ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কৃত সুরাপানে দূষিত হন না, সেইরূপ মদ্যও মগগণের পানীয় হইয়া থাকে। এই মদ্য বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পান করেন বলিয়া ইহা প্রকৃত মদ্যের ন্যায় দোষাবহ হয় না। শাকদ্বীপীরা ইহা হবিঃ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইঁহাদিগের সেইরূপ 'অচযু' নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রহিয়াছে। ইঁহারা সিদ্ধিকামনায় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধূপ দান করেন ইত্যাদি।

আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছেন।

এখন এক ভবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় প্রকার শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,—১ম সূর্য্যের স্বশরীর হইতে নিঃসৃত ও শাকদ্বীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত অষ্ট জন, ২য় বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যশরীর হইতে নির্ম্মিত একশ্রেণী, ৩য় অগ্নি-জাতীয়, ৪র্থ সোমজাতীয়, ও ৫ম ভোজক বা আদিত্যজাতীয়। এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে সূর্য্যশরীরনিঃসৃত অষ্ট জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারাই বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বলিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্বকর্ম্মাই সূর্য্যের দেহ চাঁচিয়া নানা খণ্ডে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যাংশসম্ভব বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। ইঁহারাই শাকদ্বীপের আদিব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই ব্রাহ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ ঋজিশ্বা ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে 'অরি-অস্প' নামে এক শ্রেণী বাস করিত। * আমরা এই শ্রেণীকে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থাংশ দ্রষ্টব্য।

'আর্য্যাশ্ব' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সংস্কৃত ঋজ্ ধাতু ও গ্রীক 'অরি' একার্থবোধক। এইরূপস্থলে ঋজিশ্বার বংশধরেরাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কর্তৃক 'অরি-অস্পা' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আমরা ঐপ্রেয়ব্রতরাজ কর্তৃক সূর্য্যপ্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শাকদ্বীপাধিপতির আবাহনে সম্ভবতঃ অন্য দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সূর্য্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শাকদ্বীপবাসিগণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আপনাদিগকে 'সৌর' বা সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্ব্বকালে সৌরমতীয় (Sauromatian)-দিগকে অরক্সেস্ তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৌর বা সূর্য্যপুত্রগণই সম্ভবতঃ 'সৌরমতীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কালে এই সৌরমতীয়দিগের প্রভাব রুষিয়া হইতে ইজিপ্ট্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্তা ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাদের মধ্যেও কএকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে ভবিষ্যকালে তাঁহাদের মধ্যেও সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুল কল্পিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নিকুল, সূর্য্যকুল, ও সোমকুল এই ত্রিকুল হইবার পূর্ব্বে ঋষি ঋজিশ্বা 'মিহির' গোত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহার আদিপুরুষ হইতেই 'গোত্র' প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঋজিশ্বা ঋষি মিহির বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই স্থির হইতেছেন।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন যে, বৈদিক "মিত্র" ও আবস্তিক 'মিথ্র' হইতে 'মিহির' শব্দের উৎপত্তি *। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'মিহির' শব্দ সূর্য্যের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 'মিহির' শব্দের উল্লেখ নাই।

ভোজকদিগের বেদ ও ভিন্ন কুলের উৎপত্তি।

বেদ সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। কোন জাতির আদিতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদি গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। ভবিষ্যোক্ত বচন হইতে দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণেরও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, বিশ্বরদ, বিদাদ্ ও আঙ্গিরস। কিন্তু এই চতুর্বেদের মধ্যে ভারতে কেবল আঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদের সন্ধান পাইতেছি, অপর বেদের চিহ্নমাত্র নাই। বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই পূর্ব্বতন পারস্য-সম্রাট্‌গণের পৌরোহিত্য করিতেন; সুতরাং পারস্য দেশে শাকদ্বীপীয় বেদচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতা অনুসন্ধেয়।

পারস্যের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম অবস্তা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা ঐ বেদ-চতুষ্টয়ের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত সমালোচক হোগ সাহেব বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন,—

'অবস্তা শব্দের মূল আবিস্তাক। বি=পহ্লবী ভাষায় আপি। আবস্তিক 'বিস্ত'=বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ বলিলে যাহা বুঝায়, অবিস্ত (অবস্তা) বলিলেও তাহাই বুঝায়।' *

হিন্দুশাস্ত্রমতে সর্ব্বাদি কালে একমাত্র বেদ ছিল, তাহাই ত্রিধা মতান্তরে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, শাকদ্বীপীয় সৌর ও অগ্নিপূজকদিগেরও সেইরূপ কোন বেদ ছিল, ভাষাবিপর্য্যয়ে তাহাই 'অবিস্ত' নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় বেদের বহুশাখা লুপ্ত হইলেও এখনও চারি বেদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু মগদিগের সেই সুপ্রাচীন বেদ বা 'অবিস্ত' গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে।† এখন ষোড়শাংশের একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহা আছে, তন্মধ্যে আমরা শাকদ্বীপীয় চতুর্বেদের এইরূপ আভাস পাই,—

১ বিদ—ইহাই সম্ভবতঃ অবিস্ত শাস্ত্রের আদি নাম। কাহারও মতে আবস্তিক যশ্ন।

২ বিশ্বরদ—এখন বিস্পরদ (Visparad) নামেই খ্যাত।

৩ বিদাদ্—মূল নাম 'বকদেব্-দাদ্,' এখন 'বন্দীদাদ' নামে খ্যাত।

৪ আঙ্গিরস—ভারতে অথর্ব্বাঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদ নামেই খ্যাত। কিন্তু এই নাম এখন আর পারসিক মগদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবস্তার যশ্নগ্রন্থে (৪৩।১৫) 'অঙ্গ্' বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও তাঁহার স্তুতিপ্রসঙ্গ আছে। 'আথর্ব্বণ' শব্দও অবস্তায় 'আথ্রব' রূপে উক্ত হইয়াছে। আবস্তিক আথ্রব শব্দের অর্থ অগ্নিপুরোহিত। ঋগ্বেদের মতে অথর্ব্বাই সর্ব্বপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করেন।

* Haug's Parsis, p. 202, 273.

* Haug's Essays on the Parsis, p. 121.

† অথর্ব্ববেদে বিদ শব্দের উল্লেখ আছে—"সর্ব্বে জ্যোতিরঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা।" (অথর্ব্ববেদ ২।২২।১৮)

মুণ্ডক উপনিষদ্-মতে, তিনিই প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা এই বেদ প্রকাশ করেন বলিয়া ইহার নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস্ বা ব্রহ্মবেদ। এই বেদ আর্য্যজাতির একখানি প্রাচীন শাস্ত্র হইলেও শতপথ-ব্রাহ্মণ (৪।৬।৭।১), ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৪।১।৭১) ও মনুসংহিতায় (১।২৩) কেবল ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে, অথর্ব্ববেদ গৃহীত হয় নাই। এজন্য অনেকে মনে করেন, অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছদিগের বেদ, এজন্য পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা এই বেদের আদর করিতেন না। বাস্তবিক অথর্ব্ববেদকে ম্লেচ্ছবেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের আর্য্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি কর্ম্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই বেদ যজ্ঞে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের প্রশংসা দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। মন্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫শ কাণ্ড বিদ্বান্ ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্ব্ববেদের একটু বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে আবস্তিক যষ্তসমূহ ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্ব্ববেদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণেও অথর্ব্বাঙ্গিরস সৌরবেদ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বেই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা বিপর্য্যয়ক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। এই ক্রমবিপর্য্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বীপীয় বেদ ভিন্ন জিনিস ও এদেশীয় বেদ হইতে ভিন্ন-বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা যাস্কের নিরুক্তে পাইয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কাম্বোজে (বর্ত্তমান পারস্যের নিকট) বৈদিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। অধিক সম্ভব, পারস্যের উত্তরাংশে অক্সাস্ নদীতীরে (শাকদ্বীপে) আর্য্যগণ মধ্যে বহু পূর্ব্বকালে এক সময় সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদ প্রচারিত হইয়াছিল।

শাকদ্বীপীয় অগ্নিপূজকগণের বহুসহস্র শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি সামান্য নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয় বেদের কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আদি গ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তাশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহা মজদ-ধর্ম্ম বা জরথুস্ত্র-মত-পরিপোষক গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত রূপকাখ্যান এবং পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মজদ্‌ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে মিত্র বা সৌরধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেই সৌরধর্ম্ম হইতেই মজদ্-ধর্ম্মের উৎপত্তি। মজদ্-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ যে সকল মন্ত্র বা স্তব রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যশ্নের গাথাই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গাথায় সেই প্রাচীনতম মিত্রধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়*। কিন্তু গাথাকার মিত্র-স্থানে মজ্‌দাওকে (বরুণকে) বসাইতে অগ্রসর। আমরা জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় মিত্রাবরুণ অর্থাৎ সূর্য্য ও বরুণ দেবতার উপাসনা দেখিয়াছি। শাকদ্বীপীয়গণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন বা তদ্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু জরথুস্ত্র মিত্রের স্থানে অহুরমজ্‌দ (অসুরমেধা) বা বরুণকে বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে অসুরমেধাই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বদেবাসুরেশ্বর। তাহা হইতেই মঙ্গলময় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ। আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অঙ্গ্‌মৈন্যুর সৃষ্টি। এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একেশ্বরবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জরথুস্ত্র স্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রাহ্য বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া পূর্ব্বমতকে চাপা দিয়া ফেলিয়াছেন। যদি অবিস্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত না হইত, তাহাহইলে বরং প্রাচীন শাকদ্বীপীয় সৌরধর্ম্মের কতকটা পরিচয় পাইতাম। আলেক্‌সান্দার কর্ত্তৃক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র ভস্মে পরিণত হওয়ায়, পারসিক পুরোহিতদিগের শ্রুতিসাহায্যে অতি সামান্যই উদ্ধার হইয়াছে। যাঁহারা অবস্ত-শাস্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, তাঁহারা সকলেই মজ্‌দ বা জরথুস্ত্র-মতানুবর্ত্তী। এরূপস্থলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রেত জরথুস্ত্রীয় মত ও তৎপরিপোষক প্রাচীন মন্ত্রসমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অবস্তায় শাকদ্বীপীয় বেদের নাম ভিন্ন

* অবস্তা শাস্ত্রের গাথা অংশের অনুবাদক মিল সাহেব লিখিয়াছেন, "as the Mithra-worship undoubtedly existed previously to the *Gathic* period and fall into neglect at the *Gathic* period, it might be said that the greatly later inscriptions represent *Mazda*-worship as it existed among the ancestors of Zarathustrians in a pre-*Gathic* age even Vedic age." Max Muller's Sacred Books of tle East, Vol. XXXI. p. xxx.

ও গাথা হইতে সৌরদিগের যৎসামান্ত আচার ব্যবহার ভিন্ন আর কিছু পাইবার উপায় নাই।

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট বেদ অর্থাৎ অবস্তা ও এদেশীয় বেদপুরাণাদি হইতে আদি আর্য্য-সমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়?

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা* আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অতি পূর্ব্বকালে বৈদিক ঋষি বা আর্য্যগণ অতি শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন। কবি বা সোম-পুরোহিতগণ তাঁহাদের অগ্রণী; বৃত্রহা (ইন্দ্র) মিত্র (সূর্য্য), বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্ত। সেই সুপ্রাচীন কবিবংশে অসুরগুরু কাব্য উশনার (শুক্রাচার্য্যের) আবির্ভাব। সেই আদিবাসস্থানের নাম ঋগ্বেদে 'প্রস্লৌকস্,' অবস্তায় 'ঐর্য্যন-বাএজা' অর্থাৎ আর্য্যাবাস এবং ভবিষ্যপুরাণে 'আর্য্যদেশ' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বেদোক্ত 'সরপস্' বা আর্য্যভূমি প্রাচীন ইরাণের অন্তর্গত বর্ত্তমান সরীকুল নামক হ্রদতীরবর্ত্তী পুণ্যস্থান। মধ্য এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ ভূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক গ্রন্থোক্ত মেরু) মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। অবস্তায় 'হরো-বেরেজইতি' অর্থাৎ সরস্বতীনামেও ঐ স্থানের উল্লেখ আছে। সরপস্ বা সরীকুলহ্রদই পুরাণে বিন্দুসর নামে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বিন্দুসর হইতেই সরস্বতী, গঙ্গা, ইক্ষু, বক্ষু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্দুসর-নিকটবর্ত্তী চিরতুষারাবৃত মেরুশিখরে আর্য্যগণের আদি বাস ছিল। তথায় দেব ও অসুর-পূজকগণ প্রথমে নির্ব্বিবাদে একত্র অবস্থান করিতেন। তখনও দেবাসুরের আসন ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এমন কি ঋগ্বেদেও অসুর উপাধিতে ভূষিত ইন্দ্র (ঋক্ ১।৫৪।৩), বরুণ (ঋক্ ১।২।৪।১৪,) অগ্নি (ঋক্ ৪।২।৫,৭।২।৬), সবিতা (ঋক্ ১।৩৫।৭) রুদ্র বা শিব (৫।৪২।১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া যায়। তখনও বৈদিক আর্য্যগণের হৃদয়ে 'অসুর' হেয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। তখনও দেব ও অসুর-পূজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

বহু পুরাণেই লিখিত আছে,—উক্ত বিন্দুসর হইতেই ইক্ষু বা বংক্ষু নদী বাহির হইয়া উত্তরসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। মহাভারতে এই নদী শাকদ্বীপে প্রবাহিত চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নামে খ্যাত এবং এক্ষণে Oxus নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। অধিক সম্ভব, ঐ চক্ষুনদী বাহিয়া বৈদিক আর্য্যগণের একশাখা শাক-দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল সূর্য্য-ভক্তগণ 'স্রোষ' বা দেবদূত নামে প্রথমে খ্যাত হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬।১৮) এই স্রোষের প্রশংসা আছে*। তখনও মগপুরোহিত জরথুস্ত্র (ভবিষ্য-পুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক ঋষিদৌহিত্রের জন্ম হয় নাই।

এদিকে পবিত্র আর্য্যাবাসে অগ্নিপূজক মঘবার সহিত ইন্দ্র-পূজক আর্য্যগণের সজ্ঘর্ষের সূত্রপাত হইতেছিল। ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্র (ইন্দ্রপূজক আর্য্য) কবাসখ-নামক মঘবাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন (ঋক্ ৫।৩৪।৩)। আবার অগ্নিপূজক মগদিগের আদি যস্নগ্রন্থে লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র পূর্ব্বকালে মগদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।' (যস্ন ৫১।১৫) সেই জরথুস্ত্র অবস্তাশাস্ত্রপ্রচারক স্পিতম জরথুস্ত্র নহেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। অবস্তায় লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র অহুর মজ্দাওর† সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন ও তিনিই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত মঘবা ও আবস্তিক মগব বা মগুদিগের আচার্য্য বা নেতা হইয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং বৈদিক ঋষি বা তদ্বংশধরগণ শীতপ্রধান উত্তরভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয় দল এক পিতার সন্তান ও একস্থান-জাত হইলেও স্থান ও মতভেদের সহিত পরস্পরের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়াছিল। তাই আমরা পরবর্ত্তিকালে বেদপুরাণাদিতে অসুরপ্রভাবে দেবগণের পরাজয়-প্রসঙ্গে অসুর-নিন্দা, আবার পরবর্ত্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্দা দেখিতে পাই। এমন কি, পুরাণাদির 'অসুর' শব্দে যেমন একটী

* প্রাচীন গাথার উপর শাকদ্বীপীয়গণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"যস্মিন্ গাথাং প্রগায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
সত্রাজিতে মহাবাহো কৃষ্ণধাত্রীং সমাশ্রিতে॥
যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সত্রাজিতস্ত তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে॥"(ভবিষ্যপু° ১১৬।৯-১০)

* ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিকেয় 'স্রোষ' বা 'স্রোষ' বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।
"সুরসেনাপতিস্তেন স যস্মাদ্দীপ্যতে সদা।
তস্মাৎ স কার্ত্তিকেয়স্তু নাম্না রাজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥
স্রু গতৌ চ স্মৃতো ধাতুর্য্যস্তু স প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ।
গচ্ছতীতি রহস্তস্মাৎপর্য্যায়াৎ স্রোষ উচ্যতে॥" (ভবিষ্যপু° ১৪২।২৪)

† অহুরমজ্দাও সংস্কৃত ভাষায় 'অসুরমেধা'। শাকদ্বীপাধিপতিও পুরাণে 'মেধাতিথি' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মেধাতিথির সহিত পূর্ব্বোক্ত মেধার কি কোন রূপকসম্বন্ধ আছে? ভবিষ্যপুরাণে (৭৫।১৩) নারদও 'মেধাঃ-পুত্র' বলিয়া বর্ণিত।

দেবদ্বেষী জঘন্য ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও 'দএব' বা 'দেব' শব্দ দ্বারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিকৃষ্টযোনির সূচিত হইয়াছে।

দেবোপাসক ও অসুরোপাসকের সংগ্রামই বেদের ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে*। আর্য্যজাতি অসুরকে যখন দেবেশ্বর ভাবিয়া পূজা করিতেন, সেই সময়েই যজুর্ব্বেদীয় 'গায়ত্রী আসুরী, উষ্ণিক্-আসুরী' 'পঙ্‌ক্তি আসুরী' প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার যশ্ন মধ্যেও ঐ সকল ছন্দ পাওয়া গিয়াছে†। এতদ্দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, দেবাসুরপূজকগণের একত্র অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই পূর্ব্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন গাথা রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আর্য্য ঋষি সেই সময়েই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা বিদ্বেষবহ্নি সঙ্গে লইয়া যান নাই। এজন্য শাকদ্বীপীয়দিগের বিবরণে দেববিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা যে ধর্ম্ম ও মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবস্তাশাস্ত্রের আদি গাথা-সমূহে দৃষ্ট হয়। শব্দশাস্ত্রবিদেরা স্থির করিয়াছেন, জরথুস্ত্র কর্তৃক মজ্‌দধর্ম্ম প্রচারের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ সকল আদি গাথা রচিত হয়। ঐ সকল গাথা-রচয়িতাগণই সম্ভবতঃ কবি বা শ্রোষ বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। জরথুস্ত্র যে মত প্রচার করেন, তাহাতে সূর্য্যদেবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; অবস্তায় মিত্র (সূর্য্য) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদাদির ন্যায় অবস্তার আদি গাথায় মিথ্রের (মিত্রের) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা সৌর কবিগণের উক্তি। মিহির যষ্‌তে সেই পূর্ব্বশ্রুতির চিহ্নমাত্র রক্ষিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কতকটা রূপক অথচ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। শাকদ্বীপীয় ঋষি মিহিরগোত্র ঋজিশ্বার অগ্নিপূজায় অনুরাগ দেখা যায়, তাই হাবনী বা আহবনীয়াগ্নি তাঁহার কন্যারূপে বর্ণিত। এমন কি তিনি সূর্য্যদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্নিদেবকে অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাঁহার বংশীয়েরা তাহা অনুমোদন করেন নাই। বরং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় সৌরগণ জারজত্ব আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ ঋষি ঋজিশ্বা যে অগ্নিপূজার বীজ বপন করেন, তাহারই ফলে জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলকে দোষ না দিয়া ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব এই, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তিত হইলেও অগ্নিপূজা তাঁহাদের পুরুষার্থ নহে, সূর্য্যপূজাই তাঁহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়।

আমরা ঋগ্বেদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূজকেরা 'মঘবা' নামে খ্যাত ছিলেন। শাকদ্বীপে এই নাম মগব, 'মগু' ও 'মগ' এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে আটজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাকদ্বীপে গিয়া সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হন, তাঁহারাও প্রথমে অগ্নিপূজক 'মগ' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সৌর বা সূর্য্যপূজায় অনুরক্ত হইলেও আদি নাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রচার উপলক্ষে সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিলেন, সেই সময়ই সৌর মগগণের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইরাণের অগ্নিপূজকগণ সকলেই শাকদ্বীপকুলসম্ভূত জরথুস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কিন্তু তুরাণের সৌর ব্রাহ্মণগণ নিজ ইষ্টদেবের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। জরশস্ত্র হইতে শাকদ্বীপীয় কীর্ত্তি বহু জনপদে ঘোষিত হইলেও তিনি শাকদ্বীপের সৌরগণের নিকট পাতিত্য দোষে আরোপিত হইলেন। এক বংশ হইলেও তাঁহারা জরশস্ত্রের বংশীয় বা তন্মতাবলম্বী অগ্নিপুরোহিতদিগকে 'অগ্নিজাত্য' অর্থাৎ অগ্নিকুল এবং আপনাদিগকে 'আদিত্যজাত্য'* বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমযাজী বৈদিক আর্য্যগণ যাঁহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশীয় যাঁহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ সোমযাগে অতিবাহিত করিতেন, তাঁহারা সৌরগণের নিকট সোমজাত্য বা সোমকুলোদ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আমরা সেই ত্রিকুলের উল্লেখ পাইতেছি।

অগ্নির সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য বা পুরোহিতই জরথুস্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, বহু রাজা ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি সেই মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, কোন কোন স্থানে জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক শাসনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে শাকদ্বীপীয় সৌরগণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন। অবশেষে স্পিতম জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে ও পুরাতন অগ্নিপূজার

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১।২৩) যজ্ঞপ্রসঙ্গে দেবাসুরের যুদ্ধকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে।

† Haug's Essays on Parsis, p. 271.

* ইহারাই ভোজক নামে খ্যাত।

সহিত মজ্দধর্ম্ম বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাণ ও তুরাণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ এই নবধর্ম্মের অনুগামী হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই একেশ্বরবাদমূলক অগ্নিপূজা ইরাণ-সাম্রাজ্যের রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সময় মিত্র-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; যে যে স্থানে জরথুস্ত্রের প্রভাব চলিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতেই সৌর ব্রাহ্মণগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কয়েকজন ভক্ত সৌর ব্রাহ্মণ ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই সৌরধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

লিদীয়বাসী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পণ্ডিত জানথোস্ ৪৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র ট্রয়-যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার আরিষ্টটল্ ও ইউডোক্সাস্ প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনির মতে ট্রয়-যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এদিকে বাবিলোনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেরোসস্ লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র এক সময়ে বাবিলোনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ এখানে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জরথুস্ত্র একজন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন জরথুস্ত্র আবির্ভূত হওয়ায় অগ্নিপূজক মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় একজনের সময় স্থির করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন যবন-পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসের বেরোসসের মত গৃহীত হইল। এই মত অনুসারেও প্রসিদ্ধ মগাধিপতি জরথুস্ত্র এখন হইতে প্রায় ৪১০২ বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন। আদি জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্র তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।

স্পিতম জরথুস্ত্রের সময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার রীতি নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত এককালে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমরা শাকদ্বীপীয় মগগণের আচার ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতির অনেক কথা জরথুস্ত্রপ্রচারিত অবস্তা-মধ্যেও পাইতেছি। তিনি যে ভাষায় অবস্তাশাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই ভাষার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়া থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা বেদের সাহায্য ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। আবার অবস্তা বুঝাইতে জেন্দভাষায় যে ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কৃত জানা ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না*। এতদ্দ্বারা মোটামুটী স্থির করা যায় যে, মধ্যএসিয়া বা পঞ্চনদ-বাসী প্রাচীনতম আর্য্যঋষিগণ যে ভাষায় 'বেদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদও শ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ননিদর্শন অবস্তার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

অবস্তাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অবস্তার ভাষা কোনকালে পারস্য বা ইরাণের ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না; কোনদিন পারস্যে প্রচলিত ছিল কি না, তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পারস্যে যখন অবস্তা শাস্ত্র প্রচলিত হয়, তখন সাধারণে পহ্লবী ভাষায় অবস্তার অনুবাদ পাঠ করিত। সেই জন্য অবস্তার আদিগ্রন্থসমূহ পহ্লবী অক্ষরেই লিখিত দেখা যায়।

অবস্তার ভাষ্য জেন্দ যে ভাষায় রচিত, তাহার কতক নিদর্শন উত্তর-মদ্র (Media) ও কাস্পীয়-সাগরের তীরে পাওয়া যায়। ইহাতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে যেমন এক সময় 'সংস্কৃত' কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, শাকদ্বীপেও সেইরূপ একসময় 'জেন্দ' ভাষা কথিত হইত। এখানকার মত তাঁহাদেরও বেদ সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই গ্রথিত ছিল। ক্রমবিপর্য্যয়ে ও উচ্চারণভেদে কালক্রমে ভারতীয় বেদ হইতে তাহার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কতক নিদর্শন আমরা অবস্তায় পাইতেছি।*

কোন কোন পুরাবিদ্ বলিয়া থাকেন যে, মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মিদীয় বা উত্তর-মদ্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করেন। এই উত্তরমদ্রে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যসংস্রব ঘটিয়াছিল; ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেও জানা যায় যে, তথায় বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। †

উত্তর-মদ্র শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পারস্যের অন্তর্গত নহে। উত্তর-মদ্রের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশেই জরথুস্ত্রের জন্ম।

---

* The Zend-Avesta translated by G. Darmesteter (in the Sacred Books of the East, Vol VI. p. xxvi,

† "তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৮।১৪) হিমবানের অপর পারে উত্তরদিকে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রনামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড়্ বলে।

বেদব্যাস যেমন নানা বেদমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচার করিয়াছিলেন, শাকদ্বীপে জরথুস্ত্র সেইরূপ পূর্ব্বতন মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্যকমত নিজ সৎ ও অসৎরূপ দ্বৈতবাদও সেই সঙ্গে চালাইয়া গিয়াছিলেন। যেমন একই বেদের নানা শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ শাকদ্বীপেও পূর্ব্বে শ্রোষ বা স্নদ্‌দিগের এবং জরথুস্ত্র-প্রভাবেও যে বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্তা-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডার্মেষ্টেটর লিখিয়াছেন,—

"That the Avesta contains two series of documents, the one from the Magi of Ragha, and the other from the Magi of Artopatene." (Zend-Avesta, intro. p. xxii).

যাহা হউক, পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, অবস্তা পারসিক মগদিগের আদিশাস্ত্র, এখন সে সন্দেহ দূর হইল *।

ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমন।

এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্ সময়ে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায়—

'দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে অনুপম রূপবান্ সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক সময় দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রুক্ষ, শুষ্ক ও কৃশমূর্ত্তি দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ব্বাসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'তোর কুষ্ঠ হইবে,' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান।

কিছুদিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি আপনার মহিষীগণও রূপবান্ পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদের কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন নাই। সেই জন্য নারদ আর একদিন আসিলেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রৈবতশেখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ সাম্বকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মদ্যপানে রমণীগণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত আর সকল রমণীই চঞ্চল হইলেন, পদ্মপত্রে তাহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া-দিলেন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যখন পুত্র-স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকে কহিলেন, তোমার যে রূপ দেখিয়া তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হউক।

সাম্বও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন, ঋষিবাক্য পূর্ণ হইল। সাম্ব মহাকষ্টে পড়িয়া নারদের শরণাপন্ন হইলেন,—সকাতরে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মেধায় পুত্র! আমায় প্রসন্ন হউন, আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন।' ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিত্য। এই দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহাতে মিত্রদেব প্রসন্ন হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে সাম্বের কুষ্ঠরোগ দূর হইল। যেখানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, সেইস্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানে সাম্ব সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে? তাহা লইয়া সাম্ব মহাসমস্যায় পড়িলেন। নারদ কহিলেন, "লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই আশঙ্কায় সদ্‌ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহেন না। তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।" সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন। গৌরমুখ কহিলেন, "সূর্য্য-পূজায় ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখানে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ আছেন, তাঁহারাই সূর্য্যপূজার অধিকারী। কিন্তু তাঁহা-দিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা বলিতে পারি না। সূর্য্যদেব বলিতে পারেন।" তখন সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মসগ, মানস ও মন্দগ এই চারি জাতির বাস আছে। আমার অংশ লইয়া বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগকে

* "We are now able to understand how it was that the sacred books of Persia was written in a non-Persian dialect; it had been written in the language of its composers, the Magi, who were not Persains. Between the priests and the people there was not only a difference of calling, but also a difference of race, as the sacerdotal caste came from a non-Persian province."

(Sacred Books of the East. Vol. IV, p. xlvi.)

সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজার অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগকে আমার পূজার নিমিত্ত সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এইস্থানে আনয়ন কর। তুমি আমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ করিও না। অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে আনিবার জন্য শাকদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান কর।" ভগবান্ দিবাকর এই কথা কহিলে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রমণীয় দ্বারকাপুরে গমন করিলেন, তথায় স্বীয় পিতা কৃষ্ণের নিকট ভাস্করের দর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের সহায়তায় অতি অল্পকাল মধ্যেই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় বহুসংখ্যক তেজঃপুঞ্জকলেবর মগব্রাহ্মণগণ ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচার দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রখরকর প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। জাম্ববতীতনয় সেই সকল সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, অনাময় প্রশ্ন ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আপনারা সকলেই বিশুদ্ধভাবে ভগবান্ মরীচিমালীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের নিকটই আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব। আমার পিতার নাম বিষ্ণু। আমি চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে ভগবান্ সূর্য দেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সূর্য্যদেব স্বয়ংই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শীঘ্রই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন।" জাম্ববতীতনয় সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন,—হে সাম্ব! তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে ভগবান্ দিবাকর স্বয়ংই আসিয়া আমাদিগের নিকট এ কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব করিব না। এস্থানে আমাদিগের যে অষ্টাদশ কুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।"

মগগণ এই কথা কহিলে সাম্ব যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অভীষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব এই ব্যাপার-দর্শনে সাম্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সাম্ব! তুমি যাঁহাদিগকে শাকদ্বীপ হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল প্রশান্তহৃদয় শান্তিপ্রদ মগ-ব্রাহ্মণগণই বিধি অনুসারে আমার পূজা কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। অতএব হে যদুবংশাবতংস! তুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হও, আমার পূজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তোমাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না।"

সাম্ব এই প্রকারে শাকদ্বীপ হইতে মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে একটী মনোরমপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। সদাচারনিরত মগগণ বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সূর্য্যদেবের পূজাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে সাম্ব নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সূর্য্য সমীপে বরলাভ করিয়া কৃতকৃত্যমনে তাঁহাকে ও মগদিগকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত মগগণ তদবধি সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া এই স্থানে বাসস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে বহুতর ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সূর্য্য (এক সময়) বলিয়াছিলেন,—সাম্ব! এই ভোজকগণ মগনামে পরিচিত এবং ইহারা আমার প্রিয়। ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে যে আটজন শূদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক। সাম্ব সূর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক শাকদ্বীপাগত সেই মগদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা দশটী ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট আটজন শূদ্রও আটটী দাসকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাঁহারাই মগ (ভোজক) নামে খ্যাত। আর যাহারা শূদ্রের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত। এই মন্দগ শূদ্রগণ তৎকালে সূর্য্যের পরিচারক হইয়া পুত্রাদি সমভিব্যাহারে সাম্বনির্ম্মিত পুরে বাস করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাহ্মণেরাও অব্যঙ্গাদি ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ভবিষ্যপুরাণের মত সাম্বপুরাণেও লিখিত আছে, যে সাম্ব মিত্রবনে সূর্য্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়া শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণকে তথায় আনয়ন করেন।

উভয় পুরাণ-মতেই চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবন অবস্থিত। আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম্ব নিজনামে 'সাম্বপুর' স্থাপন করেন। এই 'সাম্বপুর' শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মূলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন 'সাম্বপুর' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউ-

এন্‌সিয়াং 'মূল-সাম্বপুর' (মু-লো-সন্-ফু-লো) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে 'মূলস্থানপুর' এবং তাহা হইতে মূলতান নাম হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, সাম্ব এখানে সুবর্ণমন্দির ও তন্মধ্যে সুবর্ণের সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এখানকার সুবর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আবুরিহান্ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তখন এই মূর্ত্তি কাষ্ঠময়ী ছিল *। তাঁহার সময় এই স্থানের আর একটী নাম ছিল 'আদ্য স্থান'। আরব-ভৌগো-লিকগণও 'সুবর্ণমন্দির' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †।

মাকিদন-বীর আলেকসান্দার যে সময় পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (Hercules) ও মগেশ (Bacchus) বা সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা দেখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো মেগেস্থিনিসের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের নিম্নভূভাগের লোকেরা হর এবং পার্ব্বতীয়-ভূভাগের লোকেরা মগেশের পূজা করিত। সুতরাং আলেকসান্দারের সময় (খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে) সূর্য্যপ্রতিমার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকদ্বীপীয় মগ-ব্রাহ্মণগণও পঞ্জাবে উপস্থিত ছিলেন, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। আলেক্‌-সান্দারের পরবর্ত্তী যবন ও শকরাজগণের মুদ্রাতেও আমরা মিত্র-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে শকরাজগণের অনেকেই মিত্রোপাসক ও মগ-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আসিলেন কিরূপে? অধিক সম্ভব, তাঁহাদের বহু পূর্ব্বেই পঞ্জাবে মিত্রপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, যবনরাজগণও সাধারণের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই মিত্রপূজার চিহ্ন-মুদ্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের বহু পূর্ব্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে শাকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। [ভারতবর্ষ দেখ।] শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন শিলালিপি-সাহায্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতদিগের সহিত যাদবদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি যে, আদিত্য-জাতীয় মগ-ব্রাহ্মণগণ যাদব বা ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহাদের সন্ততিবর্গ 'ভোজক' নামে গণ্য হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, ভোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামন্ত-রাজ-গণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ কেহ 'পরম সৌর' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তাঁহাদের সৌরপুরোহিতগণ 'ভোজক' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ভোজকদিগের আদি নাম 'মগ'ই ছিল এবং জরথুস্ত্রের মতানুবর্ত্তী সকল অগ্নিপুরোহিতই 'মগ' নামে খ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত অগ্নিপুরোহিতদিগের সহিতও বহুদিন হইতে ভারতবাসীর সংস্রব ঘটিয়াছিল এবং পূর্ব্বকালে কোন কোন ভারতবাসীও জরথুস্ত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৈও পণ্ডিত, জেসল পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা গোপাল পণ্ডিতের নাম শুনিতে পাই।* তাঁহারা অবস্তা-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে যত্নবান্ হন; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। নেরিওসিংহ যশ্নের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ্‌দপূজক মগ হইতে মিত্রপূজক মগেরা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য মগ নামের পরিবর্ত্তে ভোজক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগমন-কাল ও আগমন-কারণ।

ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ এবং গ্রহযামল হইতেও জানা যাইতেছে যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে সাম্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে, ৬৫৩ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৫০ বর্ষ পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা মহাভারত ও পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বেই আমরা আভাস দিয়াছি, জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে মিত্রপূজার অবনতি ঘটে, এবং মজ্‌দ-পূজা প্রচারের সহিত মিত্রপূজক মগেরা নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। বাবিলনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেরোসাসের মত উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি, যে, খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪১০২ বর্ষ পূর্ব্বে বাবেরুরাজ জরথুস্ত্র আবির্ভূত হন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে আদি জরথুস্ত্র হইতেছে। এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে,

* Al Beruni's India, translated by E. Sachau, Vol. I, p. 121.

† Cunningham's Ancient Geography of India, p.233.

* Zend Avesta, par Anquetil du Perron, tome II., 132.

যে সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমে অপূর্ব্ব গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে পারস্য ও শাকদ্বীপে মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মজ্‌দ-ধর্ম্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে সময় গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্তে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকদ্বীপ ও পারস্যে জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মসংগ্রামে সুপ্রাচীন মিত্রধর্ম্ম পরাজিত হইলে, মজ্‌দধর্ম্ম অভ্যুত্থান করিল। এই সংঘর্ষ কেবল ইষ্টদেবতা লইয়া নহে। জরথুস্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংস্কারেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান সংস্কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপীরা শব দাহ অথবা সমাধিস্থ করিতেন; কিন্তু জরথুস্ত্র প্রচার করেন যে দাহে অগ্নি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, সুতরাং এ দুই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে ফেলিয়া দেওয়াই বিধি। কিন্তু যাঁহারা মজ্‌দধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, সেই মিত্রপূজকেরা শবদেহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এদিকে সাধারণে জরশস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব শাকদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আনিতে যান, তৎকালে সেখানে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন ছিলেন। এই বর্ণনা রূপক বলিয়া স্বীকার করিলে এইমাত্র বলা যায় যে, ১৮ ঘর মাত্র কুলীন অর্থাৎ পূর্ব্বমতাবলম্বী ছিলেন, আর সকলেই জরথুস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে, এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসেন। কিন্তু গ্রহযামলমতে, সকলে আসেন নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়া ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে মোটামুটী বোধ হইতেছে যে প্রায় চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলতানে আগমন করেন। এই নগরই ভারতে শাকদ্বীপীয়দিগের "আগুস্থান" বলিয়া "মূলস্থান" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে।

নাম ও গোত্র।

গ্রহযামলে লিখিত আছে,—মার্কণ্ড, মাণ্ডব, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জহ্নু এই আটজন মুনি শাকদ্বীপে ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। দেবদেব কৃষ্ণের আদেশে গরুড় তাঁহাদিগকে তথা হইতে আনিলে তাঁহারা আসিয়া সাম্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, ভৃগু, ধনঞ্জয়, দম্ভ ও বসুন্ধর এই আটজন ব্রাহ্মণ গ্রহদান লইতেন। গ্রহদানগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহারা 'গ্রহবিপ্র' নামে বিখ্যাত হন। বরাহ সূর্য্য ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দত্ত বস্তু গ্রহণ করেন; সোম সোমের, ঈশান মঙ্গলের, শান্তি বুধের, ভৃগু শুক্রের, ধনঞ্জয় শনির, দম্ভ রাহুর, এবং বরাহ কেতুর উদ্দেশে দান গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বরাহ কাশ্যপ গোত্র, সোম কৌশিক, ঈশান গৌতম, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু ভরদ্বাজ, ধনঞ্জয় পরাশর, দম্ভ শাণ্ডিল্য এবং বসুন্ধর মৌদ্গল্য গোত্র ছিলেন।*

আচার-ব্যবহার।

ভারতে আসিয়া বাস, যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ ও ভারতবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে শাকদ্বীপীয়গণের আচার ব্যবহার ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, কএক পুরুষ পরে তাঁহাদের সূর্য্যপূজা ও তদুপযোগী অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন আর কোন সময়ে তাঁহাদের শাকদ্বীপী ভাব জানা যাইত না।

সূর্য্যপূজার সময় দর্ভের পরিবর্ত্তে বর্শ্ম (অর্থাৎ আবস্তিক বেরেশ্ম †) ও অব্যঙ্গ (জেন্দ ভাষায় 'ঐব্যাংহন) ধারণ ‡, পূজাকালে মিত্রভক্তের পত্তিজাল বা পতিদান দ্বারা মুখ আচ্ছাদন, পূজায় সর্পনির্ম্মোক-ব্যবহার, শ্রোষের (আবস্তিক 'স্রোষ্') পূজা, শ্বসৎদিগের (আবস্তিক 'সোষ্যন্ত' অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সেই আদি শাকদ্বীপীয় প্রথা অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের ন্যায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'অচযু' নামে হোত্র অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান অগ্নিপূজক পারসিক পুরোহিতগণ যে 'ইজষ্‌নে' নামক যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই অবস্তায় 'অচষ্‌ন' ও ভবিষ্যপুরাণে 'অচযু' নামে

---

* এ দেশীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থেও অষ্ট ব্রাহ্মণের আগমন কথাই বর্ণিত আছে।

† বোম্বাই-প্রদেশীয় অগ্নিপূজক পারসী পুরোহিতেরা এখন Barsom বলিয়া ব্যবহার করেন। অবস্তাশাস্ত্রবিদ্ হোগ লিখিয়াছেন, "a bundle of twigs (*beresma* nowadays *barsom*) which are tied togather by means of reed. Without these implements, which are evidently the remnants of sacrifices agreeing to a certain extent with those of the Brahmans, no Ijashne can be performed by the priest." Haug's Parsis, p. 140.

‡ The *aiwyaanhanem* is the girdle or tie with which the Barsom is to be tied together. It is prepared from a leaflet of a date-palm, which is cut from the tree by priest after he has poured consecrated water over his hand, the knife, the leaflet." Haug's Parsis, p. 396. ভবিষ্যপুরাণে "অব্যঙ্গোৎপত্তি" নামে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে

বর্ণিত হইয়াছে *। ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা যায়, সূর্য্যের সহিত তৎপত্নী নিক্ষুভা বা হাবনীর পূজা করিতে হয়। এই হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরোহিত-দিগের আদিকৃত্যের নামও হাবনী †। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় পূজাঙ্গ ও বিধিব্যবস্থা সমুদয় ভারতীয় আর্য্যগণের অনুরূপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর সেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। শাক-দ্বীপীয় প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের যে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহার সহিত পারসিক অগ্নি-পূজকগণের পূজাঙ্গের সাদৃশ্য থাকায় এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বোম্বাই প্রদেশবাসী পারসিক ও শাকদ্বীপীগণ একই সম্প্রদায়। বোম্বাই প্রদেশের অগ্নিপূজকগণ জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারতে পলাইয়া আসেন ‡। কিন্তু সৌর শাকদ্বীপীগণ জরথুস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন §। শাকদ্বীপের অতি প্রাচীন প্রথা উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত থাকায় উভয়কে এক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

ভারতে শাকদ্বীপীয়গণের বংশবিস্তার।

আদিত্যের উপাসনা বৈদিকযুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। কিন্তু শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে সূর্য্যপ্রতিমা গঠিত হইত না বা এই দেবতার মূর্ত্তিবিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল না। মিত্রের মূর্ত্তিগঠন ও তৎপূজা-প্রচারই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সমস্ত সভ্য-জগতে মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে যেখানে যত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রভাবে অথবা তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মূলতানে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ হই-লেও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানেও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহারা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের বাসহেতুই এই স্থান 'শাকল' নামে খ্যাত হইয়া-ছিল। এখনও ভারতের সর্ব্বত্রই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা আপনা-দিগকে 'শাকল দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এক সময়ে শাকদ্বীপীয়গণ যে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় হইয়াছিলেন, ব্রহ্মজামল হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মজামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিপ্র, ধর্ম্মাঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা, পঞ্চালে শাস্ত্রী, সারস্বত প্রদেশে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, ত্রিহুতে তিথিবিৎ, নাটকাচলে (কামরূপে) ঋক্ষ-সূচক, রুদ্রালয়ে জ্যোতিষী, ব্রহ্মদেশে বিধিকারক, বত্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গে জান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য নামে খ্যাত।

গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনিস্ পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে এ অঞ্চলের পার্ব্বত্যভূভাগে সূর্য্যপূজা দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন পালিগ্রন্থেও পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রহ্মজালসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব ঐ সকল ব্রাহ্মণ-দিগকে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সেই জন্যই বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বিশেষ নিন্দা দৃষ্ট হয়।

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্ব স্ব পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত সুপ্রাচীন মিত্রপূজা পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই; তাঁহাদের মুদ্রাসমূহে মিত্রপূজার নিদর্শন রহিয়াছে*। শকরাজগণের মুদ্রায় মিত্র 'মিহির' নামে উৎকীর্ণ †। এই মিত্রপূজায় তৎকালে একমাত্র শাকদ্বীপীয়

---

* এই 'অচযু' হোত্রের প্রক্রিয়া Haug's Essays on Parsis, p. 443-447 দ্রষ্টব্য।

† Haug's Parsis, p. 159.

‡ ইঁহাদের পুরোহিতগণ 'দস্তুর' নামে খ্যাত। দস্তুরগণ অনেকটা আমা-দের ব্রাহ্মণদিগের মত। তাঁহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে। একমাত্র পুরোহিতবংশ ভিন্ন দস্তুরের অন্যত্র বিবাহ করিবার জো নাই এবং পুরোহিত-বংশ ভিন্ন অন্য কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন।

§ ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ ও গ্রহযামলে শাকদ্বীপ হইতে সাম্বপুরে যে ব্রাহ্মণাগমন-প্রসঙ্গ আছে, তাহা কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাণ ব্যতীত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বরাবর এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার শিলালিপিতেও এই বিবরণ পাইয়াছি। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থাংশ দ্রষ্টব্য।]

* Indian Antiquary, 1888. p, 91.

† এই মিত্রপূজকগণ 'মিহির', 'মিহিরকুল', বা 'মিহিরগোত্র' বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এখনও জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী অনেক পারসী পুরোহিতবংশ 'মিহির' উপাধি ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মিহির উপাসক ছিলেন, এই উপাধি তাহারই নিদর্শন।

ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। সুতরাং শকরাজগণ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহাদের পুরোহিত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই পরবর্ত্তীকালে প্রায় সকল শকরাজই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোব্রাহ্মণ-ভক্ত গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। নহিলে উষবদাত নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতেন না। *

মিত্রভক্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মিত্র ও 'মিহির' উপাধি ব্যবহার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে শুঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী কাণ্বায়ন রাজগণ 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শকরাজ বাসুদেবকে কাণ্বায়নবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট সাহেবও কাণ্বায়ন-বংশীয় ৩য় নৃপতি নারায়ণকে 'তুষার'-বংশীয় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন †। এরূপস্থলে এই কাণ্বায়নেরা শাকদ্বীপী দ্বিজ হইতেছেন। ইঁহারা 'শুঙ্গমিত্র' বলিয়াও কোন কোন প্রাচীন জৈনগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। এই শুঙ্গ ও কাণ্বায়ন-দিগের মধ্যে অনেকেরই 'মিত্র' উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মিত্রভক্ত শুঙ্গ ও কাণ্বায়নদিগের সময়েই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রভাব ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তৎপরে অন্ধ্ররাজ-গণ প্রবল হইয়া কাণ্বায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল শকদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাঁহারা শক-রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই।

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে ‡। সেই সকল শক-রাজগণ প্রধানতঃ 'মিত্র' নামক সূর্য্যভক্ত বলিয়া 'মৈত্রক' নামেও গণ্য ছিলেন। বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে মৈত্রক-গণ 'অতুলবলসম্পন্ন' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই মৈত্রকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই সুরাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধর মহারাজ ধর-পট্ট 'পরমাদিত্যভক্ত' বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন ও প্রপিতামহ রাজ্যবর্দ্ধন উভয়েই তাঁহার তাম্রশাসনে 'পরমাদিত্যভক্ত' আখ্যায় অভিহিত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও এই সময়ে শকদিগের হূণ নামক আর এক শাখা ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি হূণদিগের প্রভাব দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দেখা যায় যে, ইন্দোর ও মগধে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হূণেরা সকলেই 'মিহির' বা সূর্য্যভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র 'মিহিরকুল' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহিরকুলের প্রভাবে গুপ্তসাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের সকল প্রধান রাজন্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 'মিহিরেশ্বর' নামক এক বৃহৎ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন।

আমরা ভবিষ্যপুরাণে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'মিহির-গোত্র' পাইয়াছি। আবার হূণাধিপ মিহিরকুলের পর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেরই 'মিহির' উপাধি ব্যবহার দেখা যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বসুমিহির ‡ ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। যে মালবাধিপ যশোধর্ম্মন্ মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বরাহমিহির তাঁহারই সভা উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। আবার যশোধর্ম্মার সহযোগী মিহিরকুলহন্তা গুপ্ত-সম্রাট্ বালাদিত্য মগধের 'মিত্র' উপাধিধারী ভোজক (শাক-দ্বীপী) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত ও মগধের সূর্য্যসেবার্থ ভূমি-দান করিয়াছিলেন §। আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি যে, বরাহমিহিরের সময়ও সূর্য্যপূজা একমাত্র শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত্ত ছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

* অবস্তার যস্ন মধ্যে অষবদাত নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে। তাহার অনুকরণে এই উষবদাত নাম হইয়া থাকিবে।

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol, III. p. 279.

‡ ভারতবর্ষ শব্দ দ্রষ্টব্য।

* Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol.III p.168.

† Epigraphia Indica, Vol. I p. 72.

‡ R. Mitra's Buddha Gaya, p. 185.

$ Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III.

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ স ভস্মদ্বিজান্
মাতৃণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া ॥"*
(বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯)

অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, সূর্য্যের মগগণ, শিবের ভস্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্ডলবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বিপ্রগণ, সর্ব্বহিত শান্তমনা বুদ্ধের শাক্যব্রাহ্মণগণ এবং জিন-গণের উপাসক নগ্নগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, তাঁহারাই স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেবের পূজা করিবেন।

বরাহমিহিরের বহুপরে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবুরিহান্ ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগকে একমাত্র সূর্য্যপূজায় অধিকারী দেখিয়াছিলেন।

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে চতুর্দ্দশ শতবর্ষ পূর্ব্বে মগধে শাকদ্বীপীয় ভোজক বিপ্রগণ পুরুষানুক্রমে সূর্য্যপূজায় অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলাস্থ দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেববরুণার্ক গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখান-কার বরুণার্ক নামক সূর্য্যদেবের সেবার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক সূর্য্যমিত্রকে এই গ্রাম দান করেন। গুপ্তাধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বর্ম্মভূপালগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহারাও ভোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম ব্রহ্মোত্তর বলিয়া ভোজকদিগকে ছাড় দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ সর্ব্ববর্ম্মা প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, তৎপরে ভোজক ঋষিমিত্র অবন্তিবর্ম্মার নিকট ছাড় পান। এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রকে এই স্থানের ছাড় দিয়াছিলেন *।

মগধে ভোজক বা মগব্রাহ্মণের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এখানে মান-রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এই মানরাজগণের নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শাস্ত্রী, কেহ সভাপণ্ডিত, কেহ প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে ১০৫৯ শকাব্দে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত মগব্যক্তি-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাকদ্বীপী বিপ্রগণ বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল

---

* ভবিষ্যপুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটীর একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা—

"শ্বাম্বীকস্য জনস্য শুক্লবসনান্ বুদ্ধস্য রক্তাম্বরান্।"

অর্থাৎ শুক্লাম্বরধারী জৈনগণ জিনসাধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধের উপাসক। এই শ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত ভবিষ্যপুরাণের পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বরাহমিহির তাঁহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন। (Alberuni's India translated by E, Sachau, Vol. I. 121) কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যখন ঐ শ্লোক গ্রথিত হয়, তখনও তৎকালের কথাই লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির নগ্ন বা দিগম্বর জৈনের কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে দিগম্বর জৈনেরা বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি শ্বেতাম্বরের বহু পরে। খৃষ্ট জন্মের পর দিগম্বরের উৎপত্তি এবং খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহা জৈন-পুরাবিদ্-গণই স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বচন দিগম্বরোৎ-পত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পূজাও প্রচলিত ছিল।

* দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। উহার শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"বিজ্ঞাপিত শ্রীবরুণাবাসি-ভট্টারক প্রতিবদ্ধ-ভোজক-সূর্য্যমিত্রেণ উপরিলিখিত...গ্রামাদিসংযুত পরমেশ্বর শ্রীবালাদিত্য-দেবেন স্বশাসনেন ভগবচ্ছ্রীবরুণবাসী ভট্টারক...পরিবাহক...ভোজকহংস-মিত্রস্য সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর শ্রীসর্ব্ববর্ম্ম...ভোজক-ঋষিমিত্র...যতকং এবং পরমেশ্বর শ্রীমদবন্তিবর্ম্মণা পূর্ব্বদত্তকমবলম্ব্য............ এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর......শাসনদানেন ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রস্যানুমোদিত ...তেন ভুজ্যতে।"

(Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, p. 217.)

যেখানে উক্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ কনিংহাম সাহেব গিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তথায় ৬ ঘর শাকদ্বীপী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছত্তর-পাঁড়ে শাকদ্বীপী কনিংহাম্ সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে ২৯ খানি মৌজা (প্রায় ২২০০০ বিঘা জমি) দান করিয়াছিলেন। ভোজপুরের রাজা উমরাসিংহের সময় পর্য্যন্ত ২৯ মৌজাই ঐ ব্রাহ্মণবংশের অধিকারে ছিল, পরে উমারসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অল্পদিন হইল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন।

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVI. p. 65.) এখনও দেওবরণার্কে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস রহি-য়াছে। এখানে প্রবাদ আছে, রাজা সুলোম স্বীয় কুষ্ঠরোগমুক্তির জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে গয়ায় আনয়ন করেন।

এবং ৭ অর্ক এই ৫৫টী থাকে বা গাঞিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মগব্যক্তির বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাব এবং পূর্ব্বে গৌড় ও উৎকল ভারতের বহুস্থানেই শাকদ্বীপী ভোজক বিপ্রগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে যে স্থানে তাঁহাদের বাস ছিল, অথবা যে যে স্থানে পূর্ব্বকালে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সেই নগর বা গ্রামের নামানুসারে আর বা পুর, মণ্ডল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাখা কল্পিত হইয়াছিল। মগব্যক্তিতে যে সপ্তার্কের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বরুণার্ক একটী। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ভোজকবিপ্রের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাশীখণ্ডে লোলার্কের পরিচয় এবং সাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমনকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আবুরিহান সাম্বপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দেরও বহু পূর্ব্বে যে উৎকলে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

[কোণার্ক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গে ভোজকব্রাহ্মণাগমন।

গৌড়ে কোন সময় শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ আসিয়াছেন, তাহার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুণ্ড্রার্ক ও তদন্তর্গত পুণ্ডরীকার্কের প্রসঙ্গ পাইয়াছি। যে সময়ে গৌড়ের রাজধানী পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ছিল, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ এখানে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল। আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অধিকারকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। পালরাজগণের সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়নগরে রাজধানী পত্তন করিলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরূপ স্থলে অনুমিত হয়, রাজা বল্লালসেনের বহুপূর্ব্বে শাকদ্বীপী বিপ্রগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানকার পুণ্ডার্ক নামক সূর্য্যমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ 'পুণ্ডার্ক' নামে এক স্বতন্ত্র থাক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই 'পুণ্ডার্ক' শাখাকে গৌড়ের প্রথম শাকদ্বীপী দ্বিজ বলিয়া মনে হয়। পুণ্ড্রার্কদিগকে আমরা মোটামুটী বারেন্দ্র শাকদ্বীপী বলিয়া গণ্য করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বারেন্দ্র শ্রেণীর গ্রহবিপ্রগণের আদি কুলপরিচায়ক গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না।

রাঢ়ীয় ও নদীয়া-বঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কতকগুলি কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত হইতে বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের আমরা কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি।

রাঢ়ীয় বালিসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে*—মার্কণ্ড, মাণ্ডব্য, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, ও জহ্নু শাকদ্বীপে এই আটজন মুনি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ মহাশক্তিপ্রভাবে প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। গ্রহ-সম্বন্ধীয় দানগ্রহণ করায় তাঁহারা গ্রহবিপ্রনামে খ্যাত। গরুড় শাকদ্বীপে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জয়, দম্ভ ও বসুন্ধর এই আট জনই গ্রহবিপ্র ছিলেন। তন্মধ্যে বরাহ কাশ্যপগোত্র, সোম ঘৃতকৌশিক, ঈশান গৌতমগোত্র, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু (শুক্র) ভরদ্বাজগোত্র, ধনঞ্জয় পরাশর গোত্র, দম্ভ শাণ্ডিল্য গোত্র এবং বসুন্ধর মৌদ্গল্য গোত্র ছিলেন। ঐ অষ্ট ব্যক্তির বংশধর পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি ও মহানন্দ এই দশজন (মধ্যদেশ হইতে) গৌড়দেশে আগমন করেন † এই দশ ব্যক্তির উপাধি বৃহজ্জ্যোষী, কাশ্যপটি, ওঝা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, জমদগ্নি ও আলম্যান। ইঁহাদের মধ্যে বৃহজ্জ্যোষীর কাশ্যপগোত্র, কাশ্যপটির ঘৃতকৌশিক, ওঝার গৌতমগোত্র, আচার্য্যের মৌদ্গল্য, ঘটকের ভরদ্বাজ, পাঠকের বাৎস্য, মিশ্রের শাণ্ডিল্য, উপাধ্যায়ের পরাশর,

* "মার্কণ্ডো মাণ্ডব্যো গর্গঃ পরাশরস্ততো ভৃগুঃ।
সনাতনোঽঙ্গিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপাষ্টকো মুনিঃ॥
তস্যাত্মজা মহাশক্ত্যা প্রত্যহগ্রহচালকাঃ।
আনীতং দেবদেবেশ গতবান্ গরুড়স্তথা॥
গ্রহদানপ্রভাবেন গ্রহবিপ্রমুদাহৃতম্।
বরাহঃ সোম ঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ॥
দম্ভুর্বসুন্ধরশ্চৈব ইত্যষ্টৌ গ্রহব্রাহ্মণাঃ।
বরাহঃ কাশ্যপশ্চৈব সোমশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বাৎস্যস্তথৈব চ।
ভরদ্বাজো ভৃগুশ্চৈব পরাশরো ধনঞ্জয়ঃ॥
দম্ভঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাৎ মধুকুল্যো বসুন্ধরঃ।
পৃথুর্নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসশ্চ নারায়ণঃ নরোত্তমঃ
দণ্ডপাণির্মহানন্দো গৌড়দেশে সমাগতঃ॥"

(রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা।)

† "মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতঃ।" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

জামদগ্ন্য ও আল্যমান লইয়া দশজনের দশ গোত্র খ্যাত *। রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণ এই দশ ব্যক্তির সন্তান।

এদিকে নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ও তাঁহাদের আগমন কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়—

'ফলপুষ্পশোভিত নানাবৃক্ষসমাকুল রমণীয় সরযূতীরে বেদ-বেদাঙ্গপারগ নানাশাস্ত্রে কুশল জপযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। কোন সময় গৌড়দেশাধীশ্বর নৃপতিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যপ্রযুক্ত রোগ দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ চিকিৎসিত হইয়াও রোগসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতেরা সরযূতীর হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

'বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ, শঙ্কর, দেবধর, সুশর্ম্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি ও মাধব এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশাধিপ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা সেই মহাত্মা বিপ্রগণের গ্রহজ্ঞান বিদিত হইয়া নিজ ভবনে গ্রহযজ্ঞ বিধানের নিমিত্ত বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা গ্রহযজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গোত্র যথাক্রমে বলিতেছি। বিষ্ণু কাশ্যপগোত্র, সনাতন কৌশিকগোত্র, সুযজ্ঞ বাৎস্যগোত্র, বাসুদেব শাণ্ডিল্যগোত্র, সুশর্ম্মা মৌদ্গাল্যগোত্র, দেবধর পরাশরগোত্র, শঙ্কর গৌতমগোত্র, চতুর্ভুজ জামদগ্নি গোত্র, চক্রপাণি গর্গগোত্র ও মাধব আল্যম্যান গোত্রসম্ভূত। সুশর্ম্মা তন্ত্রধারের কার্য্যে, প্রজাপতি হোতৃ-কার্য্যে, বিষ্ণু ব্রহ্মকর্ম্মে, শঙ্কর সদস্যকর্ম্মে, সূর্য্যের জপকর্ম্মে সুযজ্ঞ, চন্দ্রের জপকর্ম্মে সনাতন, মঙ্গলের জপকর্ম্মে চতুর্ভুজ, বুধের জপকর্ম্মে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকর্ম্মে দেবধর, শুক্রের জপকর্ম্মে লোকেশ ও রাহুকেতুর জপকর্ম্মে সুধীবর মাধব গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ভূদেবগণ যথা-বিধ রাজার গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজার আদেশ অনুসারে সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিঃ-শাস্ত্রপরায়ণ তনয়গণ গ্রহের দান গ্রহণ করায় গ্রহবিপ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই শাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণগণ রাঢ় ও বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। স্থানভেদে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে। উপাধ্যায়, পাঠক, আচার্য্য, মিশ্র, বৃহ-জ্জ্যোষী ও দীক্ষিত এই কয়েকটী তাঁহাদের বংশোপাধি' *। নদীয়া বঙ্গ সমাজের গ্রহবিপ্রগণ উক্ত দ্বাদশজনের সন্তান।

উমেশচন্দ্রের কুলজী হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইল, তদনু-সারে অবগত হওয়া যায়, গৌড়দেশীয় শশাঙ্ক নৃপতি এক সময় ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রোগ হইতে

---

* "বৃহজ্জ্যোষী কাশপটিশ্চ ওঝাচার্য্যচতুষ্টয়ং।
ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ ॥
জমদগ্নিরালম্যানো দশাখ্যাতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃহজ্জোষী কাশ্যপঃ স্যাৎ কাশ্যপটিশ্চ ত্বকৌশিকঃ ॥
ওঝা গৌতম আখ্যাত আচার্য্যো মধুকুল্যায়ো।
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাদুপাধ্যায়ঃ পরাশরঃ।
জামদগ্ন্য আলম্যানঃ দশগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
(রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা।)

* "শ্রীসূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাম্।
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথাবিধি ॥
সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
সুরসালফলৈঃ পুষ্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥
বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
নানাশাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥
কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্ম্মিকঃ ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ।
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নৃপপুঙ্গবঃ ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজপুঙ্গবঃ।
আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্যাদেশতস্ততঃ ॥
বিষ্ণুঃ সনাতনশ্চৈব সুযজ্ঞঃ শঙ্করস্তথা।
দেবধরঃ সুশর্ম্মা চ বাসুদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
চতুর্ভুজশ্চ লোকেশশ্চক্রপাণিশ্চ মাধবঃ।
প্রার্থিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলম্ ॥
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বা তু তেষাং রাজা মহাত্মনাম্।
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতাস্তে নিজমন্দিরে ॥
তেষাস্তু দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাগমং।
কথ্যন্তে যে বৃতাস্তস্মিন্ নৃপস্য যজ্ঞকর্ম্মণি ॥
বিষ্ণুঃ কাশ্যপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ।
বাৎস্যঃ সুযজ্ঞঃ শাণ্ডিল্যো বাসুদেবস্তথৈব চ ॥
মৌদ্গল্যজঃ সুশর্ম্মা চ দেবধরঃ পরাশরঃ।
শঙ্করো গৌতমঃ খ্যাতো ভরদ্বাজঃ প্রজাপতিঃ ॥
মৌঞ্জায়নশ্চ লোকেশো জমদগ্নিশ্চতুর্ভুজঃ।
গর্গস্তু চক্রপাণিঃ স্যাদালম্যানশ্চ মাধবঃ ॥
সুশর্ম্মা তন্ত্রধারত্বে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মণি বিষ্ণুশ্চ সদস্যত্বে চ শঙ্করঃ ॥
জপকর্ম্মণি সূর্য্যস্য সুযজ্ঞঃ শশিনস্তু সঃ ॥
সনাতনস্তথা ভূমিপুত্রস্য চ চতুর্ভুজঃ ॥
বুধস্য চ চক্রপাণির্গুরোর্দেবধরস্তথা।
শুক্রস্য চৈব লোকেশো বাসুদেবঃ শনেস্তথা ॥
কেতুপন্নগয়োশ্চৈব মাধবঃ সুধিয়াং বরঃ।
বৃতা গৌড়েশ্বরেণৈতে ব্রতিনো হোমকর্ম্মণি ॥
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ।
সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া" ॥
(উমেশচন্দ্র শর্ম্মাধৃত মহাদেবকারিকা)

বিমুক্তিলাভের আশয়ে তিনি সরযূতীর হইতে কয়েকজন দ্বিজ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ গৌড়দেশে বাস করিয়া গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য নামে খ্যাত হন।

বালি বা মধ্যরাঢ়-সমাজ ও নদীয়াবঙ্গ-সমাজের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সমাজের আদি পুরুষগণ মধ্য-দেশ হইতে রাঢ়দেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়াধিপ শশাঙ্করাজের সভায় গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, বিনশন বা সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত *। সরযূতীর এই সীমার বাহিরে। সুতরাং উভয় সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, উভয় সমাজ বিভিন্ন শাখাসম্ভূত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। †

[দৈবজ্ঞ, গ্রহবিপ্র, কোণার্ক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ভোজক, জৈন পুরোহিত।

ভোজকট (পুং) ১ ভোজদেশ। (স্ত্রী) ২ রুক্মিনির্ম্মিত পুর।

"ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রুক্মিভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসত্তদা॥" (বিষ্ণুপু০৫।২৬।১৩)

৩ একটী প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভোজকটীয় (ত্রি) ভোজকটে ভবঃ, ভোজকট-ছ। ভোজ-কটদেশোদ্ভব।

ভোজখেরি, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি।

ভোজদুহিতৃ (স্ত্রী) ভোজস্য দুহিতা। ভোজপুত্রী, ভোজকন্যা।

ভোজদেব (পুং) ভোজো দেব ইব। ভোজরাজ।

ভোজদেব, কচ্ছের জনৈক রাজা। তারমল্লের পুত্র। ইনি ধর্ম্মপ্রদীপ নামে ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

ভোজদেব, ১ কনোজ (মহোদয়)-রাজ রামভদ্র দেবের পুত্র। আদিবরাহ তাহার বিরুদ। ২ মহোদয়াধিপতি মহেন্দ্র-পাল দেবের পুত্র। ৩ জয়শালমীরের জনৈক মহারাবল। ৪ পরমাররাজ সিন্ধুরাজের পুত্র। মালব ও গোপগিরির অধিপতি। নিজ ভুজবলে মহারাজাধিরাজ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক আল্‌বিরুণীর সমসা-ময়িক ছিলেন। ৫ জনৈক প্রতিহার রাজা নাগভট্টের পুত্র। ৬ শিলালিপিবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ।

[ভোজরাজ দেখ।]

ভোজদেশ, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত দেশভেদ, এখানে ব্যাঘ্রেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভোজন (ক্লী) ভুজ-ল্যুট্। (ল্যুট্ চ। পা ৩।৩।১১৫) ভক্ষণ, কঠিন দ্রব্যের গলাধঃকরণ। পর্য্যায়—জগ্ধ, জেমন, লেপ, আহার, নিঘস, ন্যাদ, জমন, বিঘস, অভ্যবহার, প্রত্য-বসান, অশন, স্বদন, নিগর। (রাজনি০)

এই স্থূলদেহ অন্নের বিকার মাত্র। একমাত্র ভোজন দ্বারাই শরীর পুষ্টি বা ক্ষীণ হইয়া থাকে। কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি বৈদ্যকশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই ভোজনের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাং চতুর্ব্বিধা।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতস্পৃহা॥
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দ্দোঽরুচিঃ শ্রমঃ।
তন্দ্রালোচনদৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ)

মানবগণের স্বভাবতঃই প্রত্যহ চারিটী অভিলাষ হইয়া থাকে। যথা—ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ এবং সুরত-স্পৃহা। কিন্তু ঐ অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রস ও রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানেচ্ছা প্রতিহত করিয়া জলপান না করিলে কণ্ঠশোষ, মুখ-শোষ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধতা, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে ভুক্ত দ্রব্যের অপাক এবং তন্দ্রাদি নানাদোষ হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে শরীর ক্ষয় হয়। যাহ অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির ভোজন অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষসমূহকে এবং তদভাবে রসরক্তাদি ধাতুকে পরিপাক করে, এবং ধাতুপরিপাকের পর প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এইজন্য ভোজন প্রীতিজনক, সদ্যো বলকারক, শরীররক্ষক, এবং স্মরণশক্তি, পরমায়ু, বীর্য্য, বর্ণ, ওজোধাতু, সত্ত্বগুণ ও শোভাবর্দ্ধক।

"যথোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্।
বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি॥

---

* "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে যৎপ্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (মনুসং ২।২১)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থাংশে শাকদ্বীপী ভোজক-ব্রাহ্মণগণের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।